৫ম সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১:১-১৭

সূচনা

করিন্থীয়দের মধ্যে বিবাদ

আমি পল, ঈশ্বরের মঙ্গল-ইচ্ছায় খ্রীষ্টযীশুর প্রেরিতদূত হতে আহূত, এবং ভাই সোস্থেনেস, করিন্থে ঈশ্বরের মণ্ডলীর সমীপে; তাদেরও সমীপে, যারা খ্রীষ্টযীশুতে পবিত্রীকৃত হয়ে তাদের সকলেরই সঙ্গে পবিত্রজন হতে আহূত হয়েছে যারা সর্বত্র আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের নাম করে যিনি তাদের ও আমাদের প্রভু: আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ খ্রীষ্টযীশুতে তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তার জন্য আমি তোমাদের বিষয়ে নিয়তই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ তাঁরই মধ্যে তোমরা সব দিক দিয়ে—বচনে জ্ঞানে সব দিক দিয়েই ধনবান হয়ে উঠেছ; তাই খ্রীষ্টের সাক্ষ্য তোমাদের মধ্যে এমন দৃঢ়তার সঙ্গে স্থান পেয়েছে যে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষা করতে করতে তোমাদের কোন অনুগ্রহদানের অভাব পড়ে না; তিনিই তোমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন, যেন তোমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দিনে অনিন্দ্য হতে পার। যিনি তাঁর আপন পুত্র যীশুখ্রীষ্ট আমাদের সেই প্রভুর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে তোমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত।

ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামের দোহাই আমি তোমাদের অনুরোধ করছি: তোমরা সকলে একই কথা বল, তোমাদের মধ্যে যেন কোন বিভেদ না থাকে, বরং এক মনোভাবে ও এক বিচারে সম্পূর্ণরূপে এক হও। কেননা, হে আমার ভাইয়েরা, আমি খ্লয়ের লোকজনদের কাছ থেকে তোমাদের বিষয়ে একথা জানতে পেরেছি যে, তোমাদের মধ্যে নাকি যথেষ্ট বিবাদ দেখা দিচ্ছে। আমি যে ব্যাপার ইঙ্গিত করে কথা বলছি, তা হল এ: তোমরা নাকি এক একজন বলে থাক, আমি পলের, আমি কিন্তু আপল্লোসের, আমি আবার কেফাসের, আর আমি খ্রীষ্টের। খ্রীষ্টকে বিভক্ত করা হয়েছে নাকি? পল কি তোমাদের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে? পলের নামের উদ্দেশেই কি তোমরা দীক্ষাস্নাত হয়েছ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ক্রিস্পস ও গাইউসকে ছাড়া আমি তোমাদের কাউকেই দীক্ষাস্নাত করিনি, যেন কেউ না বলতে পারে, তোমরা আমার নামের উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছ। অবশ্যই, স্তেফানাসের বাড়ির লোকদেরও আমি দীক্ষাস্নাত করেছি, তবু জানি না, এদের কথা বাদে অন্য কাউকেও দীক্ষাস্নাত করেছি কিনা। কারণ খ্রীষ্ট দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতে নয়, সুসমাচার প্রচার করতেই আমাকে প্রেরণ করেছেন; তাও এমন প্রজ্ঞার ভাষায় নয়, যা খ্রীষ্টের ক্রুশ ব্যর্থ করতে পারে।

শ্লোক ১ করি ১:৭,৮,৯ দ্রঃ

প্র আমরা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সেই আত্মপ্রকাশের দিনের প্রতীক্ষায় আছি।
উ তিনিই আমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন।
প্র যিনি তাঁর আপন পুত্র যীশুখ্রীষ্ট আমাদের সেই প্রভুর সঙ্গে জীবন-সহভাগিতার উদ্দেশে আমাদের আহ্বান করেছেন, সেই ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত।
উ তিনিই আমাদের শেষ পর্যন্ত সুস্থির করে রাখবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৪৩

মানুষ, চিন্তা কর, তুমি কতগুলো ও কেমন উপকার পেয়েছ

তোমাদের আয় থেকে যা কিছু কেটে নিতে পেরেছ, সপ্তাহের প্রথম দিনে তা জমাতে থাক; আমি যখন আসব, তখনই যেন চাঁদা তোলা না হয়। যখন পল সপ্তাহের প্রথম দিনের কথা বলেন, তখন তিনি রবিবার দিন ইঙ্গিত

করেন। তবে কেন তিনি তেমন দিন অর্থদানের জন্য নির্ধারণ করেন? কেনই বা সোমবার কি মঙ্গলবার কি শনিবারই নির্ধারণ করেন না? অবশ্য, তিনি এমনি বা অকারণেই তা বলেননি, তিনি বরং সবচেয়ে উপযুক্ত সময় বেছে নিতে চাইলেন যেন আমাদের অন্তরে দানশীলতার ইচ্ছা অধিক জ্বালাতে পারেন। এক একটা জিনিসের জন্য উপযুক্ত সময় বেছে নেওয়া কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। তাহলে তুমি আমাকে বলবে, অভাবগ্রস্তদের কাছে দান করার জন্য কেন তিনি এ বিশেষ দিন বেছে নিলেন? কারণ এদিনে আমরা কাজ থেকে বিরত থাকি, ও বিশ্রাম প্রাণকে বেশি আরাম দেয়; তবু প্রকৃত কারণ এ যে, এ দিনেই আমরা মহত্তর উপকার লাভে ধন্য হয়েছি। এদিনে মৃত্যু পরাজিত হল, অভিশাপ বাতিল করা হল, পাপ মুছে দেওয়া হল, পাতালের দরজা ছিন্ন করা হল, শয়তান পরাভূত হল; দীর্ঘকালীন শত্রুতার পর এদিনে মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত হল, মানবজাতি আদি মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল, এমনকি উচ্চতরই মর্যাদায় উন্নীত হল। এদিনে সূর্য সেই চমৎকার দৃশ্য পেল তথা মানুষ অমর হয়ে উঠল। আমরা যেন তেমন বহু উপকারের স্মৃতি রক্ষা করতে পারি, এজন্যই পল এ দিনকে সাক্ষীরূপেই যেন দাঁড় করালেন দিনটা যেন প্রত্যেককে বলতে পারে: মানুষ, চিন্তা কর, আজ তুমি কতগুলো ও কেমন উপকার পেয়েছ, কতগুলো ও কেমন অমঙ্গল থেকে মুক্তিলাভ করেছ; চিন্তা কর, তুমি কী ছিলে, আর এখন কী হয়ে উঠেছ।

আমরা যখন আমাদের জন্মদিনে উৎসব করার প্রথা পালন করে থাকি, বহু ক্রীতদাস যখন পাওয়া স্বাধীনতার দিন আড়ম্বরের সঙ্গে স্মরণ করে থাকে—কেউ কেউ মহা অন্নভোজে, কেউ কেউ মহা অর্থদানেই তা পালন করে থাকে—তখন এদিন যা অত্যুক্তি ভয় না করে গোটা মানবজাতির জন্মদিন বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, আমাদের পক্ষে এদিন পবিত্রিত করা অধিক বাঞ্ছনীয়!

আমরা তো হারানোই ছিলাম, মুক্তি পেয়েছি; তবে এদিন আধ্যাত্মিক সম্মানে ভূষিত করা সত্যিই ন্যায়সঙ্গত—অন্নভোজ দিয়ে নয়, আঙুররস ও মাতলামিতেও নয়, বরং দীনতম ভাইদের আমাদের পার্থিব সম্পদের অংশী করায়ই দিনটিকে উপযুক্ত সম্মানে ভূষিত করব। আমি একথা বলছি ঠিকই, কিন্তু দেখ, এ ব্যাপারে তোমাদের মনের সম্মতি যথেষ্ট নয়, তোমাদের কার্যকারিতা চাই। মনে করবে না, একথা শুধু সেই করিন্থীয়দের উদ্দেশ করে বলা হয়েছিল; না, একথা আমাদের এক একজনের জন্য ও ভাবীকালের সকল মানুষের জন্যই খাটে। এসো, পল যা করতে আদেশ করলেন, আমরা সত্যিই তা পালন করি: আমাদের এক একজন যা যা বাঁচাতে পেরেছে, সে প্রতি রবিবারে তার নিজের ঘরে তা গচ্ছিত রাখুক—এ হয়ে উঠুক একটা নিয়ম ও অপরিবর্তনশীল প্রথা, যেন আর কোন আহ্বান বা উপদেশের প্রয়োজন না হয়। বাণী বা উপদেশ বড় কথা নয়, এমন প্রথা যা স্থিতমূল, তাই তো আসল কথা।

শ্লোক হো ১০:১২; হিব্রু ১২:১২-১৩

প্র নিজেদের জন্য তোমরা ধর্মময়তার উদ্দেশে বীজ বোন, কৃপা অনুযায়ী ফসল সংগ্রহ কর;
উ প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে, যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।
প্র তোমরা শ্রান্ত যত হাত ও অবশ যত হাঁটু সবল কর, এবং তোমাদের পায় চলার পথ সরল কর।
উ প্রভুর অন্বেষণ করার সময় এসে গেছে, যতদিন তিনি না এসে তোমাদের উপরে ধর্মময়তা বর্ষণ করেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৩৯:১-২৩

মিশরে যোসেফ

যোসেফকে মিশরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং ফারাওর উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও প্রধান গৃহাধ্যক্ষ সেই মিশরীয় পোটিফার তাঁকে সেই ইসমায়েলীয়দের কাছ থেকে কিনেছিলেন, যারা তাঁকে সেখানে নিয়ে গেছিল। প্রভু যোসেফের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, আর তিনি যাই কিছু করতেন, তাতে সফল হতেন। তিনি তাঁর মিশরীয় মনিবের ঘরে থাকতেন, আর যখন তাঁর মনিব দেখতে পেলেন যে, প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছেন, এবং তিনি যা কিছু করেন, প্রভু তাঁর হাতে তা সফল করছেন, তখন যোসেফ তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হলেন ও তাঁর ভারপ্রাপ্ত মানুষ হয়ে উঠলেন; এমনকি তিনি যোসেফকে নিজের ব্যক্তিগত প্রধান অধ্যক্ষ করে তাঁর হাতে তাঁর সবকিছুর ভার তুলে

দিলেন। আর যে সময় থেকে তিনি যোসেফকে নিজের বাড়ির ও সবকিছুর অধ্যক্ষ করলেন, সে সময় থেকে প্রভু যোসেফের খাতিরে সেই মিশরীয়ের বাড়ি আশীর্বাদ করলেন; বাড়িতে ও মাঠে তাঁর যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, সেই সবকিছুর উপরে প্রভুর আশীর্বাদ বিরাজ করল। তাই তিনি যোসেফের হাতে তাঁর সবকিছুর ভার তুলে দিলেন; নিজে যা খেতেন, তাছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাঁর কাছে কৈফিয়ত চাইতেন না।

এদিকে যোসেফের গঠন খুবই সুন্দর ছিল, আর তাঁর চেহারা আকর্ষণীয়। এই সমস্ত ঘটনার পর এমনটি ঘটল যে, যোসেফের উপর তাঁর মনিবের স্ত্রীর খুব চোখ পড়ল; তাঁকে বলল, 'আমার সঙ্গে শোও।' কিন্তু তিনি রাজি হলেন না, আর তাঁর মনিবের স্ত্রীকে বললেন, 'দেখুন, তাঁর বাড়িতে যা কিছু আছে, আমার মনিব আমার কাছ থেকে তার কৈফিয়ত চান না; আমারই হাতে সবকিছু রেখেছেন; এই বাড়িতে তিনি নিজেই আমার চেয়ে বড় নন! তিনি সবকিছুর মধ্যে কেবল আপনাকেই আমার অধীন করেননি, কারণ আপনি তাঁর বধূ। তাই আমি কেমন করে তেমন বড় অন্যায় করতে ও পরমেশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে পারি?' আর সে দিনের পর দিন যোসেফকে একথা বলতে থাকলেও তবু তিনি তার সঙ্গে শুতে কিংবা তার সঙ্গে থাকতে কখনও রাজি হলেন না।

একদিন যোসেফ নিজের কাজ করার জন্য ঘরের মধ্যে ঢুকলেন; বাড়ির লোকজনেরা কেউই ভিতরে ছিল না; তখন সে যোসেফের পোশাক ধরে বলল, 'আমার সঙ্গে শোও।' কিন্তু যোসেফ তার হাতে তাঁর পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেলেন। সে যখন দেখল, যোসেফ তার হাতে পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেলেন, তখন নিজের দাসদের ডেকে বলল, 'দেখ, আমাদের নিয়ে ঠাট্টা করার জন্য একটা হিব্রুকেই তিনি এখানে নিয়ে এসেছেন! সে আমার সঙ্গে শোবার জন্য আমার কাছে এসেছিল, কিন্তু আমি জোর গলায় চিৎকার করলাম। আমার চিৎকার শুনে সে আমার কাছে তার পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেল।' স্ত্রীলোকটি তাঁর পোশাক নিজেরই কাছে রাখল, যে পর্যন্ত মনিব ঘরে না এলেন; তখন সে তাঁকে সেই একই কথা বলল: 'তুমি যে হিব্রু দাসকে আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ, সে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করতে আমার কাছে এসেছিল; কিন্তু আমি যখন চিৎকার করলাম, সে তখন আমার কাছে তার পোশাক ফেলে রেখে বাইরে পালিয়ে গেল।'

মনিব যখন শুনলেন যে, তাঁর স্ত্রী বলছে, 'তোমার দাস আমার প্রতি তেমন ব্যবহার করেছে,' তখন ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। যোসেফের মনিব তাঁকে গ্রেপ্তার করিয়ে দুর্গে দিলেন—সেখানে রাজার বন্দিরা কারারুদ্ধ ছিল।

তাই তিনি সেখানে, সেই দুর্গে থাকলেন। কিন্তু প্রভু যোসেফের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তাঁর প্রতি কৃপা দেখালেন, ও তাঁকে কারারক্ষকের দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র করলেন। তাই কারারক্ষক সকল বন্দির ভার যোসেফের হাতে তুলে দিলেন, এবং সেখানে যা কিছু করা দরকার ছিল, তার দায়িত্ব যোসেফকেই দিল। তাঁর দায়িত্বে যা কিছু দেওয়া হত, সেদিকে কারারক্ষক কিছুই লক্ষ রাখত না, কেননা প্রভু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, এবং তিনি যা কিছু করতেন, প্রভু তা সফল করতেন।

শ্লোক সাম ৮১:৬; ১০৫:১৮-১৯,২২ দ্রঃ

প্র যখন যোসেফ মিশর দেশে প্রবেশ করলেন, তখন অজানা ভাষা শুনলেন; ক্রীতদাসের মত নিজ হাতে পরের সেবা করলেন;

উ আর তিনি প্রবীণদের প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ করলেন।

প্র তাঁর দু'পা বন্ধন দিয়ে ক্লিষ্ট করা হল, তাঁর গলায় দেওয়া হল বেড়ি, শেষে কিন্তু তাঁর বাণী সত্য হল,

উ আর তিনি প্রবীণদের প্রজ্ঞায় প্রবুদ্ধ করলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৫৯**

ভক্তদের প্রার্থনা

যে কেউ আমাদের মুখ দিয়ে উচ্চারিত প্রভুর কথায় বাধ্য হবে না, তারা জেনে নিক, অপরাধে ও সত্যিকারে গুরুতর বিপদে নিজেদের জড়াবে; আমরা কিন্তু এ পাপ বিষয়ে নিরপরাধী হব; ও অবিরত মিনতি ও যাচনা দ্বারা প্রার্থনা করব যেন বিশ্বপ্রভু তাঁর মনোনীতদের সংখ্যা জগদ্‌জুড়ে অক্ষতই রক্ষা করেন তাঁর প্রিয়তম পুত্র যীশুখ্রীষ্টই দ্বারা, যাঁর দ্বারা তিনি অন্ধকার থেকে আলোতে, অজ্ঞতা থেকে তাঁর নিজের নামের গৌরব জ্ঞানে আমাদের আহ্বান

করেছেন। তুমি যে তোমার এ নামেই, যা সমস্ত সৃষ্টির উৎস, প্রত্যাশা রাখতে আমাদের আহ্বান করেছ, আমাদের মনশ্চক্ষু খুলে দাও আমরা যেন তোমাকে জানতে পারি—তুমি যে একাই ঊর্ধ্বলোকে পরাৎপর, পবিত্রজনদের মধ্যে নিত্যই পবিত্রজন; তুমি যে উদ্ধতদের গর্ব নমিত কর, জাতিগুলোর সঙ্কল্প ব্যর্থ কর, অবনমিতদের উন্নীত কর ও উন্নীতজনদের অবনমিত কর, ধনবান কর ও ধনহীন কর, মৃত্যু ঘটাও ও জীবন দান কর; তুমি যে একাই আত্মাদের ও দেহধারীদের উপকর্তা, তুমি যে অতলদেশ তলিয়ে দেখ, মানুষের কাজের উপর দৃষ্টি রাখ; তুমি যে বিপদে পতিতদের সহায়, আশাভ্রষ্টদের ত্রাণকর্তা, সমস্ত প্রাণদের স্রষ্টা ও রক্ষাকর্তা; তুমি যে পৃথিবীর জাতিগুলির সংখ্যা শতগুণে বৃদ্ধি কর ও সেগুলির মধ্য থেকে তাদের সকলকেই বেছে নিলে যারা তোমাকে ভালবাসে তোমার প্রিয়তম পুত্র যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা তুমি আমাদের উদ্বুদ্ধ, পবিত্র ও সম্মানিত করে তুলেছ। মহাপ্রভু, তোমাকে অনুনয় করি, হও আমাদের আশ্রয় ও আমাদের ঢাল। আমাদের মধ্যে যারা নিপীড়িত, তাদের ত্রাণ কর, বিনম্রদের দয়া কর, পতিতদের পুনরুত্থিত কর, অভাবগ্রস্তদের কাছে গিয়ে দেখা দাও, অসুস্থদের নিরাময় কর, তোমার আপন জনগণের বিপথগামীদের ফিরিয়ে আন, ক্ষুধার্তদের পরিতৃপ্ত কর, আমাদের বন্দিদের মুক্ত কর, দুর্বলদের সুস্থির কর, ভীরুহৃদয়দের সান্ত্বনা দাও; সকল জাতি তোমাকে জানুক, জানুক যে কেবল তুমিই ঈশ্বর ও যীশুখ্রীষ্টই তোমার পুত্র; জানুক, আমরাই তোমার জনগণ ও তোমার চারণভূমির মেষপাল।

শ্লোক সাম ৯:৫,১০; ১০:১৪ দ্রঃ

প্র হে ঈশ্বর, তুমি যে ধর্মময় বিচারক রূপে সমাসীন, সঙ্কটকালে অত্যাচারিতের জন্য হও দৃঢ়দুর্গ,
উ কারণ কেবল তুমিই তো দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ, সবকিছু লক্ষ কর, সবকিছু নিজ হাতেই তুলে নাও।
প্র তোমারই কাছে হতভাগা নিজেকে সঁপে দেয়, তুমিই তো এতিমের সহায়,
উ কারণ কেবল তুমিই তো দেখ দুর্দশা, দেখ দুঃখ, সবকিছু লক্ষ কর, সবকিছু নিজ হাতেই তুলে নাও।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১:১৮-৩১

সত্যকার ও মিথ্যা প্রজ্ঞা

ভ্রাতৃগণ, যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম। কারণ লেখা আছে: *আমি ধ্বংস করে দেব প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, ব্যর্থ করে দেব বুদ্ধিমানের বুদ্ধি।* প্রজ্ঞাবান কোথায়? শাস্ত্রবিদ কোথায়? এই যুগের তর্কবাগীশ কোথায়? ঈশ্বর কি জগতের প্রজ্ঞাকে মূর্খ বলে দেখাননি? কেননা ঈশ্বরের প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্প অনুসারে যখন জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি, তখন ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন। তাই ইহুদীরা নানা চিহ্ন দেখবার দাবি করতে করতে ও গ্রীকেরা প্রজ্ঞার সন্ধান করতে করতে আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে স্খলনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর; কিন্তু আহূত যারা—তারা ইহুদী হোক বা গ্রীক হোক—তাদের কাছে আমরা এমন খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা। কারণ যা ঈশ্বরের মূর্খতা, তা মানুষের চেয়ে প্রজ্ঞাময় এবং যা ঈশ্বরের দুর্বলতা, তা মানুষের চেয়ে শক্তিশালী।

ভাই, একটু বিচার-বিবেচনা কর, তোমরা নিজেরা কেমন ভাবে আহূত হয়েছ: আসলে—জাগতিক বিচার অনুসারে—তোমাদের মধ্যে প্রজ্ঞাবান বলতে বেশি কেউ নেই, ক্ষমতাশালী বলতে বেশি কেউ নেই, সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলতে বেশি কেউ নেই; কিন্তু জগতের যা মূর্খ, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন প্রজ্ঞাবানদের লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা দুর্বল, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যা শক্তিশালী, তা লজ্জা দেবার জন্য; এবং জগতের যা হীন, অবজ্ঞাত, যার কোন অস্তিত্ব নেই, ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন, যার অস্তিত্ব আছে, তা নস্যাৎ করে দেবার জন্য, যেন কোন মর্তমানুষ ঈশ্বরের সামনে গর্ববোধ করতে না পারে। তাঁরই জন্যে তোমাদের সেই খ্রীষ্টযীশুতে একটা

অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি; যেমনটি লেখা আছে: *যে কেউ গর্ব করতে চায়, সে প্রভুতেই গর্ব করুক।*

শ্লোক ১ করি ২:২,৫; ১:৩০

প্র আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না,

উ যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

প্র তোমাদের সেই খ্রীষ্টযীশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা—অর্থাৎ ধর্মময়তা, পবিত্রতা ও মুক্তি,

উ যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যাণ্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'সুসমাচারের সুখ-বাণী' ৯ম পর্ব

প্রভুর ক্রুশে নিহিত প্রজ্ঞা

এ জগতের প্রজ্ঞা ঈশ্বরের কাছে মূর্খ, কিন্তু ঈশ্বরের প্রজ্ঞাও জগতের কাছে মূর্খ। জগতের কাছে ক্রুশের কথা মূর্খতার নামান্তর। দরিদ্রতা বা দুঃখের কথাও একপ্রকারে ক্রুশেরই কথা, কারণ দরিদ্রতা ও দুঃখ একপ্রকার ক্রুশ। কিন্তু ঈশ্বরের প্রজ্ঞা তাঁর আপন সন্তানদের কাছে, আলোর সেই সন্তানদের কাছে স্বীকৃতি পায়। তবু নিজেদের ক্ষেত্রে এ জগতের সন্তানেরা আলোর সন্তানদের চেয়ে দূরদর্শী; এজন্য জগতের সন্তানেরা ও আলোর সন্তানেরা একে অপরকে মূর্খ ও উন্মাদ মনে করে, কারণ ওরা লালসা ও অসার মায়া-মোহের দিকে তাকায়, এরা কিন্তু আলোরই মত সেই বাণীপ্রচার ভালবাসে যা দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ করবেন বলে স্থির করেছেন। জৈব প্রবৃত্তি-মানুষের কাছে তেমন বাণী মূর্খতা, সে তা উপলব্ধি করতে অক্ষম। ঈশ্বর ও জগতের প্রজ্ঞার এই দ্বন্দ্ব অনেকের হৃদয়ে বিশ্বাসের ভিত্তি পর্যন্ত আলোড়িত করে; আর এ দ্বন্দ্ব এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, সম্ভব হলে মনোনীতরাও আলোড়িত হত।

শোকার্ত যারা, তারাই সুখী, কারণ তারাই সান্ত্বনা পাবে। লালসা ও সত্য কান্না থেকে কান্না নির্ণয় করে। আছে তারা যারা এমন কিছুর জন্য কাঁদে যা কাঁদার যোগ্য নয়; তাদেরই জন্য বরং কাঁদা উচিত, কারণ তারা যেমন অসার কিছুর জন্য কাঁদে তেমনি অসার কিছু বিশ্বাস করে। অন্য কেউ আছে যারা পুণ্য ও উপযুক্ত কারণেই কাঁদে; তাদের কান্না ন্যায়সঙ্গত বিধায় তারা সুখী হবে, যেমনটি প্রভু নিজে শিষ্যদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, *আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা কাঁদবে ও শোক করবে, জগৎ কিন্তু আনন্দ করবে; তোমাদের দুঃখ হবে বটে, তবু তোমাদের দুঃখ আনন্দে পরিণত হবে।* সামসঙ্গীত-রচয়িতাও এবিষয়ে বলেন, *তারা যায়, কাঁদতে কাঁদতে তারা চলে যায়, সঙ্গে নিয়ে যায় বপনের বীজ; তারা আসে, সানন্দে চিৎকার করতে করতেই তারা ফিরে আসে, সঙ্গে নিয়ে আসে ফসলের আটি।* স্বর্গীয় অনুগ্রহের বর্ষার মত এ পুণ্য কান্নায়ই আমাদের বীজ জলসিক্ত, যেন সংগ্রহের উপযুক্ত সময়ে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। এই তো সেই স্বতঃস্ফূর্ত বর্ষা যা ঈশ্বর আপন উত্তরাধিকারের জন্য গচ্ছিত রেখেছেন। এই যে কান্নাপূর্ণ সংসারে যেখানে আমরা জন্ম নিয়েছি, কাঁদবার কারণ বহু রয়েছে: আমাদের অভ্যন্তরে হোক কি আমাদের বাইরে হোক যা কিছু ঘটে তার মধ্যে প্রায়ই কাঁদবার দোহাই উপস্থিত।

দুর্বল কষ্টকে নিয়ে অসন্তুষ্ট, সিদ্ধপুরুষ কিন্তু কষ্টকে নিয়েও আনন্দিত: এ আনন্দ তাদের শক্তির চিহ্ন; কিন্তু তারাও যখন অসন্তুষ্ট, তখন এ অসন্তোষ তাদের দুর্বলতার চিহ্ন; কেননা আমাদের মনে করতে নেই সিদ্ধপুরুষ সমস্ত দুর্বলতা থেকে মুক্ত; প্রকৃতপক্ষে শক্তি দুর্বলতায়ই সিদ্ধ হয়ে ওঠে।

শ্লোক ১ করি ৩:১৮-১৯; গা ৬:১৪

প্র তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হবার জন্য মূর্খ হোক;

উ কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা।

প্র আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি আর অন্য কিছুতেই যেন গর্ব না করি,

☞ কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৪১:১-১৭ক,২৫-৪৩

ফারাওর স্বপ্ন

দু'বছর পরে ফারাও একটা স্বপ্ন দেখলেন। দেখ, তিনি নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন; আর দেখ, নদী থেকে সাতটা সুশ্রী ও মোটা-সোটা গাভী উঠে এল, ও খাগড়া বনে চরতে লাগল। সেগুলির পরে, দেখ, আর সাতটা কুশ্রী ও রুগ্ন গাভী নদী থেকে উঠে এল, ও নদীর কূলে ওই গাভীদের কাছে দাঁড়াল। কিন্তু সেই কুশ্রী ও রুগ্ন গাভীগুলো ওই সাতটা সুশ্রী ও মোটা-সোটা গাভীকে খেয়ে ফেলল। তখন ফারাওর ঘুম ভেঙে গেল।

তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন ও দ্বিতীয়বারের মত স্বপ্ন দেখলেন; দেখ, এক বৃন্তে সাতটা বড় বড় ভাল ভাল শিষ ধরল। সেগুলোর পরে, দেখ, পুববাতাসে দগ্ধ অন্য সাতটা ক্ষীণ শিষও ধরল। আর এই ক্ষীণ শিষগুলো ওই সাতটা বড় বড় পূর্ণাঙ্গ শিষ গ্রাস করল। ফারাওর ঘুম ভেঙে গেল: আর দেখ, এসব স্বপ্নমাত্র!

সকালে তাঁর মন অস্থির ছিল, তাই তিনি লোক পাঠিয়ে মিশরের সকল মন্ত্রজালিক ও সেখানকার সকল জ্ঞানীগুণীকে ডাকিয়ে আনলেন। ফারাও তাদের কাছে স্বপ্নের বর্ণনা দিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউই ফারাওকে স্বপ্নের অর্থ বলতে পারল না। তখন প্রধান পাত্রবাহক ফারাওকে উদ্দেশ করে বলল, 'আজ আমার মনে পড়ছে যে, আমি দোষী হলাম: সেসময় ফারাও তাঁর দুই দাসের উপর, আমার ও প্রধান মিষ্টি-প্রস্তুতকারকের উপর, কুপিত হয়ে আমাদের প্রধান গৃহাধ্যক্ষের বাড়িতে কারারুদ্ধ করেছিলেন। সে ও আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখেছিলাম; কিন্তু দু'জনের স্বপ্নের অর্থ ভিন্ন ছিল। তখন সেখানে হিব্রু এক যুবক আমাদের সঙ্গে ছিল, সে ছিল প্রধান গৃহাধ্যক্ষের দাস; আমরা তার কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করলে সে আমাদের তার অর্থ বলল; এক একজনকেই নিজ নিজ স্বপ্নের অর্থ বলল। আর সে আমাদের যেমন অর্থ বলেছিল, ঠিক তেমনি ঘটল: আমাকে আমার আগেকার পদে ফিরিয়ে নেওয়া হল, আর অপরকে ফাঁসি দেওয়া হল।'

তখন ফারাও যোসেফকে ডেকে পাঠালেন। তারা কারাকুয়ো থেকে তাঁকে শীঘ্রই বের করে আনল; তিনি দাড়ি কাটলেন, পোশাক বদলি করলেন, ও ফারাওর সামনে এসে উপস্থিত হলেন। ফারাও যোসেফকে বললেন, 'আমি এক স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু এমন কেউ নেই যে তার অর্থ বলতে পারে। তোমার সম্বন্ধে আমি শুনেছি যে, তুমি স্বপ্ন শুনলেই তার অর্থ বলতে পার।' যোসেফ ফারাওকে উত্তরে বললেন, 'আমি নয়, পরমেশ্বরই ফারাওর মঙ্গলের জন্য উত্তর দেবেন!' তখন ফারাও যোসেফকে নিজ স্বপ্ন বর্ণনা করলেন।

যোসেফ ফারাওকে বললেন, 'ফারাওর স্বপ্ন আসলে এক; পরমেশ্বর যা করতে যাচ্ছেন, তা-ই ফারাওর কাছে জানিয়ে দিয়েছেন। ওই সাতটা ভাল গাভী সাত বছর, এবং ওই সাতটা ভাল শিষও সাত বছর: স্বপ্ন এক! সেগুলোর পরে যে সাতটা রুগ্ন ও কুশ্রী গাভী উঠে এল, তারাও সাত বছর; এবং পুববাতাসে দগ্ধ যে সাতটা রুগ্ন শিষ ধরল, তাও সাত বছর: দুর্ভিক্ষেরই সাত বছর হবে। আমি ফারাওকে ঠিক তাই বললাম: পরমেশ্বর যা করতে যাচ্ছেন, তা ফারাওকে দেখিয়েছেন। দেখুন, এমন সাত বছর আসছে, যখন সারা মিশর দেশে অধিক শস্য-প্রাচুর্য হবে; কিন্তু সেগুলোর পরে দুর্ভিক্ষেরই এমন সাত বছর আসবে, যখন মিশর দেশে সমস্ত শস্য-প্রাচুর্যের কথা ভুলে যাওয়া হবে, এবং সেই দুর্ভিক্ষ দেশকে নিঃশেষ করে ফেলবে। পরবর্তীকালীন যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, তা এতই কষ্টকর হবে যে, দেশে আগেকার শস্য-প্রাচুর্যের কথা আর মনে পড়বে না। ফারাওর কাছে দু'বার স্বপ্ন দেখাবার কারণ এই: পরমেশ্বর এই সমস্ত কিছু স্থির করেছেন, এবং পরমেশ্বর তা শীঘ্রই ঘটাবেন। সুতরাং এখন ফারাও একজন বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান মানুষকে পাবার কথা চিন্তা করুন, এবং তাঁকে মিশর দেশের উপরে নিযুক্ত করুন। তাছাড়া ফারাও এও করুন: দেশে নানা অধ্যক্ষ নিযুক্ত ক'রে, যে সাত বছর শস্য-প্রাচুর্য হবে, সে সময়ে মিশর দেশ থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ শস্য কর হিসাবে আদায় করুন। তাঁরা সেই আগামী শুভ বছরগুলোর খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করুন, ও ফারাওর নিজের অধীনে শহরে শহরে খাদ্যের জন্য শস্য জমিয়ে রাখুন ও রক্ষা করুন। এভাবে মিশর দেশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, সেই সাত বছর দুর্ভিক্ষের জন্য সেই খাদ্য দেশের জন্য

মজুত হিসাবে রাখা হবে, তাতে দুর্ভিক্ষে দেশের বিনাশ ঘটবে না।'

ফারাওর ও তাঁর সকল পরিষদের দৃষ্টিতে কথাটা উত্তম মনে হল। ফারাও তাঁর পরিষদদের বললেন, 'এঁর মত মানুষ যাঁর অন্তরে পরমেশ্বরের আত্মা আছেন, আমরা এমন আর কাকে পাব?' ফারাও যোসেফকে বললেন, 'যেহেতু পরমেশ্বর তোমাকে এই সমস্ত কিছু জানিয়ে দিয়েছেন, সেজন্য তোমার মত বুদ্ধিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান কেউই নেই। তুমিই আমার প্রধান অধ্যক্ষ হবে; আমার সকল প্রজা তোমার বাণীর পক্ষে দাঁড়াবে; কেবল সিংহাসনে আমি তোমার চেয়ে বড় থাকব।' ফারাও যোসেফকে একথাও বললেন, 'দেখ, আমি তোমাকে সমস্ত মিশর দেশের উপরে নিযুক্ত করলাম।' ফারাও হাত থেকে নিজের আঙটি খুলে যোসেফের হাতে দিলেন, তাঁকে রেশমী কাপড়ের শুভ্র পোশাক পরালেন, এবং তাঁর গলায় সোনার হার দিলেন। তাঁকে তাঁর নিজের দ্বিতীয় রথে উঠতে দিলেন, এবং তাঁর আগে আগে লোকে ঘোষণা করে বলত, 'হাঁটু পাত!' এইভাবে তিনি সমস্ত মিশর দেশের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হলেন।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১০:১৩,১৪ দ্রঃ

℣ প্রজ্ঞা বিক্রীত ধার্মিককে একা ফেলে রাখল না, বরং পাপ থেকে তাকে নিস্তার করল, যতদিন না তার জন্য একটা রাজদণ্ড

℟ ও তার বিরোধীদের উপরে কর্তৃত্বও এনে দিল।

℣ তার অভিযোক্তাদের মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত করল আর তার জন্য চিরন্তন গৌরব

℟ ও তার বিরোধীদের উপরে কর্তৃত্বও এনে দিল।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র ৬০-৬১

প্রভু, তোমার সত্যে আমাদের শুচিশুদ্ধ কর

তুমি, প্রভু, জগতের সনাতন প্রতিষ্ঠান তোমার কর্মকীর্তিতেই প্রকাশিত করেছ; তুমিই, প্রভু, পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছ—তুমি যে পুরুষানুক্রমে বিশ্বস্ত, বিচারগুলিতে ন্যায়বান, শক্তি ও মহত্ত্বে অপরূপ, সৃষ্টিকর্মে প্রজ্ঞাবান, সৃষ্টজীবদের রক্ষণাবেক্ষণে দূরদর্শী, দৃশ্যগত বস্তুতে মঙ্গলময়, ও তোমার শরণাগতদের প্রতি প্রসন্নতাপূর্ণ; হে দয়াবান ও করুণাময়, আমাদের অধর্ম, অধর্মময়তা, অপরাধ ও ভুলভ্রান্তি ক্ষমা কর।

তোমার দাস-দাসীদের সমস্ত পাপ গণনা করো না, বরং তোমার সত্য দ্বারা আমাদের শুচিশুদ্ধ কর, *আমাদের পদক্ষেপ চালিত কর আমরা যেন নিখুঁত হৃদয়ে ও সরলভাবে চলি, যেন তাই করি যা* আমাদের নেতাদের ও *তোমার দৃষ্টিতে মঙ্গলময় ও সন্তোষজনক। হ্যাঁ, প্রভু, আমাদের উপর তোমার শ্রীমুখ উজ্জ্বল করে তোল,* আমরা যেন শান্তিতেই *মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠি,* যেন তোমার পরাক্রমশালী হাত দ্বারা আশ্রিত হতে পারি ও *তোমার উত্তোলিত হাত দ্বারা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পেতে পারি;* ওগো, যারা অন্যায়ভাবে আমাদের ঘৃণা করে, তাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত কর। আমাদের ও সকল জগদ্বাসীর কাছে একাত্মতা ও শান্তি দান কর, যেইভাবে তুমি তা দান করেছিলে আমাদের সেই পিতৃপুরুষদের কাছে যাঁরা বিশ্বাস ও সত্যের শরণে সরল অন্তরে তোমাকে ডেকেছিলেন, আমরা যেন তোমার পবিত্রতম ও সর্বশক্তিশালী নামের প্রতি ও পৃথিবীতে আমাদের নেতা ও শাসনকর্তাদের প্রতি বাধ্যতা দেখাতে পারি।

প্রভু, তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ ও অবর্ণনীয় পরাক্রম দ্বারা তাঁদের রাজ-অধিকার দিয়েছ আমরা যেন তাঁদের কাছে তোমার দেওয়া গৌরব ও সম্মান জেনে তোমার ইচ্ছা কোন মতেই প্রতিরোধ না করে তাঁদের অধীন হয়ে থাকি। প্রভু, তাঁদের দান কর স্বাস্থ্য, শান্তি, একাত্মতা ও দৃঢ়তা, তাঁরা যেন যে রাজ্যভূমি তুমি তাঁদের দিয়েছ, তা নির্ভুল ভাবে শাসন করতে পারেন। কারণ তুমি, হে স্বর্গীয় মহাপ্রভু, হে সর্বযুগের রাজা, তুমিই তো মানবসন্তানদের কাছে পৃথিবীর যত বস্তুর উপরে গৌরব, সম্মান ও অধিকার দান করে থাক; তুমিই, প্রভু, তোমার দৃষ্টিতে যা মঙ্গলময় ও সন্তোষজনক, সেই অনুসারে তাদের সুমন্ত্রণা চালিত কর, তারা যেন পুণ্যভাবে শান্তি ও কোমলতার সঙ্গে তোমার দেওয়া অধিকার অনুশীলন ক'রে তোমার প্রসন্নতা লাভ করতে পারে। তুমি যে একাই আমাদের জন্য এসব কিছু ও শ্রেয়তর কিছুও সাধন করতে পার, আমরা তোমার স্তুতিবাদ জানাই মহাযাজক ও আমাদের প্রাণের প্রতিপালক

সেই যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা তোমার গৌরব ও মহিমা কীর্তিত এখন ও যুগে যুগে চিরদিন চিরকাল। আমেন।

শ্লোক সাম ১৪৩:২; যোহন ১৭:১৭; ১৪:২৭; ১ করি ১৪:৩৩

প্র প্রভু, তোমার এ দাসদের বিচারে দাঁড় করিয়ো না;
উ সত্যে আমাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার শান্তি আমাদের দান কর।
প্র তুমি বিশৃঙ্খলার নয়, শান্তিরই ঈশ্বর।
উ সত্যে আমাদের পবিত্রীকৃত কর, তোমার শান্তি আমাদের দান কর।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ২:১-১৬

আত্মা ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয় তলিয়ে দেখেন

ভাই, আমি যখন তোমাদের কাছে এসেছিলাম, তখন এসে ভাষা বা প্রজ্ঞার উৎকৃষ্টতা অনুসারেই যে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের রহস্য জানিয়েছি, তা নয়; কেননা আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না। আমি দুর্বলতায়, ভয়ে ও কম্পিত অন্তরেই তোমাদের কাছে এসেছিলাম, আর আমার বাণী ও আমার প্রচার প্রজ্ঞার চিত্তগ্রাহী ভাষার উপর নির্ভর করছিল না, বরং আত্মাকে ও তাঁর পরাক্রম প্রকাশ করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য, যেন তোমাদের বিশ্বাস মানবীয় প্রজ্ঞার উপরে নয়, ঈশ্বরের পরাক্রমের উপরেই নির্ভর করে।

আমরা সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে প্রজ্ঞার কথা বলছি বটে, তবু সেই প্রজ্ঞা এই যুগের নয়, এই যুগের শাসনকর্তাদেরও নয়: এরা তো নস্যাৎ হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন। এ যুগের শাসনকর্তাদের মধ্যে কেউই তার কথা জানত না, কেননা যদি জানত, তবে গৌরবের প্রভুকে ক্রুশে দিত না। কিন্তু যেমন লেখা আছে, *কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, যারা তাঁকে ভালবাসে, ঈশ্বর তাদেরই জন্য এসব কিছু প্রস্তুত করেছেন।* আমাদের কাছে কিন্তু ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন, কারণ আত্মা সবই তলিয়ে দেখেন, ঈশ্বরের গভীর সমস্ত বিষয়ও তলিয়ে দেখেন। বস্তুত, মানুষের অন্তরে যে মানবাত্মা বিদ্যমান, সেই মানবাত্মা ছাড়া কেইবা মানুষের অন্তরের কথা জানে? তেমনি ঈশ্বরের আত্মা ছাড়া কেউই ঈশ্বরের অন্তরের কথা জানে না। আর আমরা তো এজগতের আত্মা পাইনি, ঈশ্বরের আপন আত্মাকেই পেয়েছি, ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের যা যা দান করেছেন, তা যেন জানতে পারি। এই সকল বিষয়ে আমরা তো মানবীয় প্রজ্ঞার শেখানো ভাষায় নয়, আত্মার শেখানো ভাষাতেই কথা বলি: আত্মিক বিষয়ের জন্য আত্মিক ভাষাই ব্যবহার করি। অপরদিকে প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না, সেই সব তার কাছে মূর্খতা; সেই সব সে বুঝতে অক্ষম, যেহেতু তা আত্মিক ভাবেই বিচার্য। কিন্তু আত্মিক মানুষ সেই সমস্ত বিষয়ের বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম, আর সে অন্য কারও বিচারাধীন নয়। *কেননা কেইবা প্রভুর মন জেনেছে যেন তাঁকে নির্দেশ দিতে পারে?* কিন্তু আমরাই তারা, খ্রীষ্টের মন যাদের আছে!

শ্লোক দা ২:২২,২৮; ১ করি ২:৯,১০

প্র ঈশ্বর গভীর ও গুপ্ত বিষয় অনাবৃত করেন, অন্ধকারে যা লুকোনো আছে, তা তিনি জানেন।
উ স্বর্গে এমন ঈশ্বর আছেন, যিনি সমস্ত রহস্যময় বিষয় অনাবৃত করেন।
প্র কোন চোখ যা যা দেখেনি, কোন কান যা যা শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়ে যা যা কখনও প্রবেশ করেনি, আমাদের কাছে ঈশ্বর আত্মা দ্বারাই সেই সবকিছু প্রকাশ করেছেন।
উ স্বর্গে এমন ঈশ্বর আছেন, যিনি সমস্ত রহস্যময় বিষয় অনাবৃত করেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৭:১-২**

আমরা ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি।

আমরা ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি। রহস্য প্রমাণসিদ্ধ হতে পারে না, বরং যা রহস্যের বিষয়বস্তু, রহস্য তাই মাত্র প্রচার করে; কেউ রহস্যে নিজস্ব কিছু যোগ দিলে, তবে রহস্যটি ঐশরহস্য আর হবে না। আসলে তা রহস্য বলা হয় কারণ আমরা যা দেখি না তাই বিশ্বাস করি; বস্তুতপক্ষে যা দেখি তা একটা কথা, এবং যা বিশ্বাস করি তা আলাদা কথা। এমনটি আমাদের বিশ্বাসের রহস্যগুলির প্রকৃতি। রহস্যগুলির সামনে বিশ্বাসী-আমার ও অবিশ্বাসী-আর একজনের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। আমি শুনি খ্রীষ্ট ক্রুশবিদ্ধ হলেন ও তেমন মানবপ্রেমের কথায় সঙ্গে সঙ্গে মুগ্ধ হয়ে পড়ি; সেই আর একজন শোনে ও তা মূর্খতা মনে করে। আমি শুনি তিনি দাস হলেন, ও তেমন সুবুদ্ধির কথায় মুগ্ধ হয়ে পড়ি; সেই আর একজন শোনে ও তা নির্বুদ্ধিতা মনে করে; আমি শুনি তিনি মৃত্যু বরণ করলেন, ও তাঁর এমন পরাক্রমের কথায় অবাক হয়ে যাই, যে পরাক্রম মৃত্যু দ্বারা পরাভূত হয়নি বরং মৃত্যুকে বিনাশ করেছে; সেই আর একজন শোনে ও তা অসম্ভব মনে করে। তিনি পুনরুত্থান করেছেন, একথা শুনে সেই আর একজন তেমন মহাঘটনা রূপকথাই বলে বিবেচনা করে; আমি কিন্তু তেমন মহাঘটনার প্রমাণ দ্বারা সুনিশ্চিত হয়ে ঈশ্বরের ব্যবস্থার সামনে প্রণত হই। প্রক্ষালনের কথা শুনে সেই আর একজন তা এমনি জল গণ্য করে; আমি কিন্তু যা দৃশ্যগত তা শুধু নয়, পবিত্র আত্মার সাধিত আত্মার শুচীকরণও দেখি। সেই আর একজন মনে করে, কেবল দেহই স্নাত হয়েছে; আমি কিন্তু বিশ্বাস করি আত্মাও শুচিশুদ্ধ ও পবিত্র হয়ে উঠেছে, ও সমাধি, পুনরুত্থান, পবিত্রীকরণ, ধর্মময়তালাভ, মুক্তিকর্ম, দত্তকপুত্রত্বলাভ, উত্তরাধিকার, স্বর্গরাজ্য ও আমাকে দেওয়া পবিত্র আত্মার কথাও ভাবি। কারণ যা বাহ্যত প্রকাশ পাচ্ছে তা নয়, মনশ্চক্ষুতেই যা প্রকাশ পাচ্ছে তার অর্থই আমি বিচার করি। খ্রীষ্টের দেহের কথা শুনি: আমি একভাবে, অবিশ্বাসী একজন অন্যভাবে কথাটা বোঝে।

যেমন ছেলেরা একটা পুস্তক দেখেও তবু অক্ষরগুলোর অর্থ না জেনে যা দেখে তার অর্থ বোঝে না, রহস্যের বেলায় তেমনি ঘটে: অবিশ্বাসী শোনে বটে, তবু এমনটি ঘটে তারা কেমন যেন শোনে না; কিন্তু বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার ক্ষমতা লাভের ফলে গুপ্ত অর্থের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। একথাই ইঙ্গিত করে পল বললেন, *যদি আমাদের সুসমাচার আবৃত হয়ে থাকে, তবে যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদেরই কাছে আবৃত থাকে।*

সুতরাং রহস্য প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু যা সর্বত্র প্রচারিত হয়েও, যাদের অন্তর সরল নয়, তাদের কাছে বোধগম্য নয়; রহস্যের অর্থ মানব জ্ঞান দ্বারা নয়, পবিত্র আত্মা দ্বারাই অনাবৃত—আমরা যতখানি তা উপলব্ধির যোগ্য ততখানিই আমাদের কাছে তা অনাবৃত। ফলে এ রহস্যকে 'গুপ্ত' বলা ভুল নয়, কারণ বিশ্বাসী আমাদের কাছেও তার সম্পূর্ণ উপলব্ধি ও জ্ঞান দেওয়া হয় না। এজন্য পলও বলেন, *আমাদের জানাটা অসম্পূর্ণ, আমাদের নবীয় বাণী দেওয়াটাও অসম্পূর্ণ। এখন আমরা কেমন যেন আয়নায়, ঝাপসা ঝাপসাই দেখছি, কিন্তু তখন মুখোমুখি হয়ে দেখতে পাব।*

আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল, যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন।

শ্লোক ১ করি ১:২১,২৩,২৪

প্র ঈশ্বরের প্রজ্ঞাময় সঙ্কল্প অনুসারে যখন জগৎ নিজের প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে পারেনি, তখন
উ ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন।
প্র আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।
উ ঈশ্বর এতে প্রসন্ন হলেন যে, প্রচারের মূর্খতা দ্বারাই তিনি বিশ্বাসীদের পরিত্রাণ সাধন করবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৪১:৫৬–৪২:২৬

যোসেফের ভাইদের মিশর-যাত্রা

সেসময়ে দুর্ভিক্ষ সারা পৃথিবী জুড়েই ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন যোসেফ সব গোলাঘর খুলে মিশরীয়দের কাছে শস্য বিক্রি করতে লাগলেন; এমনকি মিশর দেশেও দুর্ভিক্ষ প্রবল হতে চলল। লোকে সমগ্র পৃথিবী থেকেই মিশর দেশে যোসেফের কাছে শস্য কিনতে আসছিল, কেননা সারা পৃথিবী জুড়েই দুর্ভিক্ষ প্রবল হয়ে উঠেছিল।

যাকোব জানতে পারলেন, মিশর দেশে শস্য পাওয়া যায়; তাই তাঁর ছেলেদের বললেন, 'তোমরা একে অন্যের মুখের দিকে চেয়ে অনর্থক বলাবলি করছ কেন?' তিনি বলে চললেন, 'দেখ, আমি শুনলাম, মিশরে শস্য আছে। তোমরা সেইখানে যাও, আমাদের জন্য শস্য কিনে নিয়ে এসো, তাহলেই আমরা বাঁচব, মরব না।' তখন যোসেফের ভাইদের মধ্যে দশজন শস্য কিনবার জন্য মিশরে গেলেন; কিন্তু যাকোব যোসেফের সহোদর বেঞ্জামিনকে ভাইদের সঙ্গে পাঠালেন না; তিনি ভাবছিলেন, 'পাছে তার কোন অমঙ্গল ঘটে!' সুতরাং যারা সেখানে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে ইস্রায়েলের ছেলেরাও শস্য কিনবার জন্য গেলেন, কেননা কানান দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল।

দেশের উপরে অধিকারপ্রাপ্ত মানুষ হওয়ায় যোসেফই দেশের সমস্ত লোকের কাছে শস্য বিক্রি করতেন; তাই যোসেফের ভাইয়েরা তাঁর কাছে গিয়ে মাটিতে মাথা নত করে প্রণিপাত করলেন। যোসেফ তাঁর ভাইদের দেখামাত্র তাঁদের চিনতে পারলেন, কিন্তু তাঁদের কাছে অপরিচিতের মতই ব্যবহার করলেন; তাঁদের সঙ্গে রুক্ষভাবেই কথা বললেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কোথা থেকে আসছ?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'কানান দেশ থেকে খাদ্য কিনতে এসেছি।' তাই যখন যোসেফ ভাইদের চিনতে পারলেন কিন্তু তাঁরা তাঁকে চিনতে পারলেন না, তখন যোসেফের সেই স্বপ্নের কথা মনে পড়ল, যা তিনি তাঁর ভাইদের সম্বন্ধে দেখেছিলেন; তাঁদের বললেন, 'তোমরা গুপ্তচর! তোমরা দেশের দুর্বল জায়গা দেখতে এসেছ।' তাঁরা বললেন, 'না, প্রভু, আপনার এই দাসেরা খাদ্য কিনতেই এসেছে; আমরা সকলে এক পিতার সন্তান; আমরা তো সৎলোক, আপনার এই দাসেরা গুপ্তচর নয়।' কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, 'না, না, তোমরা দেশের দুর্বল জায়গা দেখতে এসেছ!' তাঁরা বললেন, 'আপনার এই দাসেরা বারো ভাই, কানান দেশনিবাসী একজনেরই সন্তান। দেখুন, আমাদের ছোট ভাই বর্তমানে পিতার কাছে রয়েছে, আর একজন আর নেই।' তখন যোসেফ তাঁদের বললেন, 'আমি তোমাদের যা বলেছি, আসলে ঠিক তাই: তোমরা গুপ্তচর! তোমাদের এইভাবেই যাচাই করা হবে: আমি ফারাওর প্রাণের দিব্যি দিয়ে বলছি, তোমাদের ছোট ভাই এখানে না আসা পর্যন্ত তোমরা এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না। তোমাদের একজনকে পাঠিয়ে তোমাদের সেই ভাইকে নিয়ে এসো; তোমরা বন্দি অবস্থায় থাকবে। এইভাবে তোমাদের কথা যাচাই করা হোক, যেন জানা যেতে পারে তোমরা সত্যবাদী কিনা। নইলে, আমি ফারাওর প্রাণের দিব্যি দিয়ে বলছি, তোমরা নিশ্চয়ই গুপ্তচর!' আর তিনি তাঁদের কারাগারে তিন দিন রাখলেন।

তৃতীয় দিনে যোসেফ তাঁদের বললেন, 'তোমরা এই কাজ কর, তবেই বাঁচবে; আমি তো পরমেশ্বরকে ভয় করি। তোমরা যদি সৎলোক হও, তবে তোমাদের এক ভাই তোমাদের সেই কারাগারে বন্দি অবস্থায় থাকুক; আর তোমরা তোমাদের নিজ নিজ বাড়ির খাদ্য-অভাবের জন্য শস্য নিয়ে যাও; পরে তোমাদের ছোট ভাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবে; তোমরা যা কিছু বলেছ, তা এইভাবে প্রমাণিত হবে, আর তোমাদের মরতে হবে না।' তাঁরা সম্মত হলেন। তখন তাঁরা একে অপরকে বললেন, 'নিশ্চয় আমাদের ভাইয়ের বিষয়ে আমাদের অপরাধের জন্য আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে, কেননা সে আমাদের কাছে মিনতি করলে আমরা তাঁর প্রাণের দুর্দশা দেখেও তাকে শুনিনি; এজন্য আমাদের উপর এই দুর্দশা নেমে পড়েছে।' রূবেন তাঁদের উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, 'আমি কি তোমাদের বলেছিলাম না, ছেলেটির বিরুদ্ধে তোমরা পাপ করো না? কিন্তু তোমরা শোননি; এই যে, এখন আমাদের কাছ থেকে তার রক্তের হিসাব নেওয়া হচ্ছে!' তাঁরা জানতেন না যে, যোসেফ তাঁদের এই কথা বুঝতে পারছিলেন, কেননা দু'পক্ষের মধ্যে সব কথাবার্তা দোভাষীর মাধ্যমেই হচ্ছিল। তাঁদের কাছ থেকে সরে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। পরে ফিরে এসে তাঁদের সঙ্গে কথা বললেন; ও তাঁদের মধ্য থেকে সিমেয়োনকে বেছে

নিয়ে তাঁদের সামনেই দড়ি দিয়ে তাঁকে বাঁধবার হুকুম দিলেন।

যোসেফ তাঁদের বস্তায় শস্য ভরে দিতে, প্রত্যেকজনের বস্তায় টাকা ফিরিয়ে দিতে, ও তাঁদের যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী দিতে হুকুম দিলেন; তাঁদের জন্য সেইমত করা হল।

তাঁদের নিজ নিজ গাধার পিঠে শস্য চাপিয়ে দিয়ে তাঁরা সেখান থেকে চলে গেলেন।

শ্লোক আদি ৪২:২১,২২

প্র নিশ্চয় আমাদের ভাইয়ের বিষয়ে আমাদের অপরাধের জন্য আমাদের শাস্তি ভোগ করতে হচ্ছে, কেননা সে আমাদের কাছে মিনতি করলে আমরা তাঁর প্রাণের দুর্দশা দেখেও তাকে শুনিনি।

উ এজন্য আমাদের উপর এই দুর্দশা নেমে পড়েছে।

প্র রূবেন তখন তাঁদের উদ্দেশ করে বলে উঠলেন, আমি কি তোমাদের বলেছিলাম না, ছেলেটির বিরুদ্ধে তোমরা পাপ করো না? কিন্তু তোমরা শোননি।

উ এজন্য আমাদের উপর এই দুর্দশা নেমে পড়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৬২-৬৩**

ভালবাসা ও শান্তিতে একাত্মতা বজায় রাখা

ভ্রাতৃগণ, আমাদের ধর্মনীতি প্রসঙ্গে যথেষ্ট লিখেছি, আর যারা ধর্মপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে সদ্‌গুণমণ্ডিত জীবন যাপন করতে ইচ্ছা করে, তাদের পক্ষে তা অধিক উপকারী। আমরা তো সমস্ত দিক তুলে ধরেছি যথা বিশ্বাস, প্রায়শ্চিত্ত, প্রকৃত ভালবাসা, আত্মসংযম, শুচিতা, ধৈর্য; তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছি যে, ধর্মময়তা, সত্য ও সহিষ্ণুতায় জীবন যাপন করেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রয়োজন; আবার ক্ষমাদানে একাত্ম হয়ে কোমল তৎপরতার সঙ্গে ভালবাসা ও শান্তিতেই জীবনযাপন করা দরকার, যেভাবে যাঁদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি, আমাদের সেই পিতৃপুরুষেরাও তাঁদের বিনম্রতায় পিতা ও স্রষ্টা ঈশ্বরের কাছে ও সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেন।

আর আমরা এসব কিছু তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে আরও আনন্দিত, কারণ সচেতন ছিলাম যে, আমরা এমন বিশ্বস্ত ও আদর্শবান মানুষদের কাছে লিখছিলাম যারা ঈশ্বরের নির্দেশবাণীর বচনগুলো অধ্যয়ন করেছিল। সুতরাং এ ন্যায়সঙ্গত যে, আমরা তেমন মহান ও বহু দৃষ্টান্ত পালনে মাথা নত করে বাধ্যতা অবলম্বন করি, যেন অসার বিবাদ-বিভেদ ছেড়ে পুনর্মিলিত হয়ে সেই লক্ষ্যই পূর্ণমাত্রায় লাভ করতে পারি যা সত্যের শরণে আমাদের সামনে উপস্থাপিত।

তোমরা তবেই আমাদের আনন্দিত ও উল্লসিত করবে যদি পবিত্র আত্মার প্রেরণায় যা লিখেছি তার প্রতি বাধ্য হও, ও শান্তি ও একাত্মতার উদ্দেশ্যে এই পত্রের অনুরোধ মেনে নিয়ে তোমাদের হিংসার নিকৃষ্ট মনোভাব উপড়ে ফেল। তোমাদের কাছে আমরা এমন বিশ্বস্ত ও সুবিবেচক লোকদের পাঠিয়েছি যাঁরা যৌবনকাল থেকে বার্ধক্যকাল পর্যন্ত আমাদের মাঝে নির্দোষিতার পরিচয় দিয়ে জীবন যাপন করেছেন; তাঁরাই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষীরূপে দাঁড়াবেন। আমরা তেমন করেছি তোমরা যেন জানতে পার যে আমাদের একমাত্র চিন্তা এটিই হয়েছে ও হচ্ছে: তোমরা যেন শীঘ্রই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পার।

শ্লোক গা ৬:২; ৫:১৩

প্র তোমরা একে অপরের বোঝা বহনে সাহায্য কর,

উ এভাবেই খ্রীষ্টের বিধান পূরণ করবে।

প্র ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর,

উ এভাবেই খ্রীষ্টের বিধান পূরণ করবে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ৩:১-২৩

মণ্ডলীতে সেবাকর্মীদের কর্তব্য

ভাই, আমি সেসময় তোমাদের কাছে আত্মিক মানুষদের কাছে যেন কথা বলতে পারিনি, মাংসময় মানুষদের কাছে যেন, খ্রীষ্টে এখনও শিশুদেরই কাছে যেন কথা বলেছি। আমি তোমাদের দুধ খাইয়েছি, শক্ত খাবার দিইনি, কারণ সেসময়ে তেমন শক্তি তোমাদের তখনও হয়নি। এমনকি, এখনও তোমাদের শক্তি হয়নি, কারণ এখনও তোমরা মাংসাধীন হয়ে আছ। যতদিন তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা ও বিবাদ দেখা দেয়, ততদিন তোমরা কি মাংসাধীন নও? তোমরা কি সাধারণ মানুষের মত ব্যবহার করছ না? আসলে, যখন তোমাদের একজন বলে, আমি পলের, আর একজন, আমি আপল্লোসের, তখন তোমরা কি সাধারণ মানুষমাত্র নও?

আচ্ছা, আপল্লোসই বা কী? পলও বা কী? তারা তো সেই সেবাকর্মী মাত্র, যাদের দ্বারা তোমরা বিশ্বাসী হয়েছ; আর এক একজন ততটুকু করল, এক একজনকে প্রভু যতটুকু করতে দিয়েছেন। আমি পুঁতে দিলাম, আপল্লোস জল দিলেন, কিন্তু ঈশ্বরই বৃদ্ধি ঘটালেন। সুতরাং যে পোঁতে সে কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, যিনি বৃদ্ধি ঘটান, কেবল সেই ঈশ্বরই সব। যে পোঁতে ও যে জল দেয়, তারা দু'জনে সমান, এবং এক একজন তার নিজের পরিশ্রমের যোগ্য মজুরি পাবে, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের কাজে সহকর্মী: তোমরা ঈশ্বরেরই খেত, ঈশ্বরেরই গাঁথনি।

ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ আমাকে দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমি অভিজ্ঞ স্থপতির মত ভিত্তি স্থাপন করেছি, আর অন্য কেউ সেটার উপরে গাঁথছে; তবু তারা প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার উপর তারা কেমন গাঁথছে; কারণ যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট। আর এই ভিত্তির উপরে নানা লোক যদি সোনা, রুপো, মণিমুক্তা, কাঠ, ঘাস, খড় দিয়ে গাঁথে, তবে এক একজনের কাজ স্পষ্ট প্রকাশ পাবে; সেই দিনটিই তা ব্যক্ত করবে, যে দিনটি আগুনে প্রকাশিত হবে, আর তখন সেই আগুন যাচাই করবে প্রত্যেকের কাজের গুণাগুণ: যে যা গেঁথেছে, তার সেই কাজ যদি টিকে থাকে, সে মজুরি পাবে; কিন্তু যার কাজ পুড়ে যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বটে, তবু নিজে পরিত্রাণ পাবে; তথাপি এমনভাবে পরিত্রাণ পাবে, কেমন যেন আগুনের মধ্য থেকে।

তোমরা কি একথা জান না যে, তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন? কেউ যদি ঈশ্বরের সেই মন্দির ধ্বংস করে, তাহলে ঈশ্বর তাকে ধ্বংস করবেন; কারণ পবিত্রই ঈশ্বরের মন্দির—আর তোমরাই তো সেই মন্দির!

কেউ যেন নিজেকে না ভোলায়। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিজেকে এই যুগের আদর্শে প্রজ্ঞাবান বলে মনে করে, সে প্রজ্ঞাবান হবার জন্য মূর্খ হোক; কারণ এই জগতের যে প্রজ্ঞা, তা ঈশ্বরের কাছে মূর্খতা; কেননা লেখা আছে, *তিনি প্রজ্ঞাবানদের তাদের নিজেদের কুটিলতার ফাঁদে ধরে ফেলেন।* আরও, *প্রভু তো জানেন, প্রজ্ঞাবানদের ধ্যানধারণা অসার।* তাই কেউ যেন নিজের গর্ব মানুষেই না রাখে, কারণ সবই তোমাদের: পল হোক, আপল্লোস বা কেফাস হোক, জগৎ বা জীবন বা মৃত্যু হোক, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যাই কিছু হোক—সবই তোমাদের; তোমরা কিন্তু খ্রীষ্টেরই, ও খ্রীষ্ট ঈশ্বরেরই!

শ্লোক এফে ২:১৯-২০; ১ করি ৩:১৬

প্র তোমরা পবিত্রজনদের সহনাগরিক ও ঈশ্বরের পরিবারভুক্ত মানুষ। তোমরা প্রেরিতদূত ও নবীদের ভিত্তির উপরে গাঁথা;

উ আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু।

প্র তোমরা স্বয়ং ঈশ্বরের মন্দির, এবং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের অন্তরে নিবাসী হয়ে আছেন,

উ আর সংযোগপ্রস্তর হলেন স্বয়ং খ্রীষ্টযীশু।

এসো, খ্রীষ্টকে আঁকড়িয়ে থাকি :
বিচ্ছিন্ন হলে আমরা বিলুপ্ত হব

যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট। দেখ কেমন করে প্রেরিতদূত পল সাধারণ উদাহরণ দিয়েই নিজের বক্তব্য প্রমাণসিদ্ধ করেন। যা তিনি বলতে চান, তা এ : আমি খ্রীষ্টের সংবাদ দিয়েছি, অর্থাৎ তোমাদের ভিত্তি দিয়েছি ; সতর্ক থেকো তোমরা তার উপরে কিভাবে গাঁথছ, তা যেন অসার গৌরব বা এমন মানুষেরই উদ্দেশ্য করে গাঁথা না হয় যারা তাঁর কাছ থেকে শিষ্যদের কেড়ে নেয়। আমরা যেন ভুলভ্রান্তিতে না পড়ি! কারণ *যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট।*

সুতরাং এসো, তাঁর উপরেই নিজেদের গেঁথে তুলি, ও আঙুরলতার শাখার মত তাঁকেই ভিত্তি হিসাবে আঁকড়িয়ে থাকি ; আমাদের ও খ্রীষ্টের মধ্যে যেন কিছুই স্থান না পায়, কারণ কিছু থাকলে তবে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের বিলোপ হবে। বস্তুতপক্ষে কেবল লতার সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেই শাখা রস পায় ; একটা গৃহও তবেই মাত্র দাঁড়ায় যদি সুসংবদ্ধ থাকে ; কিন্তু সুসংবদ্ধ না হলে গৃহটা বিলুপ্ত হয়, কারণ দাঁড়াবার মত তার স্থান নেই। এসো, আমরা খ্রীষ্টকে আঁকড়িয়ে থাকি, আর শুধু তা নয়, তাঁর সঙ্গে সুসংবদ্ধও থাকি, কারণ যেই মাত্র বিচ্ছিন্ন হই আমরা বিলুপ্ত হব : *তোমা থেকে যারা দূরে আছে, তারা সত্যি লুপ্ত হবে।*

সুতরাং এসো, তাঁর সঙ্গে সুসংবদ্ধ থাকি, কাজকর্মের মধ্য দিয়েই তাঁর সঙ্গে সুসংবদ্ধ থাকি : *যে কেউ আমার আজ্ঞা মেনে চলে, সে আমাতে বসবাস করে।* তিনি নানা দৃষ্টান্ত দিয়েই আমাদের চেতনা দেন আমরা যেন তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত থাকি। দেখ : তিনি মাথা, আমরা দেহ : মাথা ও দেহের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা কি থাকতে পারে? তিনি ভিত্তি, আমরা গৃহ ; তিনি আঙুরলতা, আমরা শাখা ; তিনি বর, আমরা কনে ; তিনি পালক, আমরা মেষ ; তিনি পথ, আমরা পথিক। আমরা আবার মন্দির, তিনি বাসিন্দা ; তিনি প্রথমজাত, আমরা ভাই ; তিনি উত্তরাধিকারী, আমরা সহউত্তরাধিকারী ; তিনি জীবন, আমরা জীবনপ্রাপ্ত ; তিনি পুনরুত্থান, আমরা পুনরুত্থিতজন ; তিনি আলো, আমরা আলোকিতজন। এসমস্ত দৃষ্টান্ত একতাই প্রকাশ করে, মধ্যে কোন ফাঁক, সামান্যও ফাঁক থাকতে পারে না। যে কেউ অল্পও সরে যায়, সে পিছলে পড়ে উত্তরোত্তর সরে যায়।

বস্তুতপক্ষে দেহের কোন অঙ্গ যত সামান্যই বিচ্ছিন্ন হয়, সেই অঙ্গটা মরে ; সামান্য পতনের জন্য গৃহটাও সম্পূর্ণ পড়ে যায় ; মূল সামান্যই কাটলে গাছও কোন কাজে আসে না। তাই যা সামান্য, তা তত সামান্য নয়, এমনকি তা সবই! সুতরাং যখন আমরা সামান্য কোন অপরাধ করি বা শিথিল হই, তখন সামান্য বলে যেন তার প্রশ্রয় না দিই : অবহেলা করলে তা সঙ্গে সঙ্গেই গুরুতর হয়ে উঠবে। তেমনিভাবে একটা পোশাক ছিঁড়তে না ছিঁড়তেই আমরা লক্ষ না করলে আরও ছিঁড়ে যাবে ; ছাদে কয়েকটা টালি ভাঙা মাত্রই ব্যবস্থা না করলে সমস্ত ঘর ধ্বংস হতে পারে। তেমন দৃষ্টান্তের চিন্তায়, এসো, আমরা যেন সামান্য কোন ব্যাপার কখনও তুচ্ছ না করি, যার ফলে গুরুতর অসুবিধায় না পিছলে পড়ি। সতর্ক না থাকলে একবার নিচে প'ড়ে, নিচে থেকে আবার উপরে ওঠা কঠিন—দূরত্বের কারণে শুধু নয়, পতনেরই কারণেও কঠিন। আসলে পাপ হল একটা গভীর গর্ত, যা থেকে বের হওয়া অত্যন্ত কষ্টকর। যেমন কূপে পড়ে একটা লোক সহজে বের হতে পারে না, বরং অন্য লোকেরই দরকার যে তা থেকে তাকে বের করে আনবে, যে পাপে পতিত হয়, তার বেলায় তেমনি ঘটে।

সুতরাং এসো, দড়ি ফেলে তাদের বের করে আনি ; এমনকি, কেবল অন্যান্যদের যে প্রয়োজন রয়েছে তেমন নয়, আমাদেরও প্রয়োজন : নিজেদের বেঁধে নিয়ে উপরের দিকে ফিরে যেতে হবে ; যতখানি নিচে পড়ে গেছিলাম, ততখানি শুধু নয়, ইচ্ছা করলে তার চেয়ে আরও ঊর্ধ্বে আরোহণ করতে পারি। স্বয়ং ঈশ্বর আমাদের সাহায্য দান করছেন : *তিনি তো দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নন ; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই তিনি প্রীত।*

শ্লোক সাম ১১৮:২২; ১ করি ৩:১০,১১

℣ গৃহনির্মাতারা যে প্রস্তরটি প্রত্যাখ্যান করল, তা তো হয়ে উঠেছে সংযোগপ্রস্তর।

℣ প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার উপর সে কেমন গাঁথছে।
℟ যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট।
℣ প্রত্যেকে সতর্ক থাকুক, সেটার উপর সে কেমন গাঁথছে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৪৩:১-১১ক,১৩-১৭,২৬-৩৪

যোসেফের ভাইদের দ্বিতীয় মিশর-যাত্রা

দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়তে থাকল। তাঁরা মিশর থেকে যে শস্য নিয়ে এসেছিলেন, তা খেতে খেতে ফুরিয়ে গেলে তাঁদের পিতা তাঁদের বললেন, 'তোমরা আবার যাও, আমাদের জন্য কিছু খাদ্য কিনে নিয়ে এসো।' তখন যুদা তাঁকে বললেন, 'কিন্তু সেই লোক আমাদের স্পষ্টই বলেছেন, তোমাদের ভাই তোমাদের সঙ্গে না থাকলে তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না। তুমি আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাইকে পাঠাতে সম্মত হলে আমরা গিয়ে তোমার জন্য খাদ্য কিনে নিয়ে আসব; কিন্তু তাকে পাঠাতে সম্মত না হলে আমরা যাব না, কারণ লোকটি আমাদের বলেছেন, তোমাদের ভাই তোমাদের সঙ্গে না থাকলে তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না।'

তখন ইস্রায়েল বললেন, 'তোমাদের আর এক ভাই আছে, তেমন কথা ওই লোকটাকে বলে তোমরা আমার উপর কেন এমন দুর্দশা এনেছ?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'তিনি আমাদের ও আমাদের পরিবার সম্বন্ধে ঘন ঘন জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, বললেন, তোমাদের পিতা কি এখনও বেঁচে আছেন? তোমাদের কি আরও ভাই আছে? আর আমরা সেই প্রশ্ন অনুসারে উত্তর দিয়েছিলাম। কেমন করে জানতে পারতাম যে, তিনি বলবেন, তোমাদের ভাইকে এখানে নিয়ে এসো?' যুদা তাঁর পিতা ইস্রায়েলকে বললেন, 'ছেলেটিকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দাও; আমরা সঙ্গে সঙ্গে রওনা হব, যেন তুমি ও আমাদের ছেলেরা ও আমরা বাঁচতে পারি, কেউ যেন না মরে। আমিই তার জামিন হলাম, আমারই হাত থেকে তাকে দাবি করবে। যদি আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে না আনি ও তোমার সামনে উপস্থিত না করি, তবে আমি আজীবন তোমার কাছে অপরাধী থাকব। এত দেরি না করলে আমরা ইতিমধ্যে দ্বিতীয়বারের মত ফিরে আসতে পারতাম!'

তখন তাঁদের পিতা ইস্রায়েল তাঁদের বললেন, 'যদি তেমনটি হতে হয়, তবে একাজ কর: তোমরা নিজ নিজ পাত্রে এই দেশের সেরা দ্রব্য নিয়ে গিয়ে সেই লোককে উপহার রূপে দান কর। তোমাদের ভাইকেও নিয়ে যাও; এবার রওনা হও, আবার সেই লোকের কাছে যাও। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই লোকের কাছে তোমাদের করুণার পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের সেই অন্য ভাইকে ও বেঞ্জামিনকে মুক্ত করে দেন। আমাকে যদি সন্তান-বঞ্চিত হতে হয়, সন্তান-বঞ্চিত হবই!'

তাঁরা সেই উপহার নিলেন, আর সেইসঙ্গে দ্বিগুণ টাকা ও বেঞ্জামিনকে নিয়ে রওনা হলেন, এবং মিশরে পৌঁছে যোসেফের সামনে দাঁড়ালেন। তাঁদের সঙ্গে বেঞ্জামিনকে দেখে যোসেফ তাঁর গৃহের প্রধান কর্মচারীকে বললেন, 'এই কয়েকটি লোককে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাও, ও একটা পশু মেরে তা প্রস্তুত কর, কারণ দুপুরে এঁরা আমার সঙ্গে বসে খাবেন।' যোসেফ যেমন বললেন, কর্মচারী সেইমত করলেন: তাঁদের যোসেফের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

যোসেফ ঘরে এলে তাঁরা তাঁদের সঙ্গে যে উপহার ছিল, তা তাঁর কাছে নিবেদন করলেন, ও তাঁর সামনে মাটিতে মুখ করে প্রণিপাত করলেন। তাঁরা কেমন আছেন তা জিজ্ঞাসা করে তিনি তাঁদের বললেন, 'তোমরা যে বৃদ্ধের কথা বলেছিলে, তোমাদের সেই পিতা কেমন আছেন? তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?' তাঁরা উত্তরে বললেন, 'আপনার দাস আমাদের পিতা ভালই আছেন, তিনি এখনও বেঁচে আছেন।' আর তাঁরা মাথা নত করে প্রণিপাত করলেন। যোসেফ চোখ তুলে তাঁর ভাই বেঞ্জামিনকে, তাঁর আপন সহোদরকে দেখে বললেন, 'তোমাদের যে ছোট ভাইয়ের কথা আমাকে বলেছিলে, সে কি এই?' আর বলে চললেন, 'বৎস, পরমেশ্বর তোমার প্রতি সদয় হোন!' তখন যোসেফ তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলেন, কারণ তাঁর ভাইয়ের প্রতি এমন মায়া অনুভব করছিলেন যে, তিনি কাঁদতে চাচ্ছিলেন: নিজের ঘরে গিয়ে সেখানে কেঁদে ফেললেন।

পরে মুখ ধুয়ে তিনি বাইরে এলেন, ও নিজেকে সংবরণ করে হুকুম দিলেন: 'খাদ্য পরিবেশন করা হোক!' তা তাঁর জন্য আলাদাভাবে পরিবেশন করা হল, তাঁর ভাইদেরও জন্য ও তাঁর মিশরীয় পরিজনদেরও জন্য আলাদাভাবে পরিবেশন করা হল, কারণ মিশরীয়েরা হিব্রুদের সঙ্গে খেতে বসে না, মিশরীয়দের পক্ষে তা করা জঘন্যই কর্ম। তাঁরা যোসেফের সামনে নিজ নিজ আসন নিলেন—বড়জন থেকে ছোটজন পর্যন্ত নিজ নিজ বয়স অনুসারেই আসন নিলেন, এবং বিস্মিত হয়ে একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তিনি নিজেরই অংশ থেকে খাদ্যের অংশ তুলে তাঁদের পরিবেশন করালেন; কিন্তু বেঞ্জামিনের অংশ সকলের অংশের চেয়ে পাঁচগুণ বড় ছিল। আর তাঁরা তাঁর সঙ্গে ফুর্তি করে পান করলেন।

শ্লোক আদি ৪৩:১২,১৪,১১ দ্রঃ

প্র তোমরা সেই প্রভাবশালী লোকের কাছে উপহার নিয়ে যাও; তাঁকে পেয়ে তাঁর সামনে প্রণত হয়ে সম্মান দেখাও।

উ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই লোকের কাছে তোমাদের করুণার পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের সেই অন্য ভাইকে ও বেঞ্জামিনকে মুক্ত করে দেন।

প্র তোমরা নিজ নিজ পাত্রে এই দেশের সেরা দ্রব্য নিয়ে গিয়ে সেই লোককে উপহার রূপে দান কর।

উ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সেই লোকের কাছে তোমাদের করুণার পাত্র করুন, যেন তিনি তোমাদের সেই অন্য ভাইকে ও বেঞ্জামিনকে মুক্ত করে দেন।

দ্বিতীয় পাঠ - করিন্থীয়দের কাছে পোপ প্রথম ক্লেমেন্টের পত্র **৬৪-৬৫**

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে বিরাজ করুক,
তাদেরও সঙ্গে যারা আহূত হয়েছে

যিনি সর্বদ্রষ্টা, যিনি আত্মাদের ও দেহধারীদের প্রভু, যিনি প্রভু যীশুখ্রীষ্টকে বেছে নিলেন ও তাঁর নিজস্ব জনগণ হবার উদ্দেশ্যে তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের বেছে নিলেন, সেই ঈশ্বর সেই সকল আত্মাকে যারা তাঁর গৌরবময় ও পুণ্যময় নাম করেছে, তাদের দান করুন বিশ্বাস, ভয়, শান্তি, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, আত্মসংযম, শুচিতা ও শুদ্ধতা, তারা যেন তাঁর নামের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে আমাদের মহাযাজক ও প্রতিপালক সেই যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যাঁর দ্বারা তাঁকে গৌরব ও মহিমা, পরাক্রম ও সম্মান আরোপিত হোক এখন ও চিরকাল। আমেন।

আমাদের দূত ক্লাউদিওস, এফেবোস, ভালেরিওস ভিতো ও ফর্তুনাতোসকে শান্তি ও আনন্দের সঙ্গে আমাদের কাছে শীঘ্রই ফিরে পাঠাও, তাঁরা যেন যত শীঘ্রই সেই শান্তি ও একাত্মতারই সংবাদ দিতে পারেন যার জন্য আমরা প্রার্থনা ও আকাঙ্ক্ষা করছি, যাতে আমরাও যত শীঘ্রই তোমাদের সুশৃঙ্খলায় আনন্দ করতে পারি।

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে বিরাজ করুক, তাদেরও সঙ্গে যারা সর্বস্থানে ঈশ্বর দ্বারা তাঁরই মধ্য দিয়ে আহূত হয়েছে, যাঁর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে গৌরব, সম্মান, পরাক্রম, মহিমা ও শাশ্বত রাজ্য আরোপিত হোক যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক ফিলি ২:২,৪; ১ থে ৫:১৪,১৫

প্র আমার আনন্দ পূর্ণ কর, অর্থাৎ তোমরা হয়ে ওঠ একমন, একপ্রেম, একপ্রাণ, একচিত্ত।

উ তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ।

প্র তোমরা দুর্বলদের সুস্থির কর, সকলের সঙ্গে ধৈর্যশীল হও, সবসময় পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর।

উ তোমরা প্রত্যেকে নিজের স্বার্থের দিকে নয়, পরের স্বার্থের দিকেই লক্ষ রাখ।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ৪:১-২১

গর্বের বিষয়ে চেতনা বাণী

ভ্রাতৃগণ, লোকে আমাদের যেন খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে। এখন, গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমি যে তোমাদের দ্বারা বা মানবীয় কোন বিচারসভা দ্বারা বিচারিত হই, তা আমার কাছে অতি সামান্য ব্যাপার; এমনকি আমি নিজেও নিজের বিচার করি না; আমার বিবেক আমাকে ভর্ৎসনা করছে না, একথা সত্য; কিন্তু এতে যে আমি নির্দোষ বলে প্রতিপন্ন হয়ে দাঁড়াই, তা নয়: প্রভুই আমার বিচারকর্তা। তাই নির্দিষ্ট সময়ের আগে তোমরা কোন-কিছু বিচার করো না, যতদিন না প্রভু আসেন। তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সবকিছুই আলোতে উদ্ঘাটিত করবেন ও হৃদয়ের যত অভিপ্রায় ব্যক্ত করবেন। আর তখনই প্রতিটি মানুষ ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ প্রশংসা পাবে।

ভাইয়েরা, এই সমস্ত কিছু আমি তোমাদের খাতিরেই আমার নিজের ও আপল্লোসের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করেছি, যেন আমাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত থেকে তোমরা এই শিক্ষা পেতে পার যে, যা লেখা আছে, তার বাইরে যেতে নেই, এবং তোমরা প্রত্যেকে যেন একজনের বিপক্ষে অপরজনের পক্ষ হয়ে গর্বে স্ফীত না হও। কারণ কে তোমাকে এত অসাধারণ মানুষ করেছে? আর তোমার এমন কীবা আছে, যা পাওনি? আর যখন পেয়েছ, তখন কেন এমন দম্ভ কর ঠিক যেন তা পাওনি? তোমরা, বুঝি, এর মধ্যে পরিতৃপ্ত, এর মধ্যে ধনী হয়েছ! আমাদের সহযোগিতা ছাড়া রাজাই হয়ে গেছ! আহা, তোমরা যদি সত্যিই রাজা হতে! তবে তোমাদের সঙ্গে আমরাও রাজা হতাম। আসলে আমি মনে করি, প্রেরিতদূত যে আমরা, ঈশ্বর আমাদের মৃত্যুদণ্ডিত লোকদের মত সবার শেষে দাঁড় করিয়েছেন: হ্যাঁ, আমরা জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি। এই যে আমরা, খ্রীষ্টের জন্য মূর্খ, কিন্তু তোমরা খ্রীষ্টে বুদ্ধিমান; আমরা দুর্বল, তোমরা বলবান; তোমরা সম্মানের পাত্র, আমরা অসম্মানের বস্তু। এই ক্ষণ পর্যন্ত আমরা ক্ষুধার্ত, পিপাসিত, বস্ত্রহীন হয়ে কষ্টে ভুগছি, আমাদের আঘাত করা হচ্ছে, যাযাবরের মত এদিক ওদিক ঘুরতে হচ্ছে, নিজ হাতে কাজ করে পরিশ্রম করছি; অপমান পেয়ে আশীর্বাদ করছি, নির্যাতিত হয়ে সহ্য করছি, অভদ্র কথার বিপক্ষে শালীনতা দেখাচ্ছি: আমরা যেন জগতের আবর্জনা, বিশ্বের জঞ্জালই হয়ে রয়েছি—আজও পর্যন্ত!

তোমাদের লজ্জা দেবার জন্য নয়, আমার প্রিয় সন্তান বলে তোমাদের চেতনা দেবার জন্যই আমি এই সমস্ত কিছু লিখছি। কেননা যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু পিতা অনেক নয়, কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি। সুতরাং তোমাদের অনুনয় করি, তোমরা আমার অনুকারী হও! এজন্যই আমি তিমথিকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছি: তিনি প্রভুতে আমার প্রিয় ও বিশ্বস্ত সন্তান; তিনি তোমাদের কাছে সেই সমস্ত পথ স্মরণ করিয়ে দেবেন যা আমি খ্রীষ্টে তোমাদের শিখিয়েছিলাম ও সর্বত্রই প্রতিটি মণ্ডলীতে শিখিয়ে থাকি।

আমি তোমাদের কাছে আর আসব না, তা ভেবে তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ দম্ভ করতে শুরু করেছে। কিন্তু, প্রভু ইচ্ছা করলে, আমি বেশি দেরি না করে তোমাদের কাছে আসব; তখন যারা দম্ভ করছে, তাদের কথা নয়, তাদের আসল পরাক্রম বুঝে নেব। কেননা ঈশ্বরের রাজ্য কথার ব্যাপার নয়, পরাক্রমেরই ব্যাপার। তোমরা কী চাও? বেত হাতে নিয়ে, না ভালবাসা ও কোমলতা নিয়ে তোমাদের কাছে আসব?

শ্লোক ১ করি ১১:১; ৪:১৫

প্র তোমরা আমার অনুকারী হয়ে ওঠ, আমিও যেমন খ্রীষ্টের;
উ কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি।
প্র যদিও খ্রীষ্টে তোমাদের দশ হাজার অবধায়ক থাকে, তবু পিতা অনেক নয়,
উ কারণ আমিই সুসমাচার দ্বারা খ্রীষ্টে তোমাদের জন্ম দিয়েছি।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যাণ্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'পবিত্রতম সাক্রামেন্ত'

সবকিছুতেই দেখাও, তোমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী

প্রভুর যাজক সকল, তোমরা যারা মশালের মত সমগ্র জগৎকে আলোকিত কর, তোমাদের সেবাকর্মের মর্যাদা বজায় রাখ। ধর্মময়তা পালন কর, *উত্তম ধর্মশিক্ষা আঁকড়ে ধর; মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে; সুতরাং সর্বদা সর্বস্থানে নিজেদের দেহে যীশুর মৃত্যু বহন করে চলে তোমরা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর।* নিজেদের দেহে খ্রীষ্টের মৃত্যুর দাগ ও তাঁর সেনাদলের চিহ্ন বহন ক'রে তোমরা উপবাস ও আত্মসংযমে, শুচিতা ও মিতাচারিতায়, ধৈর্য ও বিনম্রতায়, সমস্ত শুদ্ধতা ও পবিত্রতায়, সবকিছুতেই দেখাও, তোমরা ঈশ্বরের সেবাকর্মী, যেন তোমাদের যারা দেখে, তারা সকলে জানতে পারে তোমরা কারই, আর এভাবে যেন সেই ভবিষ্যদ্বাণী তোমাদের মধ্যেই পূর্ণতা লাভ করে, *তোমাদের বলা হবে 'প্রভুর যাজক', তোমরা 'আমাদের পরমেশ্বরের পরিচারক' বলে অভিহিত হবে।*

হে প্রভুর যাজকবৃন্দ, প্রভুকে বল ধন্য; তাঁকেই বল ধন্য, যিনি স্বর্গলোকে সমস্ত আত্মিক আশীর্বাদে তোমাদের ধন্য করলেন, যিনি আরোনকুলকে আশিসধন্য করলেন। ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে পবিত্র বলে গণ্য হোন, যেন তিনি যেরূপে আছেন, তোমাদের মধ্যে সেরূপে প্রকাশিত হন, তথা পবিত্র, পুণ্যময়, নিষ্কলঙ্ক। তোমাদের কারণে যেন তাঁর নামের নিন্দা করা না হয়; তোমাদের কারণে যেন আমাদের সেবাকর্ম অপমান করা না হয়। ভ্রষ্ট ও নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে তোমাদের ব্যবহার এমনটি হোক যে, যারা তোমাদের দেখে তারা যেন বলতে পারে: হ্যাঁ, এরা সত্যিই প্রভুর যাজক, সত্যিই আমাদের ঈশ্বরের সেবক, সত্যিই যীশুখ্রীষ্টের শিষ্য, সত্যিই প্রেরিতদূতদের উত্তরসূরী, এরা সত্যিই সেই বংশ যাকে প্রভু আশীর্বাদ করলেন। সেই যাজকত্ব যা পালন ও বিতরণ করার উদ্দেশ্যেই তোমাদের দেওয়া হয়েছে, তোমরা সেই যাজকত্ব-মর্যাদা যত্নই কর। সেই হাত দু'টো যাকে তেমন পূজনীয় যজ্ঞ উৎসর্গ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে, তোমাদের সেই হাত দু'টো যে কোন কলুষ থেকে বিশুদ্ধ হোক, যেন তোমরা তাদেরই অংশী না হও *অধর্মই যাদের হাতে, অন্যায়-উপহারে পূর্ণই যাদের ডান হাত।* তোমাদের ওষ্ঠ বিশুদ্ধই রক্ষিত হোক, সেই ওষ্ঠ যেন আস্বাদন করতে পারে প্রভু কতই না মঙ্গলময়: যাজকের ওষ্ঠে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন, প্রশংসাগানের সুর, প্রার্থনা ও মিনতি বিরাজ করুক।

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, স্বয়ং ঈশ্বর ও পুণ্যতম পিতৃগণের অধিকার পবিত্র সাক্রামেন্ত সম্বন্ধে বিশ্বাস করার যা আদেশ করেছেন, এসো, আমরা তা দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করি ও সন্দেহমুক্ত বিশ্বাসে তা বিশ্বাস করি। এই সাক্রামেন্তে আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার গুণ ও আমাদের মুক্তির মূল্য উপস্থিত; বাস্তবতা প্রচ্ছন্ন রয়েছে যেন আমাদের বিশ্বাসের অনুশীলন হয়, খ্রীষ্টের জীবনাচরণ ব্যক্ত রয়েছে তা যেন আমাদের জীবনাচরণের আদর্শ হয়ে ওঠে। এজন্য এ সাক্রামেন্ত প্রতিষ্ঠা করে ও শিষ্যদের হাতে তুলে দিয়ে প্রভু বললেন, *তোমরা আমার স্মরণার্থে তেমনটি কর।* আমি যা করি তোমরা তা কর, আমি যা উৎসর্গ করি তোমরা তা উৎসর্গ কর, আমি যে শিক্ষা দান করি তোমরা সেই অনুসারে জীবনযাপন কর। আমি যে আদর্শ তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, তা জীবন-মৃত্যুর নিয়ম বলে গ্রহণ কর।

এ সাক্রামেন্ত আমাদের অন্তরে এমন ফল উৎপন্ন করে, যেন খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে আর আমরা তাঁর মধ্যে জীবনযাপন করি। এ সাক্রামেন্ত এমনটি ঘটায় যে, খ্রীষ্ট যেমন আমাদের জন্য মরলেন, আমরাও তেমনি যেন খ্রীষ্টের জন্য মরতে পারি। যারা খ্রীষ্টের মধ্যে বা খ্রীষ্টের জন্য মরে, পুণ্য নিদ্রা ছাড়া তাদের জন্য উত্তম অনুগ্রহও গচ্ছিত রাখা হয়: তারা উপযুক্ত মনোভাব নিয়ে এ সাক্রামেন্ত গ্রহণ করলে, তবে এ সাক্রামেন্ত যে পুনরুত্থানের পরিত্রাণদায়ী পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সেই পুনরুত্থানের গৌরবই তাদের কাছে প্রতিশ্রুত ও সংরক্ষিত রয়েছে। এ সাক্রামেন্তের শক্তিগুণে ঈশ্বর *আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করবেন।* তেমন মহা অনুগ্রহের জন্য আমরা ঈশ্বরকে প্রতিদানে উপযুক্ত কী দিতে পারব?

শ্লোক ১ করি ৪:১-২; লুক ১২:৪২

℣ লোকে আমাদের যেন খ্রীষ্টের সেবক ও ঈশ্বরের রহস্যগুলির গৃহাধ্যক্ষ বলে মনে করে।
℟ গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

℣ কে সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান গৃহাধ্যক্ষ, যাকে তার প্রভু নিজ পরিবার-পরিজনদের উপরে নিযুক্ত করবেন?
℟ গৃহাধ্যক্ষের বিষয়ে সকলের প্রত্যাশা, তারা প্রত্যেকে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৪৪:১-২০,৩০-৩৪

বেঞ্জামিন ও যোসেফ

যোসেফ তাঁর প্রধান কর্মচারীকে এই হুকুম দিলেন, 'এই লোকদের বস্তায় যত শস্য ধরে, তা ভরে দাও, এবং প্রত্যেকজনের টাকা তার বস্তার মুখে রাখ। ছোটজনের বস্তার মুখে তার কেনা শস্যের টাকার সঙ্গে আমার বাটি, আমার রুপোর যে বাটি, তাও রাখ।' সে যোসেফের হুকুম অনুসারে কাজ করল। সকাল হলে তাঁরা গাধাগুলোর সঙ্গে রওনা হলেন। তাঁরা শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু দূরে যেতে না যেতেই যোসেফ তাঁর বাড়ির প্রধান কর্মচারীকে বললেন, 'শীঘ্রই, ওই লোকদের পিছনে দৌড়ে যাও। তাঁদের নাগাল পেয়ে তাঁদের বল, উপকারের বিনিময়ে তোমরা অপকার করেছ কেন? এ কি সেই বাটি নয়, যা থেকে আমার প্রভু পান করেন ও যার মধ্য দিয়ে দৈব গণনা করেন? তেমন কাজ করায় তোমরা অন্যায় করেছ।'

তাই সে যখন তাঁদের নাগাল পেল, তখন সেই কথাই বলল। তাঁরা তাকে বললেন, 'আমার প্রভু কেন এই কথা বলছেন? আপনার দাসেরা যে তেমন কাজ করবে, তা দূরের কথা! দেখুন, আমরা নিজ নিজ বস্তার মুখে যে টাকা পেয়েছিলাম, তা কানান দেশ থেকে আবার আপনার কাছে ফিরিয়ে এনেছি; আমরা কেমন করে আপনার প্রভুর বাড়ি থেকে সোনা-রুপো চুরি করব? আপনার দাসদের মধ্যে যার কাছে তা পাওয়া যাবে, সে মরবে; আর আমরা আমার প্রভুর দাস হব।' সে বলল, 'আচ্ছা, তোমরা যেমন বলেছ, সেইমত হোক; যার কাছে তা পাওয়া যাবে, সে আমার দাস হবে, আর বাকি সকলে নির্দোষী হবে।' তাঁরা শীঘ্রই নিজেদের বস্তাগুলো মাটিতে নামিয়ে প্রত্যেকে নিজ নিজ বস্তার মুখ খুলে দিলেন; আর সে বড়জন থেকে শুরু করে ছোটজনের বস্তা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করল: বাটিটা বেঞ্জামিনের বস্তায়ই পাওয়া গেল! তখন তাঁরা নিজেদের পোশাক ছিঁড়লেন, ও নিজ নিজ গাধার পিঠে বস্তা চাপিয়ে দিয়ে শহরে ফিরে গেলেন।

যুদা ও তাঁর ভাইয়েরা যখন যোসেফের বাড়িতে এলেন, তিনি তখনও সেখানে ছিলেন; তাই তাঁরা তাঁর সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। যোসেফ তাঁদের বললেন, 'তোমরা এ কেমন কাজ করেছ? তোমরা কি একথা জানতে না যে, আমার মত মানুষ দৈব গণনা করে?' যুদা বললেন, 'আমরা আমার প্রভুকে কী উত্তর দেব? কী কথা বলব? কেমন করে নিজেদের নির্দোষী বলে সাব্যস্ত করব? পরমেশ্বর নিজেই আপনার দাসদের অপরাধ উদ্ঘাটন করেছেন; এই যে, আমরা ও যার কাছে বাটিটা পাওয়া গেছে, সকলেই প্রভুর দাস হলাম!' যোসেফ বললেন, 'আমি যে এমন কাজ করব, তা দূরের কথা! বাটিটা যার কাছে পাওয়া গেছে, সে-ই আমার দাস হবে; তোমাদের দিক থেকে, তোমরা শান্ত মনে তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যেতে পার।'

তখন যুদা এগিয়ে গেলেন, বললেন, 'প্রভু আমার, আপনার এই দাসকে অনুমতি দেওয়া হোক, সে যেন আমার প্রভুর কাছে ব্যক্তিগত ভাবেই একটা কথা বলতে পারে; এই দাসের উপরে আপনার ক্রোধ জ্বলে না উঠুক, কারণ আপনি ফারাওর সমান! আমার প্রভু এই দাসদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমাদের কি পিতা বা অন্য ভাই আছে? উত্তরে আমরা আমার প্রভুকে বলেছিলাম, আমাদের বৃদ্ধ পিতা আছেন, এবং তাঁর বৃদ্ধ বয়সের ছোট এক ছেলে আছে; তার সহোদরের মৃত্যু হয়েছে; তাই সে তার মাতার সন্তানদের মধ্যে এখন একাই রয়েছে, এবং তার পিতা তাকে স্নেহ করেন। তাই আপনার দাস যে আমার পিতা, আমি তাঁর কাছে ফিরে গেলে আমাদের সঙ্গে যদি এই ছেলে না থাকে, তবে ছেলেটিকে আমাদের সঙ্গে না দেখলে তিনি মারা পড়বেন, কেননা তাঁর প্রাণ এই ছেলের প্রাণের সঙ্গে বাঁধা; আর এইভাবে আপনার এই দাসেরা আপনার দাস আমাদের পিতার পাকা চুল শোকে পাতালে নামিয়ে দেবেই। আরও, আপনার দাস আমি আমার পিতার কাছে এই ছেলের জামিন হয়ে বলেছিলাম, আমি যদি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে না আনি, তবে আজীবন পিতার কাছে অপরাধী থাকব। সুতরাং অনুনয় করি, এই ছেলের বিনিময়ে আপনার দাস আমিই যেন আমার প্রভুর দাস হয়ে থাকি, কিন্তু ছেলেটিকে আপনি তার ভাইদের

সঙ্গে যেতে দিন; কেননা ছেলেটি আমার সঙ্গে না থাকলে আমি কেমন করে আমার পিতার কাছে যেতে পারি? না, আমার পিতার মাথায় যে দুর্দশা এসে পড়বে, আমি তা দেখে সহ্য করতে পারব না!'

শ্লোক আদি ৪৩:২৯,৩০ দ্রঃ

প্র তোমাদের যে ছোট ভাইয়ের কথা আমাকে বলেছিলে, সে কি এই? বৎস, পরমেশ্বর তোমার প্রতি সদয় হোন!
উ ভাইয়ের প্রতি এমন মায়া অনুভব করলেন যে, তিনি কাঁদতে চাচ্ছিলেন: নিজের ঘরে গিয়ে সেখানে কেঁদে ফেললেন।
প্র যোসেফ চোখ তুলে বেঞ্জামিনকে দেখেই তাঁর প্রাণ কাঁদল।
উ ভাইয়ের প্রতি এমন মায়া অনুভব করলেন যে, তিনি কাঁদতে চাচ্ছিলেন: নিজের ঘরে গিয়ে সেখানে কেঁদে ফেললেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু মাকারিওসেরই বলে ধরে নেওয়া উপদেশাবলি **উপদেশ ২৮**

যে প্রাণ ঈশ্বরের আবাস নয়, সেই প্রাণের সুখ নেই

একসময় ঈশ্বর ইহুদীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে যেরুসালেমকে তাদের শত্রুদের হাতে দিয়েছিলেন। তাই তারা যাদের ঘৃণা করত, তাদেরই কর্তৃত্বের অধীন হল, ও তাদের পক্ষে পর্বদিন উদ্‌যাপন ও যজ্ঞ উৎসর্গ করা অসম্ভব হল। একই প্রকারে যে প্রাণ তাঁর আজ্ঞাগুলি লঙ্ঘন করে, ঈশ্বর সেই প্রাণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তার শত্রুদের হাতেই তাকে ছেড়ে দেন, আর তারা মন্দের দিকে তাকে প্ররোচিত করে আমূলে ধ্বংসও করে। কর্তা যেমন ঘরে আর বাস না করলে ঘরটা রুদ্ধ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পরিত্যক্ত হয়ে যায়, ফলে ধুলা ও ময়লায় ভরে ওঠে, তেমনি সেই প্রাণের বেলায় ঘটে যে প্রাণে আপন প্রভুর উপস্থিতি আর থাকে না। আগে সেই প্রাণ প্রভুর উপস্থিতিতে ও স্বর্গদূতদের আনন্দে উজ্জ্বল ছিল, তারপরে পাপ, নিকৃষ্ট ভাব ও যত অপকর্মের অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। আহা, কতই না দুর্ভাগা সেই পথ, যে পথের কোন পথিক নেই, যে পথে কোন মানুষের আনন্দপূর্ণ সুর শোনা যায় না! এই তো সেই পথের শেষ পর্যায়: পশুরাই সেখানে একজোটে সম্মিলিত হবে। আহা, কতই না দুর্ভাগা সেই প্রাণ যেখানে প্রভু চলাচল করেন না, যেখানে তিনি আপন সুরের ধমকে অধর্মের আধ্যাত্মিক পশুদের দূর করে দেবেন না! ধিক্ সেই ভূমিকে, যে ভূমি কোন চাষী চাষ করে না; ধিক্ সেই জাহাজকে, যে জাহাজের চালক নেই; তরঙ্গরাশিতে আলোড়িত হয়ে ও ঝড়ঝঞ্ঝায় আক্রান্ত হয়ে সেই জাহাজের ধ্বংসই হবে!

ধিক্ সেই প্রাণকে, প্রকৃত চালক সেই খ্রীষ্টই যার অন্তরে নেই! উত্তাল সাগরের অন্ধকারে আবৃত হয়ে, জঘন্য ভাবাবেগের তরঙ্গমালায় আলোড়িত হয়ে ও শীতকালীন ঝড়ের মত মন্দাত্মাদের দ্বারা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে সেই প্রাণের শেষ পরিণাম হবে এমন ধ্বংস যা সত্যি শোচনীয়।

ধিক্ সেই প্রাণকে, খ্রীষ্টের অভাবী যে প্রাণ! কেবল তিনিই তো তাকে উপযুক্তভাবে চাষ করতে পারেন, সে যেন আত্মার মঙ্গলকর ফল ফলাতে পারে। একবার একা হয়ে পড়ে সেই প্রাণ কাঁটা ও ঝোপে আক্রান্ত হবে, আর ফলশালী হওয়ার বিনিময়ে সেই আগুনের ইন্ধন হয়ে যাবে। ধিক্ সেই প্রাণকে, যে প্রাণে খ্রীষ্ট অনুপস্থিত! একাকী হয়ে পড়ে সেই প্রাণ জঘন্য প্রবণতার উর্বর মাটি হয়ে যাবে, আর শেষ পর্যায়ে সে যত রিপুর ভাণ্ডার হয়ে উঠবে। মাটি চাষ করতে গিয়ে চাষী যেমন আসল উপযুক্ত যন্ত্রপাতি বেছে নেয়, ও কাজের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কাপড়ও পরে, তেমনি স্বর্গের রাজা ও প্রকৃত চাষী সেই খ্রীষ্টও পাপে অবসন্ন মানবজাতির কাছে এসে মানবদেহ পরিধান করলেন ও যন্ত্রপাতি হিসাবে ক্রুশ বহন করে শুষ্ক ও বিষণ্ন প্রাণ চাষ করতে লাগলেন, মন্দাত্মাদের যত কাঁটা ও ঝোপ উৎখাত করলেন, অধর্ম-গাছ নির্মূল করলেন, ও পাপের যত খড় আগুনে ফেলে দিলেন। তেমন চাষ ক্রুশ-কাষ্ঠ দ্বারা সাধন করে তিনি সেই প্রাণে পবিত্র আত্মার সেই আনন্দময় উদ্যান প্রস্তুত করলেন যেখানে মিষ্ট ও রুচিকর সমস্ত ধরনের ফল সেই ঈশ্বরের জন্য উৎপন্ন হয় যিনি প্রাণের প্রভু।

শ্লোক যোহন ১৫:১,৫,৯

প্র আমিই সত্যকার আঙুরলতা, তোমরা হলে শাখা।
উ যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়।

℣ পিতা যেমন আমাকে ভালবেসেছেন, আমিও তেমনি তোমাদের ভালবেসেছি।
℟ যে আমাতে থাকে আর আমি যার অন্তরে থাকি, সে-ই প্রচুর ফলে ফলশালী হয়।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ৫:১-১৩

যৌন অনাচার সংক্রান্ত সাবধান বাণী

ভ্রাতৃগণ, চারদিকে শোনা যাচ্ছে, তোমাদের মধ্যে নাকি যৌন অনাচার দেখা দিয়েছে, আর সেই অনাচার এমন, যা বিজাতীয়দের মধ্যেও দেখা যায় না; এমনকি তোমাদের একজন নিজের সৎমায়ের সঙ্গে ঘর করছে। আর তোমরা দম্ভই করছ! বরং দুঃখ কর না কেন, যেন যে লোক এমন কাজ করেছে, তাকে তোমাদের মধ্য থেকে বের করে দেওয়া হয়? সশরীরে অনুপস্থিত হলেও আত্মায় উপস্থিত হয়ে আমি, যে লোকটা তেমন কাজ করেছে, উপস্থিত হয়েই যেন তার বিচার করেছি: আমাদের প্রভু যীশুর নামে তোমরা ও আমার আত্মা সমবেত হলে, আমাদের প্রভু যীশুর পরাক্রম দ্বারা তেমন লোকটাকে তার দেহের বিনাশের উদ্দেশ্যে শয়তানের হাতে তুলে দিতে হবে, যেন প্রভু যীশুর দিনে তার আত্মা পরিত্রাণ পেতে পারে।

তোমাদের আত্মগর্ব আদৌ ভাল না। তোমরা কি একথা জান না যে, অল্প খামির সমস্ত ময়দার পিণ্ড গাঁজিয়ে তোলে? তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার, যেহেতু তোমরা খামিরবিহীন। কেননা আমাদের পাস্কা সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন। সুতরাং এসো, পুরনো খামির নিয়ে নয়, দুষ্টতা ও অধর্মের খামির নিয়ে নয়, বরং আন্তরিকতা ও সত্যের সেই খামিরবিহীন রুটি নিয়েই আমরা এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

আগের পত্রে আমি তোমাদের লিখেছিলাম, যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে নেই; এজগতের তেমন দুশ্চরিত্র লোকদের কথা, বা লোভী, প্রবঞ্চক ও পৌত্তলিক লোকদের কথা বলতে অভিপ্রেত ছিলাম না, তাহলে তোমাদের তো এই জগতের বাইরে চলে যেতে হত। আমি আসলে লিখেছিলাম: ভাই নামে অভিহিত যে কেউ যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, কিংবা লোভী, পৌত্তলিক, পরনিন্দুক, মদ্যপায়ী বা প্রবঞ্চক, তারই সঙ্গে মেলামেশা করতে নেই; তেমন মানুষেরই সঙ্গে ভোজসভায় বসতে নেই। বস্তুত বাইরের লোকদের বিচারে আমার দায়িত্ব কি? ভিতরের যারা, তাদের বিচার করার দায়িত্ব তোমাদের তো আছেই, নয় কি? বাইরের লোকদের বিচার ঈশ্বরই করবেন। *তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে সেই দুর্জনকে বের করে দাও।*

শ্লোক ১ করি ৫:৭,৮; রো ৪:২৫

℣ তোমরা পুরনো খামিরটা ফেলে দাও, যেন এক নতুন ময়দার পিণ্ড হতে পার, কেননা আমাদের পাস্কা সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন।
℟ সুতরাং এসো, আমরা সেই প্রভুতেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করি,
℣ যাঁকে আমাদের অপরাধের জন্য মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ধর্মময়তার লক্ষ্যে পুনরুত্থিত করা হয়েছে।
℟ সুতরাং এসো, আমরা প্রভুতেই এই উৎসব উদ্‌যাপন করি।

দ্বিতীয় পাঠ - লেরিন্সের সাধু ভিনসেণ্ট-লিখিত 'ধর্মতত্ত্বমালা' ২৩শ অধ্যায়

খ্রীষ্টধর্মতত্ত্বের অগ্রগতি

এমনটি কি হতে পারে যে, খ্রীষ্টমণ্ডলীতে ধর্মীয় কোন অগ্রগতি সম্ভব হবে না? অবশ্যই হবে, আর তা অধিক মহা অগ্রগতি হবে! মানুষের বিরোধী ও ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী এমন কে থাকবে যে তাতে বাধা দেবে? তবু শর্ত রয়েছে: সেই অগ্রগতি বিশ্বাসের পরিবর্তন নয়, বরং প্রকৃত অগ্রগতি হওয়া চাই। তখনই অগ্রগতি শব্দ

ব্যবহারযোগ্য, যখন একটা পদার্থ নিজের স্বরূপ অক্ষুণ্ন রেখে উন্নতিশীল হয়; অপরদিকে পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন একটা পদার্থ অন্য পদার্থে রূপান্তরিত হয়।

সুতরাং যুগ ও শতাব্দীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠুক ও সব দিক দিয়ে উন্নতিশীল হয়ে উঠুক ব্যক্তিবিশেষ ও সকলেরই, আবার প্রতিটি মানুষ ও গোটা মণ্ডলীরই সুবুদ্ধি, জ্ঞান, প্রজ্ঞা: তবু এসব কিছু যেন নিজ নিজ স্বরূপ অনুসারেই ঘটে, অর্থাৎ কিনা, যেন একই ধর্মতত্ত্ব, একই অর্থ ও একই ব্যাখ্যা অনুসারেই ঘটে।

আত্মাদের ধর্ম দেহের বৃদ্ধির অনুকরণ করুক: বস্তুতপক্ষে বছরের পর বছর দেহের অঙ্গগুলি বিস্তার ও বৃদ্ধি লাভ করেও একই অঙ্গ হয়ে থাকে। বাল্যকালের পুষ্প ও বার্ধক্যকালের পরিপক্কতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে বটে, তথাপি যারা এখন বৃদ্ধ তারা সেই একই ব্যক্তি যে একসময় বালক ছিল; ফলে একটি মানুষের চেহারা ও অভ্যাস ভিন্ন রূপ ধারণ করলেও তার স্বরূপ একই হয়ে থাকছে, ব্যক্তিও একই হয়ে থাকছে। শিশুদের অঙ্গগুলো ছোট্ট, যুবকদের অঙ্গগুলো বড়, তবু অঙ্গগুলো একই; আর যদিও বয়সের পরিবর্তনে ভিন্ন কিছু দেখা দেয়, তা কিন্তু ভ্রূণেও উপস্থিত ছিল; ফলে পরিপক্ক বয়সে নতুন বলে এমন কিছু দেখা দেয় না, যা শিশুতেও গুপ্ত অবস্থায় ছিল না।

অতএব, কোন সন্দেহ নেই: দেহবৃদ্ধির নির্ধারিত ও অপরূপ নিয়ম অনুসারে এ হল অগ্রগতির সঠিক ও যুক্তিসঙ্গত নিয়ম; অর্থাৎ কিনা, বয়স্কদের বয়ঃবৃদ্ধিতে সেই একই অঙ্গ ও চেহারা প্রকাশ পায় যা স্রষ্টার সুবুদ্ধি শিশুদের মধ্যে নিরূপণ করেছিল। মানব চেহারা যদি বয়সের পরিবর্তনে নিজ স্বরূপের ভিন্ন রূপ ধারণ করত, তাতে যদি কোন অঙ্গ যোগ করা হত বা বাতিল করা হত, তবে অবশ্যই সমস্ত দেহ বিনষ্ট হত, বা অদ্ভুত কিংবা দুর্বল হয়ে যেত।

খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব দেহবৃদ্ধির একই নিয়ম পালন করুক। যুগের পর যুগ তা পরিপক্ক হতে হবে, বছরের পর বছর বিস্তার লাভ করতে হবে, বয়ঃবৃদ্ধি অনুসারে তা উচ্চতর হতে হবে। অতীতকালে আমাদের পিতৃপুরুষেরা মণ্ডলীর মাঠে বিশ্বাসের সেই উত্তম বীজ বুনলেন; কতই না অন্যায় ও অনুচিত হবে যদি তাঁদের বংশধর আমরা খাঁটি সত্যের গমের বিনিময়ে ধূর্ত ভুলভ্রান্তি-শ্যামাঘাস সংগ্রহ করি। বরং এ ন্যায় ও উচিত হবে যে, শস্যগ্রহণ বপনের চেয়ে ভিন্ন নয়, ফলে ধর্মশিক্ষার গম পেকে গেলে আমরা যেন ধর্মতত্ত্বের গম সংগ্রহ করতে পারি। আর সময় অতিবাহিত হতে হতে যদি সেই আদি বীজ থেকে কিছুটা উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাহলে তা আনন্দের ও গভীরতর গবেষণার কারণ হোক।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ৪:১,২; যোহন ৬:৬৩

প্র ইস্রায়েল, মনোযোগ দিয়ে শোন সেই সমস্ত বিধি ও নিয়মনীতি যা আমি তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি।
উ আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, সেই বাণীতে তোমরা আর কিছুই যোগ করবে না, কিছুই বাদও দেবে না।
প্র যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন।
উ আমি তোমাদের যা কিছু আজ্ঞা করি, সেই বাণীতে তোমরা আর কিছুই যোগ করবে না, কিছুই বাদও দেবে না।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৪৫:১-১৫,২১-২৮; ৪৬:১-৭

ভাইদের সঙ্গে যোসেফের পুনর্মিলন

যোসেফ কাছে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের সামনে নিজেকে আর সামলাতে পারলেন না; তিনি বলে উঠলেন, 'আমার সামনে থেকে সব লোককে বের করে দাও।' তাই যোসেফ যখন তাঁর ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন, তখন সেখানে কেউই ছিল না। কিন্তু তিনি এত জোরেই কেঁদে উঠলেন যে, মিশরীয়েরা সকলেই তাঁর চিৎকার শুনতে পেল ও কথাটা ফারাওর প্রাসাদেও জানা হল।

যোসেফ তাঁর ভাইদের বললেন, 'আমি যোসেফ; আমার পিতা কি এখনও বেঁচে আছেন?' কিন্তু তাঁর উপস্থিতির জন্য বিহ্বল হয়ে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে কোন উত্তর দিতে পারছিলেন না। তখন যোসেফ তাঁর ভাইদের

বললেন, 'এসো, আমার কাছে কাছেই এসো!' তাঁরা কাছে গেলে তিনি বললেন, 'আমি যোসেফ, তোমাদের ভাই, যাকে তোমরা মিশরের জন্য বিক্রি করেছিলে। কিন্তু তোমরা যে আমাকে এখানে বিক্রি করেছ, এর জন্য দুঃখ করো না, শোক করো না; কেননা তোমাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই পরমেশ্বর তোমাদের আগে আগে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। কেননা এ দু'বছর হল যে দেশে দুর্ভিক্ষ চলছে; আর আরও পাঁচ বছর ধরেই কোন চাষ বা ফসল হবে না। পরমেশ্বর পৃথিবীতে তোমাদের বংশ রক্ষা করার জন্য ও মহা উদ্ধারের মধ্য দিয়ে তোমাদের বাঁচাবার জন্যই তোমাদের আগে আগে আমাকে পাঠিয়েছেন। তাই তোমরাই যে আমাকে এখানে পাঠিয়েছ, এমন নয়, পরমেশ্বরই পাঠিয়েছেন, এবং আমাকে ফারাওর পিতারূপে, তাঁর সমস্ত বাড়ির প্রভু ও সারা মিশর দেশের উপরে শাসনকর্তা করেছেন। তোমরা শীঘ্রই আমার পিতার কাছে ফিরে যাও, তাঁকে বল, "তোমার ছেলে যোসেফ একথা বলছে, পরমেশ্বর আমাকে সারা মিশর দেশের কর্তা করেছেন। তুমি আমার কাছে চলে এসো, দেরি করো না। তুমি গোশেন অঞ্চলে বাস করবে, সেখানে তুমি, তোমার সন্তানেরা, তোমার সন্তানদের সন্তানসন্ততিরা, তোমার পশুপাল ও তোমার সর্বস্ব আমার কাছে কাছে থাকবে। সেখানে আমি তোমার অন্নসংস্থানের জন্য ব্যবস্থা করব, কেননা দুর্ভিক্ষ আর পাঁচ বছর থাকবে; তবে তোমাকে ও তোমার পরিজনদের ও তোমার সকল লোককে কোন দুরবস্থা ভোগ করতে হবে না।" তোমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছ, আমার সহোদর বেঞ্জামিনও স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে: আমার নিজের মুখই তো তোমাদের কাছে কথা বলছে! তোমরা এই মিশর দেশে আমার গৌরবের কথা, এবং তোমরা যা কিছু দেখেছ, সেই সমস্ত কথা আমার পিতাকে জানাও। আর শীঘ্রই আমার পিতাকে এখানে নিয়ে এসো।'

তখন তিনি ভাই বেঞ্জামিনের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, বেঞ্জামিনও তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন। তিনি তাঁর সকল ভাইকে চুম্বন করলেন, ও তাঁদের বুকে টেনে আলিঙ্গন করে কেঁদে ফেললেন। তারপর তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন।

ইস্রায়েলের ছেলেরা সেইমত করলেন। যোসেফ ফারাওর আজ্ঞা অনুসারে তাঁদের গাড়ি দিলেন, যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যও দিলেন। তিনি প্রত্যেকজনকে এক এক জোড়া করে জামাকাপড় দিলেন, কিন্তু বেঞ্জামিনকে তিনশ' রুপোর টাকা ও পাঁচ জোড়া জামাকাপড় দিলেন। পিতার জন্য তিনি এই সমস্ত জিনিস পাঠালেন: দশটা গাধার পিঠে চাপিয়ে মিশরের সর্বোত্তম দ্রব্য, এবং পিতার যাত্রার জন্য দশটা গাধীর পিঠে চাপিয়ে শস্য, রুটি ও প্রভৃতি খাদ্য-সামগ্রী। এইভাবে তিনি ভাইদের বিদায় দিলে তাঁরা রওনা হলেন; তিনি তাঁদের বলে দিলেন, 'পথে নিরাশ হয়ো না!'

তাই তাঁরা মিশর ছেড়ে কানান দেশে তাঁদের পিতা যাকোবের কাছে এসে পৌঁছলেন; তাঁকে বললেন, 'যোসেফ এখনও বেঁচে আছে, এমনকি সারা মিশর দেশের উপরে সে-ই শাসনকর্তা হয়েছে।' কিন্তু তাঁর হৃদয় শীতল থাকল, কারণ তিনি তাঁদের কথা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু যোসেফ তাঁদের যে সমস্ত কথা বলেছিলেন, তাঁরা যখন তা তাঁকে বললেন, এবং তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য যোসেফ যে সকল গাড়ি পাঠিয়েছিলেন, তাও যখন তিনি দেখলেন, তখন তাঁদের পিতা যাকোবের আত্মায় নতুন জীবন জেগে উঠল। ইস্রায়েল বললেন, 'যথেষ্ট! আমার ছেলে যোসেফ এখনও বেঁচে আছে। মরবার আগে আমাকে গিয়ে তাকে দেখতে হবে!'

তাই ইস্রায়েল, তাঁর যা কিছু ছিল, তা নিয়ে রওনা হলেন। বের্শেবায় এসে তিনি তাঁর পিতা ইসায়াকের পরমেশ্বরের উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করলেন। পরমেশ্বর রাত্রিকালীন দর্শনে ইস্রায়েলকে বললেন, 'যাকোব, যাকোব!' তিনি বললেন, 'এই যে আমি!' তিনি বলে চললেন, 'আমি ঈশ্বর, তোমার পিতার পরমেশ্বর। তুমি মিশরে যেতে ভয় পেয়ো না, কেননা আমি তোমাকে সেখানে এক মহা জাতি করে তুলব। আমিই তোমার সঙ্গে মিশরে যাব, আমিই সেখান থেকে তোমাকে ফিরিয়েও আনব। যোসেফের হাত তোমার চোখের পাতা বন্ধ করবে।'

তাই যাকোব বের্শেবা থেকে রওনা হলেন, আর ইস্রায়েলের সন্তানেরা তাঁদের পিতা যাকোবকে ও নিজ নিজ ছেলেমেয়েদের ও বধূদের সেই সব গাড়িতে করে নিয়ে গেলেন, যা ফারাও তাঁকে বহন করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। পশুপাল ও ধনসম্পদ, যা কিছু তারা কানান দেশে সঞ্চয় করেছিল, সবকিছু সঙ্গে নিয়ে তারা মিশরে চলে এল: যাকোব নিজে এলেন, ও তাঁর সঙ্গে তাঁর গোটা বংশ এল; তাঁর সন্তানেরা ও তাঁর সন্তানদের

সন্তানেরা, তাঁর কন্যারা ও তাঁর কন্যাদের কন্যারা, তাঁর বংশের এই সকলকেই তিনি সঙ্গে করে মিশরে নিয়ে গেলেন।

শ্লোক আদি ৪৫:৩,৫,২

প্র যোসেফ তাঁর ভাইদের বললেন:

উ তোমরা দুঃখ করো না, শোক করো না; কেননা তোমাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই পরমেশ্বর তোমাদের আগে আগে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

প্র তিনি এত জোরেই কেঁদে উঠলেন যে, মিশরীয়েরা সকলেই তাঁর চিৎকার শুনতে পেল ও কথাটা ফারাওর প্রাসাদেও জানা হল। তিনি নিজ ভাইদের বললেন:

উ তোমরা দুঃখ করো না, শোক করো না; কেননা তোমাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই পরমেশ্বর তোমাদের আগে আগে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু যোহন খ্রীসোস্তম-লিখিত 'ক্ষুদ্র পুস্তকমালা' **১০ম অধ্যায়**

আশ্চর্যময় বিশ্বাসের আদর্শ সেই আব্রাহাম

আশা না থাকলেও আশা রেখে আব্রাহাম বিশ্বাস করলেন, ফলে তিনি বহুজাতির পিতা হলেন। এই যে বাণী *আশা না থাকলেও আশা রেখে*-এর অর্থ কী? অর্থ এ: তিনি মানবীয় সমস্ত আশার অতীত আশা রাখলেন। তিনি কিন্তু ঈশ্বরেই আশা রাখলেন, যে আশা সবই জয় করে, সবই পারে, সবই আশা করে। আর তিনি বিশ্বাসও করলেন: তিনি যে পিতা হবেন, তা শুধু নয়, বরং বন্ধ্যা ও বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে বৃদ্ধ ও নিস্তেজ যে তিনি বহুজাতিরই পিতা হবেন তা বিশ্বাস করলেন।

আর যদিও তিনি তাঁর নিজের মৃতকল্প শরীর—তাঁর বয়স তখন প্রায় একশ' বছর!—ও সারার গর্ভও মৃতকল্প টের পাচ্ছিলেন, তবু তাঁকে যেমনটি বলা হয়েছিল, তোমার বংশ এরূপ হবে, সেই প্রতিশ্রুতি বিষয়ে তিনি বিশ্বাসে টলমান হননি। ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে তিনি কোন প্রকার অবিশ্বাস বা সন্দেহ পোষণ করলেন না, বরং ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করে বিশ্বাসে বলবান হলেন, তিনি নিশ্চিত হয়ে জানতেন, ঈশ্বর যা প্রতিশ্রুত হয়েছেন, তা সফল করবারও সামর্থ্য তাঁর আছে।

এই তো ঈশ্বরের গৌরব করা: আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয় তাঁর সুব্যবস্থা ও তাঁর অবর্ণনীয় পরাক্রমের হাতে নিজেদের সঁপে দেওয়া; নিরীক্ষণ করতে নেই, তদন্তও করতে নেই; এও বলতে নেই: এসব কিছু কেন? এর উদ্দেশ্য কী? এ কেমন করে ঘটবে? শুধু এর জন্য যে আব্রাহাম প্রশংসার পাত্র তা নয়; প্রতিশ্রুতির পরে তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন আপন প্রিয়তম একমাত্র পুত্রকে বলিরূপে উৎসর্গ করেন, আর এতে তিনি পদস্খলিত হননি—এজন্যও তিনি আমাদের প্রশংসার পাত্র।

অথচ পদস্খলিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল, তথা সেই প্রতিশ্রুতি ও পূর্বকালীন সেই শপথ যার তুলনায় এ আদেশটা বিরুদ্ধ। তিনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তোমার বংশ হবে আকাশের তারকারাজির মত; এখন তাঁকে এমন আদেশ দেওয়া হয়, তিনি যেন নির্মম ভাবে হত্যা করে তাঁর সেই একমাত্র পুত্রকে সরিয়ে দেন যাঁর বংশে জগৎ পরিপূর্ণ হওয়ার কথা।

তবু সেই ধর্মপ্রাণ পদস্খলিত হন না, দ্বিধাও করেন না; তিনি নির্বোধ বা মানববুদ্ধির উপর নির্ভরশীল সাধারণ একটা মানুষের মত প্রতিক্রিয়া করেন না। এজন্য মোশী তাঁর প্রশংসায় বলেন, *এই সমস্ত ঘটনার পর পরমেশ্বর আব্রাহামকে যাচাই করলেন। তিনি তাঁকে বললেন, তোমার সন্তানকে, তোমার সেই একমাত্র সন্তানকে যাকে তুমি ভালবাস, সেই ইসায়াককে নাও, আর যে এক পর্বতের কথা আমি তোমাকে বলব, তার উপরে তাকে আহুতিরূপে বলিদান কর।* আর সেই প্রতিশ্রুতি এখন কোথায়? তিনি যে বহুজাতির পিতা হবেন, তাঁর বংশ যে আকাশের তারকারাজির মতই বহুসংখ্যক হবে, ঈশ্বরের সেই শপথ কোথায়?

দেখ কেমন করে এ সমস্ত কথার পর তাঁকে নিজের পুত্রকে হত্যা করতে হবে শুনেও তিনি তাঁকেই বলিদান করতে সম্মত হলেন, যাঁ থেকে অগণনীয় জাতিগুলির উদ্ভব হওয়ার কথা; তিনি সেই পুত্রকে বলীকৃতই, অর্থাৎ

কিনা হত্যাই করে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করতে বাধ্য হলেন। যুক্তিসঙ্গত ভাবেই পল তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে এ কারণেই তাঁকে আমাদের আদর্শরূপে তুলে ধরেন: *বিশ্বাসে আব্রাহাম পরীক্ষিত হয়ে ইসায়াককে উৎসর্গ করেছিলেন;* এবং তেমন চিহ্নের মাহাত্ম্য ও বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত আরও স্পষ্টভাবে দেখাবার জন্য তিনি বলে চলেন, *এমনকি, যিনি সমস্ত প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নিজের সেই একমাত্র সন্তানকেই উৎসর্গ করেছিলেন।*

শ্লোক যাকোব ২:২৩

প্র আব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধর্মময়তা বলে পরিগণিত হল,
উ এবং তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল।
প্র তিনি ঈশ্বরের সম্মুখে ধর্মময় হলেন, তাঁর সমস্ত পথে চললেন,
উ এবং তাঁকে ঈশ্বরবন্ধু বলেও ডাকা হল।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ৬:১-১১

বিধর্মীদের আদালতে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা

ভ্রাতৃগণ, তোমাদের মধ্যে কি কারও সাহস আছে যে, আর একজনের বিরুদ্ধে কোন কথা থাকলে তার বিচার পবিত্রজনদের কাছে না নিয়ে গিয়ে বিধর্মীদেরই কাছে নিয়ে যায়? নাকি তোমরা একথা জান না যে, পবিত্রজনেরাই জগতের বিচার করবে? আর জগতের বিচার যখন তোমাদের দ্বারা হয়, তখন অতি সামান্য ব্যাপারের বিচার করবার যোগ্যতা কি তোমাদের নেই? তোমরা কি একথা জান না যে, আমরা স্বর্গদূতদের বিচার করব? তবে বলা বাহুল্য, এই পার্থিব জীবনের ব্যাপারেও আমাদের যোগ্যতা আছে। সুতরাং, তোমাদের বিচার যখন পার্থিব ব্যাপার-সংক্রান্ত, তখন মণ্ডলীর চোখে যাদের কোন অধিকার নেই, তাদেরই কি বিচারাসনে বসাতে যাও? তোমাদের লজ্জার জন্যই আমি এই কথা বলছি! এ কেমন? তোমাদের মধ্যে কি প্রজ্ঞাবান এমন একজনও নেই যে ভাইয়ে ভাইয়ে বিবাদ হলে তার নিষ্পত্তি করে দিতে পারে? অথচ ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা চালায়, তা আবার অবিশ্বাসীদেরই আদালতে! এমনকি, নিজেদের মধ্যে মামলা চালানোটাও তোমাদের পক্ষে পরাজয়! এর চেয়ে বরং অন্যায়টা সহ্য কর না কেন? এর চেয়ে বরং ক্ষতিগ্রস্ত হতে দাও না কেন? অথচ তোমরাই অন্যায় করছ, তোমরাই ক্ষতি করছ—আর তা নিজ ভাইদের প্রতিই করছ। নাকি তোমরা একথা জান না যে, দুর্জনেরা ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না? নিজেদের ভুলিয়ো না: যারা যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র, পৌত্তলিক, ব্যভিচারী, সব প্রকার সমকামী, চোর, কৃপণ, মদ্যপায়ী, পরনিন্দুক, প্রবঞ্চক, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী হবে না। আর তোমরা কেউ কেউ তেমন লোক ছিলে; কিন্তু প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় তোমরা ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

শ্লোক তীত ৩:৫,৬; ১ করি ৬:১১

প্র ঈশ্বর নবজন্মের জলপ্রক্ষালন ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করলেন।
উ এই পবিত্র আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে।
প্র তোমরা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় ধৌত হয়েছ, পবিত্রিত হয়েছ, তোমাদের ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে।
উ এই পবিত্র আত্মাকে তিনি আমাদের উপর প্রচুর পরিমাণে বর্ষণ করেছেন আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্টের মাধ্যমে।

খ্রীষ্টই সকলের বীজ

এমন কেউ আছে যারা জবাইখানার মেষ হতে আহূত; এদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যিনি মেষ হলেন যাতে আমাদের কাছে নিজেকে খাদ্যরূপে দিতে পারেন। তা কেমন ঘটেছে? শোন: *আমাদের পাস্কা সেই খ্রীষ্ট বলীকৃত হয়েছেন।* চিন্তা কর: যাঁকে আমরা প্রতিদিন সাক্রামেন্তের আকারে খাদ্যরূপে গ্রহণ করি, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের পূর্বাভাসরূপেই আমাদের পিতৃপুরুষেরাও মেষ হত্যা করে খাচ্ছিলেন বিধায় একই মেষের গুণে জবাইখানার মেষ হলেন।

পুণ্যজনেরা কিন্তু এ পবিত্র ভোজ যে শুধু ভয় করবে না এমন নয়, তারা বরং তেমন ভোজের আকাঙ্ক্ষাই করুক, কেননা স্বর্গরাজ্যে পৌঁছতে হলে অন্য উপায় নেই। স্বয়ং প্রভু বললেন, *আমার মাংস না খেলে ও আমার রক্ত পান না করলে তোমরা অনন্ত জীবন পাবেই না।* সুতরাং, প্রমাণিত হয়েছে যে, যারা তাঁকে গ্রহণ করে, তাদের জন্য আমাদের প্রভু হলেন খাদ্য, ভোজ, ও পুষ্টি। তিনি নিজে বলেন, *আমিই সেই জীবনময় রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে।*

আর তুমি যেন নিশ্চিত হতে পার যে এসব কিছু আমাদেরই জন্য সাধিত হয়েছে, ও তিনি এ উদ্দেশ্যেই আমাদের মধ্যে এসেছেন, সেজন্য পল বলেন, *আমরা সকলে সেই একরুটির অংশভাগী।*

অতএব এসো, আমরা যেন জবাইখানার মেষ হতে ভীত না হই। প্রভুও নিজের মাংস ও রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তিকর্ম সাধন করলেন, পিতরও মণ্ডলীর জন্য বহুকষ্ট ভোগ করলেন। প্রেরিতদূত পল ও অন্যান্য প্রেরিতদূতও যথেষ্ট কষ্ট বরণ করলেন: তাঁদের কশাঘাত করা হল, পাথর ছুড়ে মারা হল, কারাগারে নিক্ষেপ করা হল। দুঃখকষ্টে তেমন সহিষ্ণুতার উপর ও সঙ্কট ও বিপদে দেখানো তেমন সাহসের উপরেই ঈশ্বরের জনগণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও মণ্ডলী বৃদ্ধিলাভ করেছে; কারণ তেমন নিপীড়নের মাঝেও প্রেরিতদূতদের উদ্দীপনা হ্রাস পাচ্ছিল না দে'খে, এমনকি এ স্বল্পায়ুর জীবনের মধ্য দিয়ে তাঁরা অনন্ত জীবন লাভ করছিলেন দেখে অনেকে সাক্ষ্যমরণের দিকে আকর্ষিত হল।

পরবর্তী পদ একথার প্রমাণ: *তুমি আমাদের বিক্ষিপ্ত করেছ বিজাতিদের মাঝে।* প্রাচীনকালের সেই নবীদের মত প্রেরিতদূতেরাও বিজাতীয়দের মধ্যে প্রেরিত হলেন ও বিধর্মীদের মাঝে তাঁদের ছড়িয়ে দেওয়া হল, যেন তেমন বিক্ষেপণের ফলে অধিক প্রচুর ফসল সংগ্রহ করা হয়। যেমন আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট গমের দানার মত মাটিতে পড়লেন ও বহুফসল উৎপন্ন করার জন্য মরলেন, তেমনি ধন্য প্রেরিতদূতেরা বিধর্মীদের মাঝে উত্তম বীজ বয়ে আনবার জন্য বিক্ষিপ্ত হলেন, যেন তাদের মাঝেও তাঁদের দৃষ্টান্ত ফল উৎপন্ন করে। শাস্ত্রে আমরা দেখি, প্রভু একদিন বললেন, *আমি তোমাদের নিযুক্ত করেছি, যেন তোমরা গিয়ে ফলশালী হয়ে ওঠ ও তোমাদের ফল স্থায়ী হতে পারে।* সুতরাং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট বীজ হলেন, ঠিক যেমনটি আব্রাহামকে বলা হয়েছিল, *তোমার বীজের কাছে ...* —আর সেই বীজ ছিলেন খ্রীষ্ট। ফলে খ্রীষ্ট হলেন সকলের বীজ; তিনি পড়তে ও বিক্ষিপ্ত হতে চাইলেন যেন আমাদের দেহের দীনতা তাঁর আপন গৌরবময় দেহের সমরূপ করতে পারেন।

পরিত্রাণের বীজ রূপে তিনি সকল মানুষের জন্য প্রস্ফুটিত হলেন, ও ধন্য প্রেরিতদূতেরা তাঁরই সাদৃশ্যে রূপান্তরিত হয়ে বীজরূপে সর্বত্রই প্রেরিত ও বিক্ষিপ্ত হলেন যেন বিধর্মীরা মণ্ডলী-মাঠে সংগৃহীত হয়ে সারা বিশ্বে বিস্তৃত প্রাচুর্যময় ফসলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁরা বিক্ষিপ্ত হলেন যেন নতুন ফল উৎপন্ন করেন, ও সেই নতুন ফসল যেন মণ্ডলীর গোলাঘরে সংগৃহীত হতে পারে।

শ্লোক কল ১:২৪,২৯

℟ আমি যে দুঃখকষ্ট ভোগ করছি, তাতে আমি আনন্দিত,

℣ এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

℟ আমি পরিশ্রম করি, এবং তাঁর যে কর্মশক্তি আমার অন্তরে সপরাক্রমে সক্রিয়, সেই শক্তি দ্বারা আমার সংগ্রাম

করে চলি ;
℣ এবং যে দুঃখযন্ত্রণার অংশ খ্রীষ্টের এখনও অপূর্ণাঙ্গ রয়েছে, তা আমার নিজের মাংসে পূরণ করছি তাঁর দেহের জন্য, যে দেহ স্বয়ং মণ্ডলী।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - আদি ৪৯:১-২৯,৩৩

নিজ সন্তানদের উপরে যাকোবের আশীর্বাদ

যাকোব তাঁর ছেলেদের কাছে ডেকে বললেন, 'একত্র হও, যেন ভাবীকালে তোমাদের প্রতি যা ঘটবে, তা তোমাদের বলতে পারি।

যাকোবের সন্তানেরা, একত্র হও, শোন ;
তোমাদের পিতা ইস্রায়েলের কথা শোন।

রূবেন, তুমি আমার প্রথমজাত ;
তুমি আমার প্রাণশক্তি, এবং আমার পুরুষত্বের প্রথমফল ;
তুমি মহিমায় প্রধান, শক্তিতে প্রধান।
তুমি ফুটন্ত জলরাশির মত ; তোমার প্রাধান্য থাকবে না ;
কেননা তুমি তোমার পিতার বাসর দখল করেছিলে,
আমার মিলন-শয্যায় উঠে তা কলুষিত করেছিলে।

সিমেয়োন ও লেবি দুই সহোদর ;
তাদের খড়্গ দৌরাত্ম্যের অস্ত্র ;
তাদের মন্ত্রণাসভায় যেন না ঢোকে আমার প্রাণ !
তাদের আসরে যেন যোগ না দেয় আমার হৃদয় !
কেননা তাদের ক্রোধে তারা নরহত্যা করল,
নিজেদের ইচ্ছার বশেই বৃষের শিরা ছিন্ন করল।
তাদের ক্রোধ অভিশপ্ত হোক, কেননা তা প্রচণ্ড ;
তাদের কোপ অভিশপ্ত হোক, কেননা তা নিষ্ঠুর।
আমি তাদের যাকোবে বিভক্ত করব,
ইস্রায়েলে তাদের বিক্ষিপ্ত করব।

যুদা, তোমার ভাইয়েরা তোমারই স্তব করবে ;
তোমার হাত তোমার শত্রুদের ঘাড় চেপে ধরবে ;
তোমার পিতার সন্তানেরা তোমার সামনে প্রণিপাত করবে।
যুদা একটা যুবসিংহ ;
বৎস, নিহত শিকার ফেলে রেখে তুমি উঠে এলে।
সে পা গুটিয়ে বসে আছে একটা সিংহের মত,
একটা সিংহীরই মত—তাকে ওঠাবে, এমন সাহস কার ?
যুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না,
তার দু' পায়ের মাঝখান থেকে বিচারদণ্ড যাবে না,
যতদিন না তিনি আসেন রাজদণ্ড যাঁর অধিকার,
জাতিসকল যাঁর আনুগত্য স্বীকার করবে।
সে আঙুরলতায় বাঁধে নিজের গাধা,
সেরা আঙুরলতায় নিজের গাধার বাচ্চা ;

সে আঙুররসে ধুয়ে নেয় নিজের পোশাক,
আঙুরের রক্তে নিজের কাপড়।
তার চোখ আঙুররসে রক্তবর্ণ,
তার দাঁত দুধে শ্বেতবর্ণ।

জাবুলোন সমুদ্রতীরে বাস করবে,
হবে যত জাহাজের আশ্রয়স্থল,
সিদোনমুখীই তার পাশ।

ইসাখার একটা বলবান গাধা
যা মেষপালের মধ্যে শায়িত;
সে যখন দেখল, বিশ্রামস্থান কেমন উত্তম,
যখন দেখল, দেশটি কেমন মনোরম,
তখন ভার বইতে কাঁধ পেতে দিল
ও মেহনতি কাজের দাস হল।

দান নিজের প্রজাদের বিচার করবে
ইস্রায়েলের অন্য সকল গোষ্ঠীর মত।
দান পথের একটা সাপ হোক,
হোক রাস্তার এমন চন্দ্রবোড়া,
যা অশ্বের পায়ে কামড় দেয়,
ফলে অশ্বারোহী পিছনে পড়ে যায়।
প্রভু, আমি তোমার পরিত্রাণের প্রত্যাশায় আছি!

গাদকে সৈন্যদল আক্রমণ করবে,
কিন্তু সে পিছন থেকে তাদের উপর আঘাত হানবে।

আসের থেকে উত্তম খাদ্য উৎপন্ন হবে;
সে রাজারই উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করবে।

নেফ্তালি একটা দ্রুত হরিণী,
যা মনোরম শাবক প্রসব করে।

যোসেফ একটি উর্বর তরু-পল্লব,
সে উৎসের ধারে উর্বর তরু-পল্লব,
যার শাখাগুলো প্রাচীরের উপরে ছড়িয়ে পড়ে।
তীরন্দাজেরা তাকে কঠোর ক্লেশ দিল,
তীরের আঘাতে তাকে উৎপীড়ন করল;
কিন্তু তার ধনুক অক্ষুণ্ন থাকল,
তার বাহু বলবান রইল
যাকোবের সেই শক্তিমানের বাহু দ্বারা,
সেই পালকের নামে, যিনি ইস্রায়েলের শৈল,
তোমার পিতার সেই ঈশ্বর দ্বারা, যিনি তোমার সহায়,
সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দ্বারা, যিনি তোমাকে আশীর্বাদ করেন:
ঊর্ধ্ব থেকে স্বর্গীয় আশীর্বাদ,
অধোলোকে গহ্বরের আশীর্বাদ,

বুক ও গর্ভের আশীর্বাদ।
প্রাচীন পর্বতমালার আশীর্বাদের চেয়ে,
চিরন্তন গিরিমালার আকর্ষণের চেয়ে
তোমার পিতার আশীর্বাদই প্রাচুর্যময়।
তেমন আশীর্বাদ নেমে আসুক যোসেফের মাথায়,
তারই শিরে, ভাইদের মধ্যে যে নিবেদিতজন!

বেঞ্জামিন একটা নেকড়ের মত যা দীর্ণ-বিদীর্ণ করে;
প্রভাতে, সে নিজের শিকার গ্রাস করে,
সন্ধ্যায়, লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে নেয়।'

এঁরা সকলে ইস্রায়েলের গোষ্ঠী, সংখ্যায় বারো; এঁদের পিতা আশীর্বাদ করার সময়ে একথা বললেন; এঁদের প্রত্যেকজনের উপরে বিশেষ বিশেষ আশীর্বাদ উচ্চারণ করলেন।

পরে যাকোব তাঁদের এই আজ্ঞা দিলেন, 'আমি আমার জাতির সঙ্গে মিলিত হতে চলেছি। হিত্তীয় এফ্রোনের সেই একখণ্ড জমিতে যে গুহা রয়েছে, সেই গুহাতে আমার পিতৃপুরুষদের সঙ্গে আমাকে সমাধি দাও।'

ছেলেদের কাছে এই আজ্ঞা দেওয়া শেষ করার পর যাকোব বিছানায় পা দু'টো তুলে নিলেন, এবং প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন।

শ্লোক প্রত্যা ৫:৫; আদি ৪৯:১০

প্র দেখ, যুদা গোষ্ঠীর সিংহ যিনি, দাউদ বংশের মূল শিকড় যিনি, তিনি বিজয়ী হয়েছেন;
উ তিনিই পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন।
প্র যুদা থেকে রাজদণ্ড যাবে না, যতদিন না তিনি আসেন রাজদণ্ড যাঁর অধিকার;
উ তিনিই পুঁথিটিকে ও তার সাতটা সীলমোহর খুলবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রোমীয়দের কাছে পত্রে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ১০:৪**

খ্রীষ্টের পক্ষে ক্রুশ ও সমাধি যা ছিল,
আমাদের পক্ষে দীক্ষাস্নানই তো তাই

আমরা তো পাপের কাছে মরেছি, তবে কেমন করে আবার পাপে জীবন যাপন করব? পাপের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ কী? এর অর্থ এ কি, আমরা এমনি পাপ করার নিষেধাজ্ঞা পেয়েছি? অথবা, বিশ্বাস করে আলোকিত হবার পর আমরা কি সত্যিই পাপের কাছে মরেছি? হ্যাঁ, বাক্যটির পরবর্তী অংশের আলোতে এই তো শ্রেয়তর ব্যাখ্যা। পাপের কাছে মৃত হওয়ার অর্থ হল এ, আমরা যেন আর কখনও পাপের অধীন না হই। আমাদের জন্য দীক্ষাস্নান ঠিক তাই করল: পাপের কাছে আমাদের মৃত্যু ঘটিয়েছে—একবার চিরকালের মত।

তবু এ অবস্থায় থাকবার জন্য আমাদের এখনও যথাসাধ্য পরিশ্রম করতে হবে। পাপ যাই কিছু আদেশ করুক না কেন, আমাদের কখনও আত্মসমর্পণ করতে নেই, বরং একটা মৃত দেহের মত অবিচল থাকতে হবে। তাঁর নিজের কথা তত স্পষ্ট না হওয়ায় পল নিজেই, একটু ভর্ৎসনামূলক ভাবে, দীর্ঘতর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, *তোমরা কি জান না যে, আমরা যারা খ্রীষ্টযীশুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হয়েছি, সকলেই তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশেই দীক্ষাস্নাত হয়েছি? মৃত্যুর উদ্দেশে সাধিত দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে সমাহিত হয়েছি।*

তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশে দীক্ষাস্নাত হওয়ার অর্থ কী? অর্থ হল এ যে, তাঁর মত আমাদেরও মৃত্যুবরণ করা প্রয়োজন, কেননা ক্রুশ হল একপ্রকার দীক্ষাস্নান। খ্রীষ্টের পক্ষে ক্রুশ ও সমাধি যা ছিল, আমাদের পক্ষে দীক্ষাস্নানই তো তাই—অবশ্য অন্য রকম ভাবে: খ্রীষ্ট দেহগতভাবেই মৃত্যু বরণ করলেন ও সমাহিত হলেন, আমরা কিন্তু পাপেরই কাছে মৃত্যু বরণ করেছি ও সমাহিত হয়েছি। এজন্যই পল একথা বলেন না যে, আমরা তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছি, বরং বলেন, *তাঁর মৃত্যুর সাদৃশ্যে।* কেননা দু'টোই মৃত্যু বটে, কিন্তু যা মরে

গেছে তা এক নয়। খ্রীষ্টের বেলায় দেহটি, আমাদের বেলায় পাপই মরল। তাঁর মৃত্যু যেমন বাস্তব ছিল, আমাদের মৃত্যুও তেমনি বাস্তব হল, তবুও আমাদের পক্ষে করার মত বাকি আরও কিছু আছে। বস্তুত পল বলে চলেন, *মৃতদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টকে যেমন পিতার গৌরব দ্বারা পুনরুত্থিত করা হয়েছে, তেমনি আমরাও যেন জীবনের নবীনতায় চলতে পারি।* 'জীবনের নবীনতা' একথা উল্লেখ করে পল পুনরুত্থানেরই কথা ইঙ্গিত করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি বিশ্বাস কর খ্রীষ্ট মরলেন ও পুনরুত্থান করলেন? তবে তোমার বিষয়ে যা লেখা আছে তাও বিশ্বাস কর। যেহেতু ক্রুশ ও সমাধি দু'টো তোমারও, সেজন্য তোমার নিয়তি তাঁরই নিয়তির মত। তুমি যখন তাঁর মৃত্যু ও সমাধির অংশী হয়েছ, তখন আরও নিশ্চিত ভাবেই তুমি তাঁর পুনরুত্থান ও জীবনেরও অংশী হবে। এখন তো মহাশত্রু সেই পাপ ধ্বংস হয়েছে, তাই ছোট শত্রু সেই মৃত্যুর ধ্বংস সম্বন্ধেও সন্দেহটুকুও থাকতে পারে না।

তবু পল একথা আপাতত শ্রোতাদের বিবেকের কাছে চিন্তার বিষয়ের মত ফেলে রাখেন; তিনি বরং আমাদের মনের সামনে ভাবী পুনরুত্থানের কথা তুলে ধরার পর আমাদের কাছে আর একটা পুনরুত্থান তথা বর্তমান জীবনের এমন নতুন দিগ্‌নির্দেশ দাবি করেন যা আচরণ-পরিবর্তনেরই ফল হওয়া চাই। কারণ যখন অশুচি শুচি হয়, কৃপণ দানশীল হয়, হিংস্র কোমল হয়, তখন এমন পুনরুত্থান ঘটে যা ভাবী পুনরুত্থানের পণ। এখন, কোন্ পুনরুত্থানের কথা বলা হয়? পাপের মৃত্যুতে ধর্মময়তাই পুনরুত্থান করে; আগেকার জীবনের বিনাশে এ নতুন স্বর্গীয় জীবনই পুনরুত্থান করে।

শ্লোক রো ৬:১১-১২; কল ২:১২

প্র নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন হও যে, তোমরা পাপের কাছে মৃত, কিন্তু খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত।
উ সুতরাং পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে।
প্র দীক্ষাস্নানে তোমরা তাঁর সঙ্গে সমাহিত হয়েছ।
উ সুতরাং পাপ তোমাদের মরদেহে যেন রাজত্ব না করে—করলে তোমরা তার সমস্ত অভিলাষের বশীভূত হয়ে পড়বে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ৬:১২-২০

'আমার পক্ষে সবই বিধেয়!'

'আমার পক্ষে সবই বিধেয়!' তা হতেও পারে, কিন্তু সবই যে মঙ্গলজনক, তা নয়। হ্যাঁ, আমার পক্ষে সবই বিধেয়, কিন্তু আমি কোন কিছুর অধীনে থাকতে সম্মত নই। খাদ্য পেটের উদ্দেশ্যে, আবার পেট খাদ্যের উদ্দেশ্যে, কিন্তু ঈশ্বর দুইয়েরই বিলোপ ঘটাবেন। দেহ যৌন অনাচারের উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্যে, এবং প্রভু দেহের উদ্দেশ্যে। আর ঈশ্বর প্রভুকে পুনরুত্থিত করেছেন, নিজ পরাক্রম দ্বারা আমাদেরও পুনরুত্থিত করবেন। তোমরা কি একথা জান না যে, তোমাদের দেহ খ্রীষ্টের অঙ্গ? তাহলে আমি কি খ্রীষ্টের অঙ্গ নিয়ে গিয়ে তা বেশ্যার অঙ্গ করে তুলব? দূরের কথা! নাকি তোমরা জান না যে, বেশ্যার সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে তার সঙ্গে একদেহ হয়ে যায়? বাস্তবিকই লেখা আছে: *সেই দু'জন একদেহ হবে।* কিন্তু প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়। যৌন অনাচার এড়িয়ে চল: মানুষ আর যে কোন পাপ করে না কেন, তা তার দেহের বাইরে ঘটে; কিন্তু যৌন-ক্ষেত্রে দুশ্চরিত্র যে মানুষ, সে তার নিজের দেহের বিরুদ্ধেই পাপ করে। নাকি তোমরা জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান ও যাঁকে তোমরা ঈশ্বর থেকেই

পেয়েছ? আর তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

শ্লোক ১ করি ৬:১৯,২০,১৭

প্র তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেহ হল পবিত্র আত্মারই মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বিদ্যমান, আর তোমরা নিজেদের নও?

উ মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

প্র প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়। যৌন অনাচার এড়িয়ে চল;

উ মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমাদের দেহে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত কর!

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' ৩য় পুস্তক

খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রথমফল

ঐশবাণী মানুষ হলেন ও ঈশ্বরপুত্র মানবপুত্র হলেন যেন মানুষ ঐশবাণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ও দত্তকপুত্রত্ব লাভ করে ঈশ্বরপুত্র হয়ে উঠতে পারে।

অক্ষয়শীলতা ও অমরত্বের সঙ্গে মিলিত হওয়া ছাড়া আমরা তো অন্য কোন উপায়েই অক্ষয়শীলতা ও অমরত্ব লাভ করতে পারতাম না। আমরা কিন্তু কি করেই বা অক্ষয়শীলতা ও অমরত্বের সঙ্গে মিলিত হতে পারতাম, যদি-না আমরা যা আছি সেই অক্ষয়শীল ও অমর [ঈশ্বর] আগে তাই না হতেন, যেন যা ক্ষয়শীল তা অক্ষয়শীলতা দ্বারা ও যা মরণশীল তা অমরত্ব দ্বারা আত্মভূত করা না হত, যার ফলে আমরা দত্তকপুত্রত্ব লাভ করতে পারতাম? যিনি ঈশ্বরপুত্র ও আমাদের প্রভু, তিনি তো পিতার বাণী ও মানবপুত্র, কারণ সেই যে মারীয়া নিজে মানবজন্মের ফল হওয়ায় মানুষ ছিলেন, তাঁরই গর্ভে মানবজন্ম নিয়ে তিনি মানবপুত্র হলেন। এজন্য স্বয়ং প্রভু পৃথিবীর বুকে ও স্বর্গের ঊর্ধ্বে আমাদের এমন চিহ্ন দিলেন যা মানুষ নিজে থেকে চায়নি, কেননা মানুষ প্রত্যাশা করতে পারছিল না যে, একটি কুমারী কুমারী হয়ে থেকেও গর্ভবতী হতে ও সন্তান প্রসব করতে পারবে; এও প্রত্যাশা করতে পারছিল না যে, সেই নবজাতই আমাদের-সঙ্গে-ঈশ্বর হবেন ও তাঁর আপন হাতের রচনা সেই মেষ যা হারিয়ে গেছিল তা খোঁজ করতে পৃথিবীর বুকে নেমে আসবেন ও খুঁজে পাওয়া মানুষকে পিতার কাছে নিবেদন ক'রে ও তার জন্য সুপারিশ ক'রে স্বর্গে আরোহণ করায় নিজেকেই মানব-পুনরুত্থানের প্রথমফল করবেন, যার ফলে যেমন মাথা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন, তেমনি দেহের বাকি অঙ্গগুলো-স্বরূপ যে সকল মানুষ অবাধ্যতা জনিত দণ্ডকাল পূর্ণ ক'রে জীবনের অধিকারী বলে প্রতিপন্ন হবে, সেই সকল মানুষও যেন পুনরুত্থান করে। কেননা দেহ সুসংবদ্ধতা ও পরস্পর-সংযোগের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ থাকে, ঈশ্বরের পুষ্টি লাভে বৃদ্ধিশীল হয়ে ওঠে, ও এক একটা অঙ্গ দেহের অভ্যন্তরে নিজ নিজ উপযুক্ত ভূমিকা প্রাপ্ত হয়। দেহের বহু অঙ্গ রয়েছে বিধায় পিতার কাছে থাকার ঘর বহু।

অতএব ঈশ্বর সত্যিই উদারমনা হলেন—হ্যাঁ, মানুষ পতিত হলে তিনি সেই বিজয় পূর্বনিরূপণ করলেন, যে বিজয় বাণী দ্বারা দান করার কথা। কেননা শক্তি দুর্বলতায়ই সিদ্ধিলাভ করায় ঐশবাণী ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা ও অপরূপ শক্তি প্রকাশ করছিলেন।

শ্লোক ১ করি ১৫:২০,২২,২১

প্র খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছেন—নিদ্রাগতদের প্রথমফসল রূপে।

উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে।

প্র যেহেতু মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু, সেহেতু মানুষের মধ্য দিয়েও মৃতদের পুনরুত্থান।

উ আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রীষ্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ থে ১:১–২:১২

পল ও থেসালোনিকীয়েরা

আমরা, পল, সিল্ভানুস ও তিমথি, আমরা পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টে আশ্রিত থেসালোনিকীয় মণ্ডলীর সমীপে: অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক।

আমাদের প্রার্থনায় তোমাদের কথা স্মরণ করে আমরা তোমাদের সকলের জন্য সর্বদাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই; আমরা তোমাদের সক্রিয় বিশ্বাস, তোমাদের পরিশ্রমী ভালবাসা ও আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টে তোমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রত্যাশার কথা আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে অবিরত স্মরণ করে থাকি; কেননা, ভাই, তোমরা যারা ঈশ্বরের ভালবাসার পাত্র, সেই তোমাদের সম্বন্ধে আমরা জানি, তোমরা তাঁর মনোনীতজন, কারণ আমাদের সুসমাচার কথার মধ্য দিয়ে শুধু নয়, কিন্তু পরাক্রমে ও পবিত্র আত্মায় ও গভীরতম প্রত্যয়েও তোমাদের কাছে ব্যাপ্ত হয়েছিল; এবং তোমরা তো ভালই জান, তোমাদের খাতিরে আমরা তোমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলাম। আর তোমরা বহু ক্লেশের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও পবিত্র আত্মার আনন্দে বাণী সাদরে গ্রহণ করে আমাদের ও প্রভুর অনুকারী হয়েছ; এতে তোমরা মাকিদনিয়া ও আখাইয়ার সমস্ত বিশ্বাসীদের কাছে একটা আদর্শ হয়ে উঠেছ; কেননা তোমাদের মধ্য দিয়ে প্রভুর বাণী ধ্বনিত হয়েছে, আর শুধুমাত্র মাকিদনিয়াতে ও আখাইয়ায় নয়, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের কথা সর্বস্থানেই ছড়িয়ে পড়েছে; তাই সেকথা উল্লেখ করা আমাদের আর প্রয়োজন নেই; তারা নিজেরাই তো আমাদের বিষয়ে এই কথা বলে যে, আমরা কেমন করে এসে উপস্থিত হয়েছিলাম, আর কেমন করে তোমরা দেবমূর্তিগুলো ত্যাগ করে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিলে, যেন সেই জীবনময় প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা করতে পার এবং যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতীক্ষায় থাক—সেই খ্রীষ্টেরই প্রতীক্ষায় থাক, যিনি আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।

কেননা, ভাই, তোমরা নিজেরাই ভাল জান, তোমাদের মধ্যে আমাদের সেই যাওয়াটা ব্যর্থ হয়নি; বরং ফিলিপ্পিতে আগে যথেষ্ট দুর্ব্যবহার ও অপমান ভোগ করার পর—কথাটা তোমরা জান—আমরা আমাদের ঈশ্বরেই সাহস পেয়ে বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। আমাদের আবেদন ভ্রান্তি বা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত নয়, ছলনায় আশ্রিতও নয়। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই আমাদের যোগ্য বলে বিচার-বিবেচনা করে যেমন আমাদের উপর সুসমাচার প্রচারের ভার দিয়েছেন, তেমনি আমরা প্রচার করি; মানুষকে নয়, যিনি আমাদের হৃদয় যাচাই করেন, সেই ঈশ্বরকেই বরং সন্তুষ্ট করার জন্য আমরা প্রচার করি। তোমরা তো জান, আমরা তোষামোদের কোন কথা কখনও উচ্চারণ করিনি, স্বার্থপর লোভের চিন্তায়ও কখনও লিপ্ত হইনি—স্বয়ং ঈশ্বর একথার সাক্ষী। মানুষের কাছ থেকে মর্যাদা পাবার চেষ্টাও করিনি, তোমাদের কাছ থেকেও নয়, অন্যদের কাছ থেকেও নয়, যদিও খ্রীষ্টের প্রেরিতদূত হিসাবে আমাদের অধিকারের ভার প্রয়োগ করতে পারতাম। বরং মা যেমন নিজ শিশুদের লালন-পালন করে, তোমাদের মধ্যে আমরা তেমনি স্নেহ-মমতা দেখিয়েছিলাম; তোমাদের প্রতি তেমন স্নেহ এত গভীর ছিল যে, আমরা ঈশ্বরের সুসমাচার শুধু নয়, নিজ প্রাণও তোমাদের কাছে অর্পণ করতে ইচ্ছুক ছিলাম, কারণ তোমরা আমাদের কাছে খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিলে!

ভাই, তোমাদের অবশ্যই মনে আছে আমাদের পরিশ্রম ও কষ্টের ভার: তোমাদের কারও বোঝা যেন না হই, আমরা দিনরাত কাজ করতে করতে তোমাদের কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করেছিলাম। তোমরা নিজেরা ও স্বয়ং ঈশ্বরও এবিষয়ে সাক্ষী যে, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার কেমন পুণ্যময়, ধর্মসম্মত ও অনিন্দনীয় ছিল। তোমরা তো জান, পিতা যেমন নিজের সন্তানদের প্রতি করেন, তেমনি আমরা তোমাদের প্রত্যেককে চেতনা দিয়েছি, উৎসাহ দিয়েছি, সনির্বন্ধ আবেদনও জানিয়েছি, যেন তোমরা ঈশ্বরেরই যোগ্য জীবন আচরণ কর, যিনি নিজের রাজ্যে ও গৌরবে তোমাদের আহ্বান করছেন।

শ্লোক ১ থে ১:৯,১০; ৩:১২,১৩

প্র তোমরা ঈশ্বরের দিকে ঈশ্বরের দিকে ফিরেছিলে, যেন সেই জীবনময় প্রকৃত ঈশ্বরের সেবা করতে পার এবং

যাঁকে তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, স্বর্গ থেকে তাঁর পুত্রের প্রতীক্ষায় থাক:
℟ তিনিই আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।
℣ প্রভুর অনুগ্রহে, তোমাদের পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে ওঠে, উথলে ওঠে। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যখন আসবেন, তখন তিনি যেন তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন:
℟ তিনিই আসন্ন ক্রোধ থেকে আমাদের নিস্তারকর্তা।

দ্বিতীয় পাঠ - ফিলিপ্পীয়দের কাছে পত্রে সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা

প্রভুতে নিত্য আনন্দেই থাক

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের আত্মার পরিত্রাণের জন্য ঐশকৃপা চিরকালীন আনন্দের দিকে আমাদের আহ্বান করছে। সংসারের আনন্দ চিরকালীন দুঃখের দিকে ধাবিত, কিন্তু যে আনন্দ প্রভুর ইচ্ছায় স্থাপিত, যারা তেমন আনন্দে স্থিতমূল থাকে সেই আনন্দ চিরস্থায়ী ও শাশ্বত আনন্দের দিকেই তাদের চালিত করে। এজন্য প্রেরিতদূত বলেন, *আমি আবার বলছি, আনন্দেই থাক।*

তিনি আমাদের অনুরোধ করেন যেন আমাদের আনন্দ প্রভুতে ও তাঁর আজ্ঞাগুলি পালনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, কারণ এসংসারে আমরা আমাদের প্রভু ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলি পালন করতে যত বেশি সংগ্রাম করব, ভাবী জীবনে তত বেশি ধন্য হয়ে উঠব ও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তত বেশি গৌরব লাভ করব।

তোমাদের অমায়িকতা সকল মানুষের কাছে জ্ঞাত হোক; অর্থাৎ তোমাদের জীবনাচরণ ঈশ্বরের চোখে শুধু নয়, মানুষের চোখেও ব্যক্ত হোক; এমন জীবনাচরণ, যা পৃথিবীর সকল অধিবাসীর জন্য অমায়িকতা ও আত্মসংযমের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়ায় ও ঈশ্বর ও মানুষের দৃষ্টিতে তোমাদের উত্তম স্মৃতিচারণও হয়ে দাঁড়ায়।

প্রভু তো কাছেই এসে গেছেন; কোন বিষয়ে চিন্তিত হয়ো না। যারা সত্যের আশ্রয়ে, খাঁটি বিশ্বাসে, স্থিতমূল আশায় ও সিদ্ধ ভালবাসায় প্রভুকে ডাকে, তিনি তাদের নিত্যই কাছে আছেন: তোমরা যাচনা করার আগেও তিনি জানেন তোমাদের কী কী প্রয়োজন; যারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁর সেবা করে, সমস্ত প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করতে তিনি নিত্যই প্রস্তুত। ফলে, আমরা যখন জানি আমাদের রক্ষাকর্তা প্রভু কাছে রয়েছেন, তখন আমাদের যত অমঙ্গলের জন্য তত চিন্তিত হতে নেই: লেখা আছে, *যারা ভগ্নহৃদয়, প্রভু তাদের কাছে কাছে থাকেন, যাদের আত্মা বিচূর্ণ, তিনি তাদের পরিত্রাণ করেন। ধার্মিকের অনেক দুর্দশা আছে, কিন্তু সেই সবকিছু থেকে প্রভু তাকে উদ্ধার করেন।* তিনি যা আদেশ করেছেন, তা পালন ও রক্ষা করার জন্য আমরা যদি সচেষ্ট থাকি, তাহলে তাঁর প্রতিশ্রুত প্রতিদান আমাদের দিতে তিনি দেরি করবেন না।

সমস্ত বিষয়ে প্রার্থনা ও মিনতি দ্বারা ধন্যবাদ-স্তুতি করে তোমাদের সকল যাচনা ঈশ্বরের কাছে জানাও, যেন সম্মুখীন যত কষ্ট—ঈশ্বর না করুন—অন্তরে গজ গজ করে বা দুঃখ করে নয়, বরং *সবসময় সবকিছুর জন্য পিতা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে* ধৈর্য ও আনন্দের সঙ্গেই তা বহন করতে পারি।

শ্লোক সাম ৪০:৩-৪,২

℣ আমার পা তিনি শৈলের উপর স্থাপন করলেন, সুদৃঢ় করলেন আমার পদক্ষেপ।
℟ আমার মুখে তিনি দিলেন একটি নতুন গান।
℣ তিনি আমার চিৎকার শুনলেন; ধ্বংসের গর্ত থেকে আমায় টেনে তুললেন।
℟ আমার মুখে তিনি দিলেন একটি নতুন গান।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ৭:১-২৪

বিবাহ বিষয়ক বাণী

তোমরা আমার কাছে যে সমস্ত কথা লিখেছ, সেই প্রসঙ্গে: হ্যাঁ, নারীকে স্পর্শ না করা মানুষের পক্ষে ভাল; কিন্তু যৌন দুর্নীতির আশঙ্কায় প্রত্যেক পুরুষের নিজ নিজ স্ত্রী থাকুক, প্রত্যেক নারীরও নিজ নিজ স্বামী থাকুক। স্বামী নিজের স্ত্রীর দাবি মেনে নিক; তেমনি স্ত্রীও স্বামীর দাবি মেনে নিক। স্ত্রীর দেহ স্ত্রীর অধিকারে নয়, তার স্বামীরই; তেমনি স্বামীর দেহ স্বামীর অধিকারে নয়, তার স্ত্রীরই। তোমরা পারস্পরিক মিলন পরিহার করো না; কেবল প্রার্থনায় সময় দেবার জন্য দু'জনেই একমত হয়ে কিছু কালের মত পৃথক থাকতে পার; পরে আবার মিলিত হও, পাছে শয়তান তোমাদের দুর্বল আত্মসংযমের সুযোগ নিয়ে তোমাদের পরীক্ষার সম্মুখীন করে। তবু আমি আজ্ঞা হিসাবে নয়, অনুমতি হিসাবেই একথা বলছি। আসলে আমার ইচ্ছা এ, আমি যেভাবে আছি, সকলে যেন সেইভাবে থাকে; কিন্তু প্রত্যেকে ঈশ্বরের কাছ থেকে নিজ নিজ অনুগ্রহদান পেয়েছে, একজন এক প্রকার, অন্যজন অন্য প্রকার।

অবিবাহিত মানুষের ও বিধবার কাছে আমার কথা এ: আমি যেভাবে আছি, তাদের পক্ষে সেইভাবে থাকা ভাল; কিন্তু তারা যদি নিজেদের সংযত রাখতে না পারে, তাহলে যেন বিবাহ করে; কারণ আগুনে পুড়ে মরার চেয়ে বরং বিবাহ করাই ভাল। আর যারা বিবাহিত, তাদের কাছে এই আজ্ঞা দিচ্ছি—আমিই যে দিচ্ছি তা নয়, প্রভুই দিচ্ছেন!—স্ত্রী স্বামী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন না হয়; বিচ্ছেদ ঘটলে সে আবার বিবাহ না করেই যেন থাকে, কিংবা স্বামীর সঙ্গে যেন পুনর্মিলিতা হয়; স্বামীও কিন্তু যেন স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করে।

অন্য সকলকে আমি বলছি—প্রভু নয়!—যদি কোন ভাইয়ের স্ত্রী থাকে যে বিশ্বাসী নয়, আর সেই নারী তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি, তবে সে যেন তাকে পরিত্যাগ না করে। তেমনি যে স্ত্রীর স্বামী বিশ্বাসী নয়, আর সেই লোক তার সঙ্গে ঘর করতে রাজি, তবে সে যেন স্বামীকে পরিত্যাগ না করে। কারণ অবিশ্বাসী স্বামী সেই স্ত্রীর মধ্য দিয়ে পবিত্রিত হয়ে ওঠে, এবং অবিশ্বাসী স্ত্রী সেই ভাইয়ের মধ্য দিয়ে পবিত্রিতা হয়ে ওঠে; অন্যথা, তোমাদের সন্তানেরা অশুচি হত! কিন্তু তারা আসলে পবিত্র। তবু অবিশ্বাসী যদি চলে যেতে চায়, চলে যাক; তেমন অবস্থায় সেই ভাই বা সেই বোন দাসত্বে আর আবদ্ধ নয়: ঈশ্বর শান্তি ভোগ করতেই তোমাদের আহ্বান করেছেন। আসলে তুমি, হে স্ত্রী, তুমি কী করে জান যে, তুমি তোমার স্বামীকে ত্রাণ করবে না? কিংবা, হে স্বামী, তুমি কী করে জান যে, তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্রাণ করবে না? যাই হোক, প্রভু যাকে যেমন অবস্থায় রেখেছেন, সে সেই অনুসারে চলুক—ঈশ্বর তাকে যেমন আহ্বান করেছেন, সেইমত। আসলে এই নিয়মটা আমি সকল মণ্ডলীতেই স্থির করে থাকি। কেউ কি পরিচ্ছেদিত অবস্থায় আহূত হয়েছে? সে তার পরিচ্ছেদনের চিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা না করুক। কেউ কি অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় আহূত হয়েছে? সে পরিচ্ছেদিত না হোক। পরিচ্ছেদন কিছু নয়, অপরিচ্ছেদনও কিছু নয়, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করাই সব! আহ্বানের সময়ে যে যেমন অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থায়ই থাকুক। আহ্বানের সময়ে তুমি কি ক্রীতদাস ছিলে? চিন্তা করো না; কিন্তু যদিও স্বাধীন হতে পার, তবু বরং তোমার দাসত্বকেই সার্থক কর। কারণ প্রভুতে আহূত যে ক্রীতদাস, সে আসলে প্রভু দ্বারা স্বাধীনকৃত মানুষ; তেমনি আহূত যে স্বাধীন মানুষ, সে খ্রীষ্টের ক্রীতদাস। মহামূল্য দিয়েই তোমাদের কেনা হয়েছে, মানুষদের ক্রীতদাস হয়ো না! ভাই, প্রত্যেকে যে যে অবস্থায় আহূত হয়েছিল, সে যেন সেই সেই অবস্থায়ই ঈশ্বরের সামনে থাকে।

শ্লোক মথি ১৯:৪,৫,৬; আদি ১:২৭

প্র মানুষ পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হবে এবং সেই দু'জন একদেহ হবে।
উ ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।
প্র স্রষ্টা আদিতে পুরুষ ও নারী করে তাদের সৃষ্টি করলেন; সুতরাং তারা আর দু'জন নয়, কিন্তু একদেহ।
উ ঈশ্বর যা সংযুক্ত করেছেন, মানুষ তা যেন বিযুক্ত না করে।

মণ্ডলীকে মাতারূপেই ভালবাসা উচিত

তোমরা যখন শোন, *গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?* তখন মনে করো না, একথা এমন মণ্ডলীকে নির্দেশ করছে যা গুপ্ত, বরং সেই মণ্ডলীকে নির্দেশ করছে যা এমন একজন দ্বারা পাওয়া গেল যাতে আর কারও কাছে গুপ্ত না থাকে। এবং তার বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, তার প্রশংসা করা হচ্ছে ও তার গুণকীর্তন করা হচ্ছে যেন সেই মণ্ডলী মাতারূপেই আমাদের সকলের ভালবাসার পাত্র হতে পারে, কারণ মণ্ডলী কেবল সেই একজনেরই কনে। *গুণবতী নারী—তাকে কে পেতে পারে?* আর কেইবা তেমন গুণবতী নারীকে দেখতে না পায়? মণ্ডলীকেই তো ইতিমধ্যে পাওয়া গেল: সে এত উচ্চ স্থানে উন্নীতা যেন সকলেরই দৃষ্টিগোচর হতে পারে আর সকলে যেন তাকে গৌরবান্বিতা, অলঙ্কৃতা, উজ্জ্বল ও সারা বিশ্বে বিস্তৃতা বলে দেখতে পায়। *মণিমুক্তার চেয়েও তার মূল্য অনেক বেশি।* তোমরা যদি রত্নার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও রত্নার নিজের মূল্য ভাব, তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে যখন মণ্ডলীকে তেমন রত্নাগুলোর চেয়েও মূল্যবান বলা হয়? আসলে তার সঙ্গে কোন তুলনা করা যায় না।

তার মধ্যে মূল্যবান বহু রত্না রয়েছে, আর এ রত্নাগুলো এত মূল্যবান যে, সেগুলোকে জীবন্তও বলা হয়; সুতরাং মূল্যবান বহু পাথর তাকে অলঙ্কৃতা করে, তবু মণ্ডলী নিজেই সেগুলোর চেয়ে অধিক মূল্যবান। আমি তোমাদের কাছে এ মূল্যবান পাথরগুলির প্রশংসা করতে চাই—আমি যতখানি বুঝি, তোমরাও তো ততখানি বোঝ বটে; আমি কিন্তু যতখানি ভীত, তোমাদেরও সেই ভয় ততখানি অনুভব করতে হবে। মণ্ডলীতে মূল্যবান বহু পাথর আছে ও সবসময়ই ছিল, তথা সেই সকল বিজ্ঞ লোক যারা সুবুদ্ধি, ভাষ্য ও বিধানের সমস্ত জ্ঞানে পরিপূর্ণ। এরা স্পষ্টই মূল্যবান রত্না; অথচ এ রত্নাগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটা এ নারীর অলঙ্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

প্রভুর ধর্মতত্ত্ব উজ্জ্বল, আর যে অর্থে এ ধর্মতত্ত্ব ও ভাষ্যের দিক দিয়ে যা উজ্জ্বল রত্ন বলে গণ্য, সেই অর্থে সিপ্রিয়ান মূল্যবান রত্ন ছিলেন—তিনি কিন্তু সেই অলঙ্কারে থেকে গেলেন। দনাতুসও রত্ন ছিলেন, তিনি কিন্তু সেই অলঙ্কার থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন। যিনি থাকলেন, তিনি তারই মধ্যে নিজেকে ভালবাসতে চাইলেন; কিন্তু যিনি বিচ্ছিন্ন হলেন, তিনি তার চেয়ে নিজেরই সুনামের অন্বেষণ করলেন। তার সঙ্গে থেকে প্রথমজন তার কাছে অপরকে একত্রিত করলেন; তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বিতীয়জন অপরকে একত্রিত নয়, ছিন্ন-বিচ্ছিন্নই করার অভিপ্রায় করলেন। রত্নটা যদি সেই নারীর অলঙ্কারে না বসে, তবে অন্ধকারেই পড়ে যায়; দনাতুসের পক্ষে এ নারীর অলঙ্কারের সঙ্গে যুক্ত থাকা, এমনকি বিশ্বস্ততার সঙ্গেই যুক্ত থাকা প্রয়োজন ছিল!

মূল্যবান রত্নের অর্থ হল যে, সেই রত্ন দামী বলে গণ্য; কিন্তু যার ভালবাসা নেই, সে মূল্যহীন, তার আর কোন দাম নেই। নিজের শিক্ষা নিয়ে সে যতই গর্ব করুক না কেন, নিজের ভাষা নিয়েও সে যতই গর্ব করুক না কেন, সে কিন্তু তারই কথা শুনুক যে এ নারীর প্রকৃত রত্নের মূল্য বোঝে। আবার বলছি, সে তারই কথা শুনুক যে তেমন অলঙ্কার বিষয়ে দক্ষ স্বর্ণকার। কেনই বা ভাষা মূল্যবান নয়, কিন্তু মূল্যহীন পাথর? এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *আমি মানুষের ও স্বর্গদূতের ভাষায় কথা বলতে পারলেও আমার যদি ভালবাসা না থাকে, তবে আমি ঢংঢঙানো কাঁসর বা ঝনঝনে করতালমাত্র।* পাথরটা কোথায় গেল? পাথরটা আর ঝক্‌ঝক করছে না, কিন্তু ঝনঝনে শব্দ দিচ্ছে! সুতরাং, তোমরা যারা স্বর্গরাজ্য অর্জন করতে ইচ্ছা কর, পাথরগুলোর প্রকৃত মূল্য বুঝতে শেখ। এ নারীর অলঙ্কার ছাড়া অন্য পাথর যেন তোমাদের আকর্ষণ না করে। মূল্যবান পাথরগুলোর চেয়ে অধিক অমূল্য যে নারী, সে নিজেই নিজের অলঙ্কারের মূল্য।

শ্লোক ইসা ৫৪:১২,১১

প্র নগরীর সমস্ত প্রাচীরবেষ্টনী বহুমূল্য মণিমুক্তা দিয়ে আবিষ্ট হবে।
উ আমি পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার আলিসা নির্মাণ করব।
প্র দেখ, আমি রসাঞ্জনের উপরে তোমার পাথর বসাব, নীলকান্তমণির উপরে তোমার ভিত স্থাপন করব।
উ আমি পদ্মরাগমণি দিয়ে তোমার আলিসা নির্মাণ করব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ থে ২:১৩–৩:১৩

থেসালোনিকীয়দের বিশ্বাসের জন্য পলের প্রশংসা

ভ্রাতৃগণ, এজন্যই আমরা অবিরত ঈশ্বরের কাছে ধন্যবাদ জানিয়ে থাকি, কেননা আমাদের মুখ থেকে ঈশ্বরের বাণী শুনে তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে; তা ঈশ্বরেরই বাণী বটে, যে বাণী, বিশ্বাসী যে তোমরা, তোমাদের মধ্যে সক্রিয়। কেননা, ভাই, যুদেয়ায় খ্রীষ্টযীশুতে ঈশ্বরের যে সকল মণ্ডলী আছে, তোমরা তাদের অনুকারী হয়েছ, যেহেতু তোমরাও তোমাদের স্বজাতি মানুষদের হাতে দুঃখকষ্ট ভোগ করে এসেছ, তারাও যেমন দুঃখকষ্ট ভোগ করেছে সেই ইহুদীদের হাতে যারা প্রভু যীশু ও নবীদেরও মৃত্যু ঘটিয়েছিল, আমাদেরও নির্যাতন করেছিল; তারা ঈশ্বরেরও প্রীতিকর নয়, আবার সকল মানুষেরও বিরোধী বলে দাঁড়ায়, কারণ বিজাতীয়দের পরিত্রাণের জন্য প্রচারকর্ম চালাতে তারা আমাদের বাধা দিচ্ছে; এভাবে তারা নিজেদের পাপের মাত্রা পূরণ করে দিচ্ছে, কিন্তু ঐশক্রোধ অবশেষে তাদের নাগাল পেয়েছে।

ভাই, কিছু কালের মত তোমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর—শারীরিক দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন, হৃদয়ে নয়—আমরা তোমাদের শ্রীমুখ দেখবার জন্য মনের গভীর আকাঙ্ক্ষায় কতই না ব্যাকুল ছিলাম; কারণ আমরা, বিশেষভাবে আমিই পল, একবার, এমনকি দু'বার তোমাদের কাছে যেতে বাসনা করেছিলাম, কিন্তু শয়তান আমাদের বাধা দিল। আসলে, আমাদের প্রভু যীশুর আগমনের সময়ে, তাঁর সাক্ষাতে, তোমরাই ছাড়া আমাদের আর কী প্রত্যাশা, কী আনন্দ, কী গর্বের মুকুট হতে পারবে? হ্যাঁ, তোমরাই আমাদের গৌরব ও আনন্দ।

এজন্য, নিজেদের আর সামলাতে না পারায় আমরা স্থির করেছিলাম, এথেন্সে একা হয়ে থাকব, এবং আমাদের ভাই ও খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারকাজে ঈশ্বরের সহকর্মী সেই তিমথিকে পাঠিয়েছিলাম, যেন তিনি তোমাদের সুস্থির করেন ও বিশ্বাস পালনে তোমাদের নব চেতনা দান করেন, যেন এই সমস্ত ক্লেশের মধ্যে তোমরা কেউই বিচলিত না হও। তোমরা তো জান, এই সমস্ত কিছু আমাদের প্রতি ঘটবে বলে অবধারিত। আর আসলে তোমাদের মধ্যে থাকাকালেও আমরা আগে থেকে তোমাদের বলেছিলাম, আমাদের ক্লেশ ভোগ করতেই হবে; আর ঠিক তাই ঘটেছে, এবং তোমরা তা ভালই জান। তাই নিজেকে আর সামলাতে না পেরে আমি তোমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্য ওঁকে পাঠিয়েছিলাম; আমাদের ভয় ছিল, সেই প্রলুব্ধকারী হয় তো তোমাদের প্রলোভন দেখিয়েছে, ফলে আমাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

কিন্তু এখন তিমথি তোমাদের কাছ থেকে আমাদের কাছে ফিরে এসে তোমাদের বিশ্বাস ও ভালবাসা সম্বন্ধে সুখবর নিয়ে এসেছেন; তিনি বলেছেন, আমাদের বিষয়ে তোমরা শুভস্মৃতি রাখছ, আমাদের দেখবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত, ঠিক যেমনটি আমরাও তোমাদের দেখতে ইচ্ছা করছি। এজন্য, ভাই, আমরা যে তোমাদের বিশ্বাসের কারণে উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার মধ্যে ছিলাম, এখন তোমাদের বিষয়ে যথেষ্ট সান্ত্বনা পেয়েছি; হ্যাঁ, আমরা এখন বাঁচি, যেহেতু তোমরা প্রভুতে স্থিতমূল। তোমাদের কারণে আমরা আমাদের ঈশ্বরের সামনে যে গভীরতম আনন্দ বোধ করছি, তার প্রতিদানে তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি? তোমাদের মুখ দেখবার জন্য ও তোমাদের বিশ্বাসের যতটুকু অভাব এখনও রয়েছে, তা পূরণ করার জন্য আমরা দিনরাত সনির্বন্ধ মিনতি করে আসছি। আহা, আমাদের ঈশ্বর ও পিতা নিজেই এবং আমাদের প্রভু যীশু যদি তোমাদের কাছে আমাদের পথ সুগম করতেন! প্রভুর অনুগ্রহে, তোমাদের পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে ওঠে, উথলে ওঠে, তোমাদের প্রতি আমাদের ভালবাসাও যেমনটি উথলে ওঠে, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট যখন তাঁর সকল পবিত্রজনের সঙ্গে আসবেন, তখন তিনি যেন আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সামনে তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

শ্লোক ১ থে ৩:১২,১৩; ২ থে ২:১৬-১৭

প্র প্রভুর অনুগ্রহে, তোমাদের পরস্পরের প্রতি ও সকলের প্রতি তোমাদের ভালবাসা যেন বেড়ে ওঠে, উথলে ওঠে।

℟ তিনি যেন তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

℣ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট নিজে তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করুন, এবং শুভ যত কর্মে ও কথায় সুস্থির করুন ;

℟ তিনি যেন তোমাদের হৃদয় পবিত্রতায় সুস্থির ও অনিন্দনীয় করে তোলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু হিলারি-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালার ব্যাখ্যা' **সাম ১৩২**

বিশ্বাসী সকলে ছিল একমন একপ্রাণ

দেখ, ভাইদের একত্রে বাস করা কতই না ভাল, কতই না সুন্দর! হ্যাঁ, ভাইদের একত্রে বাস করা ভাল ও সুন্দর, কারণ তারা যখন একত্রে বাস করে, তখন মণ্ডলীর সমাবেশে একত্রিত ; তারা যখন ভাই বলে অভিহিত, তখন এক ইচ্ছা ও এক প্রেমে একাত্ম হয়।

আমরা পড়ি যে, প্রেরিতদূতদের প্রথম প্রচারে এ আজ্ঞা গুরুত্বপূর্ণই ছিল ; বস্তুত লেখা রয়েছে, *বিশ্বাসী সকলে ছিল একমন একপ্রাণ।* সুতরাং এক পিতার অধীনে ভাই হওয়া, এক আত্মার অধীনে এক হওয়া, এক গৃহে একাত্ম হয়ে অগ্রসর হওয়া, একদেহে একদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হওয়া ঈশ্বরের জনগণের পক্ষে সত্যি সমীচীন।

ভাইদের একত্রে বাস করা সত্যি ভাল ও সুন্দর। তেমন ভাল ও সুন্দর বসবাসের তুলনা উপস্থাপন করতে গিয়ে নবী বলেন, *যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট তেল যা দাড়ি বেয়ে, আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, ঝরে পড়ে তাঁর পোশাকের গলবন্ধনীর উপর।* আরোনের যাজকীয় অভিষেকের জন্য যে তেল ব্যবহার করা হয়েছিল, তা সুগন্ধি দ্রব্য দিয়েই তৈরি করা হয়েছিল। এই যে অভিষেক আপন যাজকের জন্য প্রথম করা হল, তাতে ঈশ্বর প্রীত হলেন ; তিনি এতেও প্রীত হলেন যে *আপন সমকক্ষদের চেয়ে* আমাদের প্রভুকেই অদৃশ্যভাবে অভিষিক্ত করা হল। তেমন অভিষেক পার্থিব নয় ; রাজাদের যে তেলে অভিষেক করা হত, সেই তেলের পাত্র দ্বারা নয়, বরং *আনন্দ-তেলেই* তাঁকে অভিষিক্ত করা হল। এজন্য এ অভিষেকের পর বিধান অনুসারে আরোনকে খ্রীষ্ট অর্থাৎ অভিষিক্তজন বলে অভিহিত করা হল।

এখন, একজনের উপর ঢেলে দেওয়া হলে এ তেল যেমন অপদূতদের তাড়িয়ে দেয়, তেমনি ভালবাসার অভিষেকের ফলে আমরা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় সেই সুগন্ধি একাত্মতায় সুবাসিত ; এবিষয়ে প্রেরিতদূত বলেন, *আমরাই তো খ্রীষ্টের সৌরভ।* সুতরাং এ প্রথম তেল যেমন প্রথম যাজক আরোনে ঈশ্বরের কাছে গ্রহণীয় হল, ভাইদের একত্রে বাস করা তেমনি ভাল ও সুন্দর।

কিন্তু সেই তেল মাথা থেকে দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে ; দাড়ি তো পরিপক্ক বয়সের অলঙ্কার ; ফলে আমাদের পক্ষে খ্রীষ্টে শিশু হওয়া কেবল তখনই অর্থপূর্ণ যখন আমরা শিশুর মত শঠতা থেকে মুক্ত, কিন্তু সুবুদ্ধিতে পূর্ণ। এক্ষেত্রে প্রেরিতদূত সকল বিজাতিকে শিশু বলেন, কারণ তারা গুরুপাক খাদ্য নিতে এখনও অনুপযুক্ত, তাদের এখনও দুধের প্রয়োজন : *আমি তোমাদের দুধ খাইয়েছি, শক্ত খাবার দিইনি, কারণ সেসময়ে তেমন শক্তি তোমাদের তখনও হয়নি।* আমাদের কিন্তু পরিপক্ক মানুষ হওয়া উচিত।

শ্লোক রো ১২:৫; এফে ৪:৭; ১ করি ১২:১৩

℣ এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ, এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

℟ খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।

℣ প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলে এক আত্মায় দীক্ষাস্নাত হয়েছি একদেহ হবার জন্য, এবং পান করার মত আমাদের সকলকে এক আত্মাকে দেওয়া হয়েছে।

℟ খ্রীষ্টের দানের মাত্রা অনুসারে আমাদের প্রত্যেকজনকে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ৭:২৫-৪০

কৌমার্য ও দাম্পত্য-জীবন

কৌমার্য-পালন বিষয়ে আমি প্রভুর কাছ থেকে কোন নির্দেশ পাইনি। তবে প্রভুর কৃপায় বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি হিসাবে আমি আমার নিজের অভিমত জানাচ্ছি। তাই আমি মনে করি, বর্তমান পরিস্থিতির জন্য এ ভাল, অর্থাৎ মানুষ যে অবস্থায় আছে, তার পক্ষে সেই অবস্থায় থাকা ভাল। তুমি কি কোন স্ত্রীতে আবদ্ধ? নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করো না। তুমি কি কোন স্ত্রী থেকে মুক্ত? স্ত্রী নিতে চেষ্টা করো না। তবু বিবাহ করলেও তোমার পাপ হবে না; আর কুমারী যদি বিবাহ করে, তারও পাপ হবে না। তথাপি তেমন বিবাহিত লোকেরা সংসারে যথেষ্ট জ্বালাযন্ত্রণা ভোগ করবে; আর আমি তোমাদের রেহাই দিতে চাচ্ছি!

ভাই, তোমাদের আমি যা বলতে চাচ্ছি, তা এ: সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে। কিন্তু আমি ইচ্ছা করি, তোমরা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। যে অবিবাহিত, সে চিন্তা করে প্রভুরই কাজের কথা, কি ক'রে সে প্রভুকে তুষ্ট করতে পারে। কিন্তু যে বিবাহিত, সে চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্ত্রীকে তুষ্ট করতে পারে; এতে সে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তেমনিভাবে অবিবাহিতা নারী কিংবা কুমারীও চিন্তা করে প্রভুর কাজের কথা, সে যেন দেহে ও আত্মায় নিজেকে পবিত্র রাখতে পারে; কিন্তু বিবাহিতা নারী চিন্তা করে এসংসারেরই কাজের কথা, কি ক'রে সে স্বামীকে তুষ্ট করতে পারে। তোমাদের ভালোর জন্যই আমি এই কথা বলছি; গলায় দড়ি দিয়ে তোমাদের বেঁধে রাখবার জন্য নয়, কিন্তু যা সমীচীন, তোমরা যেন তাই করে একাগ্র মনে প্রভুর প্রতি আকৃষ্ট থাক।

কিন্তু অধিক যৌন প্রবণতার কারণে কেউ যদি মনে করে, সে নিজ বাগ্‌দত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে না, সুতরাং যা করার তা করা-ই উচিত, তাহলে সে যা ভাল মনে করে তা-ই করুক; তার পাপ হবে না—অর্থাৎ তারা বিবাহ করুক। কিন্তু নিজের মনে যে মানুষ স্থিরসঙ্কল্পবদ্ধ—সে তো কোন দিকে বাধ্যও নয়, তার ইচ্ছাও তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে—সে যদি নিজের মনে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ হয় যে, সে তার নিজের বাগ্‌দত্তা বধূর কুমারীত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখবে, তাহলে সে ভালই করে। এক কথায়, যে নিজের বাগ্‌দত্তা বধূকে বিবাহ করে, সে ভাল করে; এবং যে তাকে বিবাহ করে না, সে আরও ভাল করে।

যতদিন স্বামী জীবিত থাকে, ততদিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হলে, সে যাকে ইচ্ছা করে তার সঙ্গে বিবাহ করতে স্বাধীনা: কিন্তু এ যেন প্রভুতেই ঘটে। তবু আমার মতে, সে যদি সেই অবস্থায় থাকে, তবে আরও সুখী হবে। আর আমি মনে করি, আমিও ঈশ্বরের আত্মাকে পেয়েছি।

শ্লোক ১ করি ৭:২৯-৩১; ১ যোহন ২:১৫

প্র সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়,

উ কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

প্র সংসার ও সংসারের কোন কিছুই তোমরা ভালবেসো না,

উ কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু লিওর উপদেশাবলি **উপদেশ ৯০:২-৩**

সময় অল্প

সরুই সেই দরজা ও সঙ্কীর্ণই সেই পথ, যা জীবনের দিকে নিয়ে যায়: আর সেখানে কেউই প্রবেশ করতে

পারত না, পদার্পণও করতে পারত না, যদি-না খ্রীষ্ট নিজেকে পথ করে সেই দুর্গম প্রবেশদ্বার না খুলে দিতেন, ও নিজেকে পথদিশারী করে যাত্রা সম্ভব না করতেন; কারণ তিনিই তো শ্রমে প্রবেশ করান, আবার বিশ্রাম দান করেন। যাঁর মধ্যে আমাদের অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা রয়েছে, তাঁর মধ্যে ধৈর্যের দৃষ্টান্তও উপস্থিত: *যদি কষ্ট সহ্য করি, তবে রাজত্বও করব তাঁর সঙ্গে,* কারণ প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, *যে বলে, সে খ্রীষ্টেতে বসবাস করে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয় তিনি নিজে যেভাবে চলেছেন।* অন্যথা আমাদের বিশ্বাস-স্বীকৃতি মিথ্যাই, যাঁর নামে গৌরব করি আমরা যদি তাঁর সেই আজ্ঞাগুলি মেনে না চলি; আর সেই আজ্ঞাগুলি আমাদের পক্ষে ভারী হত না, এমনকি যত বিপদ থেকেই আমাদের রক্ষা করত, আমরা যদি তাই ভালবাসতাম তিনি যা ভালবাসতে আজ্ঞা করলেন।

বস্তুতপক্ষে দুই ধরনের ভালবাসা রয়েছে যা থেকে আমাদের নানা ইচ্ছা উদ্গত; এ ভালবাসা দু'টোর গুণ যেমন ভিন্ন, সেগুলোর গতিও তেমনি ভিন্ন। বুদ্ধিসম্পন্ন আত্মা, যা ভালবাসা ছাড়া থাকতে পারে না, হয় ঈশ্বরকে না হয় জগৎকে ভালবাসে। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা কখনও অতিরিক্ত নয়, কিন্তু জগতের প্রতি ভালবাসায় সবকিছুই ক্ষতিকর। এজন্য শাশ্বত মঙ্গলকে অবিরতই আঁকড়িয়ে ধরা দরকার, অন্যদিকে পার্থিব যত কিছু ক্ষণস্থায়ী বলেই ভোগ করা দরকার, যাতে করে মাতৃভূমির দিকে ফেরার পথে প্রবাসী এই আমরা সৌভাগ্যের যা কিছু এজগতে ঘটে তা এজগতে থাকবার আমন্ত্রণ নয়, বরং পাথেয় বলেই গণ্য করি। একারণে ধন্য প্রেরিতদূত একথা বলেন, *সময় আর বেশি নেই; এখন থেকে, যাদের স্ত্রী আছে, তারা এমনভাবে চলুক তাদের যেন স্ত্রী নেই; এবং যারা শোকার্ত, তারা যেন শোকার্ত নয়; যারা আনন্দিত, তারা যেন আনন্দিত নয়; যারা কেনে, তারা যেন কিছুর মালিক নয়; যারা এসংসারের কোন কাজে আবদ্ধ, তারা যেন তার সঙ্গে সম্পূর্ণ জড়িত নয়, কেননা এই সংসারের চেহারা লোপ পেতে চলেছে।* মানুষ কিন্তু দৃশ্যগত সবকিছুর সৌন্দর্য, প্রাচুর্য ও বৈচিত্রের আকর্ষণে আকর্ষিত ও তা থেকে সহজে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না যদি-না সৃষ্টির চেয়ে স্রষ্টাই বরং প্রেমের পাত্র না হন। তিনি যখন বলেন, *তুমি তোমার প্রভু পরমেশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত মন দিয়ে ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসবে,* তখন তিনি ইচ্ছা করেন, আমরা কোন ব্যাপারেই তাঁর ভালবাসার বাঁধন খুলে ছেড়ে দেব না। আর যখন তিনি প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার আদেশ এ আজ্ঞার সঙ্গে যোগ করে দেন, তখন দাবি করেন আমরা তাঁর মঙ্গলময়তার অনুকরণ করব, যাতে তিনি যা ভালবাসেন আমরা তাই ভালবাসি, আর তিনি যা করেন আমরা তাই করি। কেননা যদিও আমরা *ঈশ্বরেরই খেত ও ঈশ্বরেরই গাঁথনি, যে পোঁতে সে কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, যিনি বৃদ্ধি ঘটান, কেবল সেই ঈশ্বরই সব,* তবু সমস্ত ব্যাপারে তিনি আমাদের সেবাকর্মের সহযোগিতা দাবি করেন, এবং চান আমরা তাঁর মঙ্গলদানগুলি বিতরণ করব, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে বহন করে, সে যেন তাঁর ইচ্ছাও পালন করে। এজন্যই তো প্রভুর প্রার্থনায় আমরা বলি, *তোমার রাজ্যের আগমন হোক, তোমার ইচ্ছা যেমন স্বর্গে, তেমনি মর্তেও পূর্ণ হোক।* তেমন কথা দ্বারা আমরা এছাড়া আর কীবা যাচনা করি, তিনি যেন তাদেরই নিজের অধীনে আনেন যারা এখনও তাঁর অধীন নয়, ও এই মর্তে মানুষকে তাঁর নিজের ইচ্ছার সেবাকর্মী করেন যেভাবে স্বর্গে দূতেরা করে থাকেন? তা যাচনা করে আমরা ঈশ্বরকে ভালবাসি, প্রতিবেশীকেও ভালবাসি। আর যখন আকাঙ্ক্ষা করি, প্রভু-তিনি আদেশ করবেন ও সেবক-আমরা সেবা করব, তখন আমাদের মধ্যে এ ভালবাসা ভিন্ন নয়, এক।

শ্লোক রো ৮:২৩; ১ বংশ ২৯:১৫

প্র আমরা যারা ঐশআত্মার প্রথমফসল পেয়ে থাকি,
উ আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।
প্র আমাদের পিতৃপুরুষদের মত আমরাও তোমার সামনে বিদেশী ও প্রবাসী;
উ আমরা নিজেরাও দত্তকপুত্রত্ব লাভের প্রতীক্ষায়, আমাদের দেহের মুক্তিরই প্রতীক্ষায় অন্তরে আর্তনাদ করছি।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ থে ৪:১-১৮

পবিত্রতা ও পুনরুত্থানে প্রত্যাশা

ভাই: আমরা মিনতি করি, ও প্রভু যীশুতে তোমাদের অনুরোধ করি: তোমরা আমাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছ ঈশ্বরকে প্রসন্ন করার জন্য তোমাদের কীভাবে চলা উচিত—তোমরা সেইভাবেই তো চলছ; তবু এবিষয়ে আরও বেশি উন্নতিশীল হও। তোমরা তো জান, প্রভু যীশুর পক্ষ থেকে আমরা তোমাদের কি কি আদেশ দিয়েছি। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা এ, তোমরা পবিত্র হবে; অর্থাৎ, তোমরা যেন যৌন অনাচার থেকে দূরে থাক, তোমরা প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ দেহকে পবিত্রতা ও মর্যাদার সঙ্গে রক্ষা কর—নিজেদের উচ্ছৃঙ্খল কামনা-বাসনার বস্তু ব'লে নয়, যেভাবে সেই বিধর্মীরা করে যারা ঈশ্বরকে জানে না; এই ক্ষেত্রে কেউ যেন তার ভাইয়ের প্রতি অন্যায় না করে, তাকে না ভোলায়, কারণ প্রভু এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতিফলদাতা; একথা আমরা আগে তোমাদের বলেছিলাম, জোর দিয়েই বলেছিলাম। কারণ ঈশ্বর অশুচি হবার জন্য নয়, পবিত্র হবার জন্যই আমাদের আহ্বান করেছেন। তাই যে কেউ এই সমস্ত কথা অবজ্ঞা করে, সে মানুষকে নয়, সেই ঈশ্বরকেই অবজ্ঞা করে যিনি নিজের পবিত্র আত্মাকে তোমাদের দান করেন।

ভ্রাতৃপ্রেম সম্বন্ধে তোমাদের কিছু লিখব তেমন প্রয়োজন নেই, যেহেতু তোমরা নিজেরা ঈশ্বরের কাছ থেকেই পরস্পরকে ভালবাসতে শিখেছ, আর আসলে গোটা মাকিদনিয়ার সকল ভাইদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করছ; তবু তোমাদের অনুরোধ করে বলছি, ভাই, আরও বেশি কর; এবং এ বিষয়েই বিশেষভাবে যত্নবান হও: শান্ত জীবন যাপন করা, নিজ নিজ কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকা, ও নিজেরাই কাজ করে জীবিকা অর্জন করা, যেমনটি তোমাদের বলেছিলাম। এর ফলে তোমরা বাইরের লোকদের শ্রদ্ধা জয় করবে ও তোমাদের পরনির্ভরশীল হতে হবে না।

ভাই, যারা শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে আছে, তাদের সম্বন্ধে তোমরা যে অজ্ঞ হবে, তা আমরা চাচ্ছি না; অন্যথা, সেই অন্যান্যদেরই মত তোমরা শোকার্ত হয়ে পড়বে, যারা আশাবিহীন মানুষ। আসলে আমরা বিশ্বাস করি যে, যীশু মরেছেন ও পুনরুত্থান করেছেন; তাই ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে নিদ্রাগত সকলকেও তাঁর সঙ্গে কাছে আনবেন। প্রভুর বাণীকে ভিত্তি করে আমরা তোমাদের একথা বলছি যে, আমরা যারা জীবিত আছি, যারা প্রভুর আগমন পর্যন্ত থেকে যাব, নিদ্রাগতদের চেয়ে আমাদের কোন অগ্রাধিকার থাকবে না; কারণ মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন, এবং খ্রীষ্টে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তারাই প্রথমে পুনরুত্থান করবে; পরে, তখনও জীবিত আছি এই আমরা, তখনও বেঁচে আছি এই আমরা, এই আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের সঙ্গে মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে; আর এইভাবে চিরকালের মত প্রভুর সঙ্গে থাকব। সুতরাং তোমরা এই ধরনের কথা চিন্তা করতে করতে পরস্পরকে আশ্বাস দাও।

শ্লোক ১ থে ৪:১৬; মার্ক ১৩:২৭; মথি ২৪:৩১ দ্রঃ

প্র মহাদূতের কণ্ঠের সঙ্কেতে ও ঈশ্বরের তুরিধ্বনিতে প্রভু নিজেই স্বর্গ থেকে নেমে আসবেন;
উ তিনি দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।
প্র মানবপুত্র যখন আসবেন, তখন মহা তুরির সঙ্গে তিনি নিজ দূতদের প্রেরণ করবেন।
উ তিনি দূতদের প্রেরণ করবেন, আর তাঁরা পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে আকাশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চারদিক থেকেই তাঁর মনোনীতদের জড় করবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - নূতন নিয়মের কতিপয় পদে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি উপদেশ ৬

এসো, এমন জীবনাচরণ করি,
যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে সর্বদা জীবনযাপন করতে পারি

খ্রীষ্ট দেহের পুনরুত্থান, অমরত্ব, আকাশে সাক্ষাৎ ও মেঘবাহনে গমনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: তিনি তা

বাস্তবরূপেই দেখালেন। কেমন করে ও কোথায় তিনি তা দেখিয়ে দিলেন? মৃত্যুবরণ করে তিনি পুনরুত্থান করলেন ও চল্লিশ দিন ধরে প্রেরিতদূতদের সঙ্গে সময় কাটালেন যেন তাঁদের স্থিতমূল করতে পারেন ও দেখাতে পারেন পুনরুত্থানের পরে আমাদের দেহের কী রূপ হবে। তাছাড়া তিনি যে পলের মুখ দিয়ে বলেছিলেন, *আমাদেরও বায়ুলোকে প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মেঘলোকে কেড়ে নেওয়া হবে,* তাও বাস্তবরূপে দেখালেন; কারণ পুনরুত্থানের পরে যখন তিনি স্বর্গে আরোহণ করতে উদ্যত হচ্ছিলেন, তখন, *তাঁরা তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তাঁকে ঊর্ধ্বে তোলা হল, এবং একটি মেঘ তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল।* একই প্রকারে তাঁর দেহের সমস্বরূপের দেহ হওয়ায় আমাদের দেহও তাঁর দেহের সমসত্তার অধিকারী হয়ে উঠবে, কেননা মাথা যেমন দেহও তেমন, ও আদি যেমন অন্তও তেমন। ঠিক এধারণা ইঙ্গিত করেই পল বলেছিলেন, *তিনি আমাদের হীনাবস্থার এই দেহটি তাঁর আপন গৌরবময় দেহেরই সাদৃশ্যে রূপান্তরিত করবেন।*

আমাদের দেহ যখন তাঁর দেহের সদৃশ, তখন একই পথেও চলবে ও তাঁর দেহের মত সেও মেঘলোকের ঊর্ধ্বে উন্নীত হবে। আর যেহেতু সেদিন পর্যন্ত শ্রোতাদের কাছে স্বর্গরাজ্যের কথা অস্পষ্টই হয়েছিল, সেজন্য সেই পর্বতে গিয়ে তিনি শিষ্যদের চোখের সামনে রূপান্তরিত হয়ে তাঁদের কাছে ভাবী গৌরবের একটা পূর্বদৃশ্য দিয়েছিলেন, ও আবৃতভাবে এও দেখিয়েছিলেন, একদিন আমাদের দেহের কী রূপ হওয়ার কথা।

প্রিয়জনেরা, তেমন কিছু জেনে এবং বাণী ও যা কিছু দেখেছি তা দ্বারা চেতনা লাভ করে, এসো, এমন জীবনাচরণ করি যেন মেঘলোকে উপনীত হয়ে তাঁর সঙ্গে সর্বদাই জীবনযাপন করতে পারি ও তাঁর কৃপায় পরিত্রাণকৃত হয়ে সেই ভাবী মঙ্গলদানগুলি উপভোগ করতে পারি যা আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টেই আমাদের পাবার কথা, যাঁর সঙ্গে পিতা ও পবিত্র আত্মার কাছে গৌরব, পরাক্রম, সম্মান, আরাধনা নিবেদিত হোক এখন ও চিরকাল, যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক হিব্রু ১০:৩৭-৩৮; যোহন ৩:৩৬

প্র আর কিছুক্ষণ মাত্র, অতি অল্পক্ষণ: যিনি আসছেন, তিনি আসবেন, দেরি করবেন না;
উ কেননা আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে।
প্র পুত্রের প্রতি যে অবিশ্বাসী, সে জীবন দেখবে না। কিন্তু তার উপরে ঈশ্বরের ক্রোধ থেকে যাচ্ছে,
উ কেননা আমার সেই ধার্মিকজন বিশ্বাসগুণে বাঁচবে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ৮:১-১৩

প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যের বিষয়

ভ্রাতৃগণ, এবার প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যের বিষয়: আমরা জানি যে, আমাদের সকলের জ্ঞান আছে। কিন্তু জ্ঞান [গর্বে] স্ফীত করে, অপরদিকে ভালবাসা গেঁথে তোলে। কেউ যদি মনে করে, সে কিছু জানে, তবে যেভাবে জানা উচিত, সেইভাবে সে এখনও কিছুই জানতে পারেনি। কিন্তু কেউ যদি ঈশ্বরকে ভালবাসে, সে তাঁর কাছে পরিচিত। প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খাওয়া প্রসঙ্গে আমরা তো জানি: প্রতিমা বলতে জগতে এমন কিছু নেই, এবং এক ঈশ্বর ছাড়া দ্বিতীয় কোন ঈশ্বর নেই। কেননা স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে—আর আসলে বহু দেবতা ও বহু প্রভু আছে!—তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা, যাঁর কাছ থেকে সমস্ত কিছুই আগত, ও আমরা যাঁরই জন্য; এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত।

তবু তেমন জ্ঞান সকলের নেই; কিন্তু অনেক লোক আছে, যারা কিছু দিন আগে পর্যন্ত প্রতিমা-পূজা করতে অভ্যস্ত ছিল বিধায় প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্যকে প্রসাদ বলে গ্রহণ করে; এবং তাদের বিবেক দুর্বল হওয়ায় কলুষিত হয়। কিন্তু কোন খাদ্য আমাদের জন্য ঈশ্বরের সান্নিধ্য জয় করতে পারে না; তা না খেলেও

আমাদের কোন ক্ষতি হয় না, আবার খেলেও আমাদের কোন লাভ হয় না। কিন্তু সাবধান থাক, তোমাদের এই যোগ্যতা যেন দুর্বলদের স্খলনের কারণ না হয়ে ওঠে। কারণ, কেউ যদি তোমার মত জ্ঞানী মানুষকে দেবমন্দিরে কিছু খেতে দেখে, তবে দুর্বল মানুষ হওয়ায় তার বিবেক কি প্রতিমার কাছে উৎসর্গ-করা খাদ্য খেতে আকর্ষিত হবে না? বস্তুত তোমার জ্ঞানের কারণে সেই দুর্বল মানুষ, তোমার সেই ভাই যার জন্য খ্রীষ্ট মরেছেন, তার বিনাশ ঘটে। ভাইদের বিরুদ্ধে তেমন পাপ করলে, ও তাদের দুর্বল বিবেকে তেমন আঘাত করলে তোমরা খ্রীষ্টেরই বিরুদ্ধে পাপ কর। সুতরাং কোন খাদ্য যদি আমার ভাইয়ের স্খলন ঘটায়, তাহলে আমি আর কখনও মাংস খাব না, পাছে আমার ভাইয়ের স্খলন ঘটাই।

শ্লোক ১ করি ৮:৫,৬,৪

প্র স্বর্গে বা পৃথিবীতে যাদের দেবতা বলা হয়, এমন কতগুলি যদিও থাকে, তবু আমাদের জন্য মাত্র এক ঈশ্বর আছেন, তিনি সেই পিতা,

উ এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত।

প্র আমরা তো জানি, প্রতিমা বলতে জগতে এমন কিছু নেই। মাত্র এক ঈশ্বরই আছেন,

উ এবং মাত্র এক প্রভু আছেন, তিনি সেই যীশুখ্রীষ্ট, যাঁর দ্বারা সমস্ত কিছু সৃষ্ট, এবং যাঁরই দ্বারা আমরাও জীবিত।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' **৬ষ্ঠ পুস্তক**

যারা সংগ্রাম করে, স্বয়ং যীশুই তাদের পুরস্কার ও জয়মালা

যারা খ্রীষ্টের ও সদ্‌গুণের ভালবাসায় আসক্ত, তারা নির্যাতন বহন করতে প্রস্তুত, এবং প্রয়োজন হলে প্রবাস অস্বীকার করে না ও আনন্দের সঙ্গে যত জঘন্য দুর্নামও গ্রহণ করে, কারণ তাদের জন্য স্বর্গে সঞ্চিত মহান ও মূল্যবান পুরস্কার বিষয়ে তারা নিশ্চিত।

যিনি সংগ্রামের পুরস্কার-দানকারী, সেই প্রভুর প্রতি ভালবাসার আর একটা ফল এ: সেই ভালবাসা এখনও অদৃশ্য পুরস্কারে বিশ্বাস সঞ্চার করে ও ভাবী মঙ্গলদানগুলির প্রত্যাশা দৃঢ়তর করে তোলে। যারা খ্রীষ্টকে ধ্যান করে ও তাঁর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, সেই ভালবাসা তাদের প্রজ্ঞাবান করে, ও তাদের অন্তর মমতাপূর্ণ করে সেই মানব দুর্দশার প্রতি যা তারা ভাল করেই জানে। সেই ভালবাসা তাদের কোমলপ্রাণ, ন্যায়বান, বিনম্র, মমতাপূর্ণ করে; আবার, ভালবাসা ও শান্তির মাধ্যমও করে তোলে; খ্রীষ্টের ও সদ্‌গুণের প্রতি তাদের এতই আসক্ত করে যে, তারা এর জন্য কষ্টভোগ করতে প্রস্তুত শুধু নয়, তারা বরং শান্ত মনে অপমান সহ্য করে ও নির্যাতনে উল্লাস করে। এক কথায়, তেমন ধ্যান থেকে আমরাও অতি মহান উপকার লাভ করতে পারি ও আনন্দ পেতে পারি। এভাবে আমরা অধিক মঙ্গলময় সেই প্রভুতে নিজেদের মন পবিত্র, সদ্‌গুণের বিভা অক্ষুণ্ন, প্রাণ উত্তরোত্তর উত্তম, সাক্রামেন্তগুলিতে পাওয়া ঐশ্বর্য সংরক্ষিত ও রাজকীয় পোশাক নির্মল ও অক্ষুণ্ন রাখতে পারি।

যেমন আত্মসংযম ও সুবুদ্ধি-প্রয়োগ হল মানবস্বরূপের স্বীয় বৈশিষ্ট্য, তেমনি আমাদের স্বীকার করতে হবে, খ্রীষ্টধ্যানই আমাদের মনের অবিরত কাজ হওয়ার কথা। আর একথা তখন আরও যুক্তিসঙ্গত হয়ে ওঠে আমরা যখন ভাবি যে, মানুষের পক্ষে যে আদর্শের দিকে চোখ নিবদ্ধ রাখা উচিত—ব্যাপারটা নিজের কি পরের উপকার হোক না কেন—সেই আদর্শ খ্রীষ্টই মাত্র। কেবল তিনিই মানুষের কাছে নিজের প্রতি ও পরের প্রতি প্রকৃত ধর্মময়তা দেখাতে পারেন; এমনকি, যারা সংগ্রাম করে, তিনি নিজেই তাদের পুরস্কার ও বিজয়মালা।

সুতরাং, তাঁর জীবনের কথা যত মনোযোগের সঙ্গে ধ্যান ক'রে তাঁর দিকেই চোখ নিবদ্ধ রাখা দরকার, যেন তাঁরই কাছে শিখতে পারি কীভাবে আমাদের কষ্টভোগ করা উচিত। ক্রীড়াঙ্গনে প্রতিযোগীদের সামনে পুরস্কার তুলে ধরা আছে; সেই পুরস্কারের দিকে লক্ষ করে তারা লড়াইতে নামে; আর পুরস্কার যত সুন্দর, তাদের প্রচেষ্টা তত মহান। এসব কিছু ছাড়া কেইবা জানে না, কেবল তিনিই নিজের রক্তমূল্যেই আমাদের মুক্তি দিতে ইচ্ছা করলেন? ফলে এমন আর কেউই নেই যার সেবা করা উচিত ও যার জন্য নিজেদের সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দেওয়া

উচিত: দেহ, আত্মা, ভালবাসা, স্মরণশক্তি ও মনের বাকি অন্য গতি এ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হোক। এজন্য পল বলেন, *তোমরা নিজেদের নও, মহামূল্য দিয়েই তো তোমাদের কিনে নেওয়া হয়েছে।*

শ্লোক শিষ্য ১৩:৪৮,৪৯

℣ ঈশ্বরের বাণী শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল,
℟ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।
℣ প্রভুর বাণী সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল,
℟ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ থে ৫:১-২৮

আলোর সন্তান

ভাই, বিশেষ বিশেষ কাল ও লগ্ন সম্বন্ধে তোমাদের কিছু লিখব তেমন প্রয়োজন নেই, যেহেতু তোমরা নিজেরা ভালই জান যে, চোর যেমন রাত্রিবেলায় আসে, প্রভুর দিন ঠিক সেইভাবে আসবে। লোকে যখন বলবে, 'এবার শান্তি ও নিরাপত্তা' তখনই গর্ভবতী নারীর প্রসবযন্ত্রণার মত বিনাশ তাদের উপর হঠাৎ নেমে পড়বে; আর তারা কেউই তা এড়াতে পারবে না। কিন্তু, ভাই, তোমরা অন্ধকারে নও যে, সেই দিন চোরের মত তোমাদের উপর এসে পড়বে। তোমরা তো সকলে আলোরই সন্তান, দিনেরই সন্তান; আমরা তো রাত্রিরও নই, অন্ধকারেরও নই। তাই আমরা যেন অন্য সকলের মত ঘুমিয়ে না থাকি, বরং জেগেই থাকি ও মিতাচারী হই; কারণ যারা ঘুমোয়, তারা রাতেই ঘুমোয়, এবং যারা মদ খায়, তারা রাতেই মাতাল হয়। কিন্তু আমরা যেহেতু দিনেরই, সেজন্য আমাদের মিতাচারী হওয়া চাই, এবং বিশ্বাস ও ভালবাসার *বর্মে সজ্জিত* হওয়া ও পরিত্রাণদায়ী *আশার শিরস্ত্রাণ* মাথায় রাখা চাই; কেননা ঈশ্বর আমাদের জন্য ক্রোধ স্থির করে রাখেননি, কিন্তু এ স্থির করে রেখেছেন, আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন আমরা যেন, সেসময় জাগ্রত বা নিদ্রিত অবস্থায় থাকি না কেন, তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি। সুতরাং তোমরা পরস্পরকে আশ্বাস দাও, এবং একে অন্যকে গেঁথে তোল, যেইভাবে করে আসছ।

এখন, ভাই, আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি; যাঁরা তোমাদের মধ্যে পরিশ্রম করেন, প্রভুতে তোমাদের পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন ও তোমাদের সদুপদেশ দেন, তাঁদের প্রতি যত্নশীল হও, তাঁদের কাজের কথা ভেবে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাও। নিজেদের মধ্যে শান্তিতে থাক। ভাই, তোমাদের অনুরোধ করছি: যারা উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলে, তাদের সাবধান কর; যারা ভীরু, তাদের উৎসাহিত কর; যারা দুর্বল, তাদের সুস্থির কর; সকলের প্রতি ধৈর্যশীল হও। দেখ, যেন অপকারের প্রতিদানে কেউ কারও অপকার না করে; কিন্তু সবসময় পরস্পরের ও সকলের মঙ্গল অন্বেষণ কর। নিত্যই আনন্দে থাক; অবিরত প্রার্থনা কর; সবকিছুতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর—খ্রীষ্টযীশুতে এই তো তোমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা। আত্মাকে নিভিয়ে দিয়ো না। নবীদের বাণী অবজ্ঞা করো না; সবকিছু যাচাই কর, যা মঙ্গলজনক, তা-ই ধরে রাখ; যত ধরনের অনিষ্ট থেকে দূরে থাক।

স্বয়ং শান্তিবিধাতা ঈশ্বর পূর্ণমাত্রায় তোমাদের পবিত্র করে তুলুন। তোমাদের সমস্ত আত্মা, প্রাণ ও দেহ আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের সেই আগমনের জন্য অনিন্দনীয় হয়ে রক্ষিত হোক। যিনি তোমাদের আহ্বান করেন, তিনি বিশ্বস্ত, যা করবেন বলে বললেন, তা অবশ্যই করবেন।

ভাই, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর।

সকল ভাইকে পবিত্র চুম্বনে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানাও। প্রভুর দোহাই দিয়ে বলছি, এই পত্র যেন সকল ভাইয়ের কাছে পড়ে শোনানো হয়।

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সঙ্গে থাকুক।

শ্লোক ১ থে ৫:৯-১০; কল ১:১৩

প্র ঈশ্বর আমাদের জন্য এ স্থির করে রেখেছেন, আমরা যেন পরিত্রাণ লাভ করি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা, যিনি আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন

উ আমরা যেন তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি।

প্র ঈশ্বর অন্ধকারের কর্তৃত্ব থেকে আমাদের নিস্তার করে তাঁর সেই প্রিয়তম পুত্রের রাজ্যে স্থানান্তর করেছেন,

উ আমরা যেন তাঁর সঙ্গে জীবিতই থাকি।

দ্বিতীয় পাঠ - মার্ক দিয়াদকোস-লিখিত 'সিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা' **৬,২৬,২৭,৩০**

আত্মাদের নির্ণয়-জ্ঞান মনের আস্বাদন-শক্তি দ্বারাই লভ্য

ভুল না করে ভাল-মন্দ নির্ণয় করাই হল প্রকৃত জ্ঞানের আলো। এমনটি ঘটলেই ধর্মময়তার পথ ধর্মময়তার সূর্য সেই ঈশ্বরের দিকে মন চালিত করে, ও সেই মনকে প্রজ্ঞার সীমাহীন দীপ্তির মধ্যে প্রবেশ করায়, যে মন ইতিমধ্যে ভরসার সঙ্গে ভালবাসার অন্বেষণ করে। যারা সংগ্রাম করে, তাদের পক্ষে যে কোন আলোড়নের গতিধারার বাইরে প্রাণকে রক্ষা করা দরকার, যেন মন আগত যত চিন্তা-ভাবনা নির্ণয় ক'রে নিজের স্মরণশক্তির পুণ্যস্থানে সেগুলিকেই রক্ষা করতে পারে যেগুলি উত্তম ও ঈশ্বর থেকে আগত; আর যেগুলি নিকৃষ্ট ও শয়তান থেকে আগত, সেগুলিকে যেন বের করে দিতে পারে। সমুদ্রও শান্ত হলে জেলেদের তলদেশ পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে দেয়, যার ফলে কোন মাছ তাদের চোখের আড়ালে থাকতে পারে না; কিন্তু বাতাসে আলোড়িত হলে সমুদ্র অপরিষ্কার তরঙ্গমালায় সেই সবকিছু লুকোয় যা শান্ত হলে স্পষ্টভাবে দেখায়; ফলে জেলেরা যতই বুদ্ধি খাটায়, তাদের চেষ্টা বৃথাই থাকে।

কিন্তু কেবল পবিত্র আত্মাই মনকে শুচিশুদ্ধ করতে পারেন; সেই শক্তিশালী নিজে না ঢুকলে ও দস্যুকে বিতাড়িত না করলে শিকারটা তার হাত থেকে কেড়ে নেওয়া যেতে পারবে না। সুতরাং পবিত্র আত্মার কাজের শুভফলের উদ্দেশ্যে প্রাণের শান্তি সবসময় রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন; অর্থাৎ কিনা, নিজেদের অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ সবসময় জ্বলন্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। মনের গভীরতম স্থানে সেই প্রদীপ জ্বলন্ত হলে, তবে অপদূতদের যত তিক্ত ও অন্ধকারময় আক্রমণ সেই পুণ্য ও গৌরবময় আলো দ্বারা অনাবৃত শুধু নয়, নিরর্থকও হয়ে যায়।

এজন্যই প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা আত্মাকে নিভিয়ে দিয়ো না*, অর্থাৎ কোন অধর্ম ও নিকৃষ্ট চিন্তা-ভাবনা দিয়ে পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিয়ো না, পাছে তিনি আপন জ্যোতি দ্বারা তোমাদের রক্ষা করায় ক্ষান্ত হন। প্রকৃতপক্ষে সেই সনাতন ও জীবনদায়ী পবিত্র আত্মাকে নিবানো সম্ভব নয়; তবু এমনটি হতে পারে, দুঃখের ভারে তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে আমাদের মন জ্ঞানের আলো বিহীন করে ও অন্ধকারময় ও কুয়াশায় নিমজ্জিত অবস্থায় ফেলে রাখবেন।

মনের নির্ণয়শক্তি হল সেই নিখুঁত আস্বাদন-শক্তি যা দিয়ে সবকিছু বিচার্য। যেমন শরীর সুস্থ হলে আমরা আস্বাদন-শক্তি দ্বারা ভাল ও মন্দ খাদ্য নির্ণয় করে রুচিকর খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হই, তেমনি নিখুঁত সমতা-সম্পন্ন হলে আমাদের মন শত দুশ্চিন্তার মাঝেও ঐশসান্ত্বনাও পূর্ণমাত্রায় অনুভব করতে পারে ও ভালবাসার অনুশীলন দ্বারা সেই সান্ত্বনার স্বাদ কখনও ভুলে যায় না—সেই যে ভালবাসা উচ্চতর মঙ্গলদানের দিকে সর্বদাই আকৃষ্ট, যেমনটি প্রেরিতদূত বলেন, *আমি এজন্য প্রার্থনা করে থাকি, তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে, যেন তোমরা যা যা উত্তম তা-ই সবসময় নির্ণয় করতে পার।*

শ্লোক তোবিত ৪:১৯; ১৪:৮

প্র সবকিছুতেই প্রভু পরমেশ্বরকে বল ধন্য। তাই চাও তাঁর কাছে: তিনি যেন তোমার পথসকল পরিচালনা করেন;

উ তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

প্র সত্যের শরণে ঈশ্বরের সেবা কর; তিনি যাতে প্রীত, তোমরা তেমন কাজই কর;

উ তবেই তোমার যত পথ ও সঙ্কল্প সফল হবে।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ৯:১-১৮

পলের স্বাধীনতা ও তাঁর ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ

আমি কি স্বাধীন নই? আমি কি প্রেরিতদূত নই? আমাদের প্রভু যীশুকে আমি কি দেখিনি? তোমরা কি প্রভুতে আমার কাজের ফল নও? যদিও অন্যান্যদের কাছে আমি প্রেরিতদূত নই, তবু তোমাদের কাছে আমি তাই বটে, কারণ প্রভুতে তোমরাই প্রেরিতদূত এই আমারই কাজের সীলমোহর। যারা আমার বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করে, তাদের কাছে আত্মপক্ষ সমর্থনে এ-ই আমার উত্তর। খোরাক পাবার অধিকার কি আমাদের নেই? জায়গায় জায়গায় একজন ধর্মবোনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অধিকার কি আমাদের নেই? অন্যান্য প্রেরিতদূত ও প্রভুর ভাইয়েরা ও কেফাসও কি তাই করেন না? কিংবা কাজ না করার অধিকার কি শুধু আমার ও বার্নাবাসের নেই? কোন্ সৈন্য নিজের খরচে সৈনিকের কাজ করে? আর কেইবা আঙুরখেত চাষ করে কিন্তু তার ফল খায় না? আবার, কে পাল চরায়, কিন্তু পালের দুধ খায় না? একথা কি মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমার নিজেরই কথা, না বিধানেরও নিজেরই কথা? কেননা মোশীর বিধানে লেখা আছে, *যে বলদ শস্য মাড়াই করছে, তার মুখে জালতি বাঁধবে না।* বলদকে নিয়েই কি ঈশ্বরের চিন্তা? নাকি তিনি ঠিক আমাদেরই লক্ষ্য করে কথাটা বললেন? বস্তুত আমাদেরই খাতিরে কথাটা লেখা হয়েছে, কারণ যে চাষ করে, তার উচিত, প্রত্যাশাতেই চাষ করা, যেভাবে যে শস্য মাড়াই করে, তার উচিত, নিজের অংশ পাবার প্রত্যাশাতেই শস্য মাড়াই করা। আমরা যখন তোমাদের মধ্যে আত্মিক বীজ বুনেছি, তখন যদি তোমাদের কাছ থেকে পার্থিব ফসল সংগ্রহ করি, তবে তা কি তত বিরাট দাবি? যখন তোমাদের উপরে তেমন অধিকার অন্যান্যদেরই আছে, তখন কি আমাদের বেশি অধিকার নেই? অথচ আমরা এই অধিকার অনুশীলন করি না, সমস্ত কিছুই বরং সহ্য করি, যেন খ্রীষ্টের সুসমাচারের কোন বাধা সৃষ্টি না করি। তোমরা কি জান না যে, যারা মন্দিরে কাজ করে, তারা মন্দির থেকেই খাবার পায়, আর যারা যজ্ঞবেদিতে যজনকর্ম করে, তারা যজ্ঞবেদিতে উৎসর্গ-করা বলির অংশ পায়? তেমনি প্রভু সুসমাচার-প্রচারকদের জন্য এই নিয়ম দিয়েছিলেন যে, সুসমাচার-প্রচারই হবে তাদের জীবিকা। আমি কিন্তু এই সমস্ত অধিকারের একটাও অনুশীলন করিনি; আর যেন আমার সম্বন্ধে সেইমত ব্যবহার করা হয়, এজন্যই যে এই সমস্ত কথা লিখছি, তা নয়; এর চেয়ে আমি বরং মরতাম। কিন্তু কেউই আমার এই গর্ব নস্যাৎ করতে পারবে না! কেননা আমি যদিও সুসমাচার প্রচার করি, তবু আমার পক্ষে তাতে গর্ব করার কিছু নেই, কারণ তা করতে আমি নিজেকে বাধ্যই মনে করি; ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার প্রচার না করতাম! বস্তুত আমি যদি নিজে থেকেই তা করতাম, তবে আমার মজুরি পাবার অধিকার থাকত; কিন্তু যদি নিজে থেকেই না করি, তবে তা এমন কর্তব্য যা আমার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। তাহলে আমার মজুরি কী? মজুরি এই যে, সুসমাচার প্রচার কাজে আমার যা পাবার অধিকার আছে, তা অনুশীলন না করে আমি কোন মজুরিই প্রত্যাশা না রেখে সুসমাচার প্রচার করে চলি।

শ্লোক ১ করি ৯:১৬,২ দ্রঃ

প্র সুসমাচার প্রচার করা আমার পক্ষে গর্ব নয়, বরং কর্তব্য।

উ ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার না প্রচার করি!

প্র যদিও অন্যান্যদের কাছে আমি প্রেরিতদূত নই, তবু তোমাদের কাছে আমি তাই বটে, কারণ প্রভুতে তোমরাই প্রেরিতদূত এই আমারই কাজের সীলমোহর।

উ ধিক্ আমাকে, যদি সুসমাচার না প্রচার করি!

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৪র্থ পুস্তক ২

প্রেরিতদূতেরা জগতের কাছে আনন্দের সংবাদ দেন

আকাশমণ্ডল, আনন্দ কর, কারণ প্রভু ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন; হে পৃথিবীর ভিত, তুরি বাজাও। ঈশ্বর ইস্রায়েলের প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায়—দেহগত ইস্রায়েলের প্রতি শুধু নয়, আধ্যাত্মিক ইস্রায়েলেরও

প্রতি করুণা দেখিয়েছেন বিধায় আকাশমণ্ডল উল্লাস করতে করতে পৃথিবীর ভিত তথা সুসমাচারের দৈববাণীর সেবকেরাই তুরি বাজাচ্ছিলেন, ও তাঁদের তীব্রতম কণ্ঠস্বর সর্বস্থানে ছড়িয়ে পড়ছিল। পবিত্র তুরির মতই যেন তাঁরা চারদিকে নিজেদের সুর ধ্বনিত করলেন; তাতে সর্বস্থানের ভীনজাতিদের কাছে ত্রাণকর্তার গৌরবের কথা ঘোষণা করলেন ও খ্রীষ্টজ্ঞান লাভ করতে তাদের সকলকেই আহ্বান করলেন যারা পরিচ্ছেদন থেকে আগত ও যারা পূর্বে স্রষ্টার চেয়ে সৃষ্টির দিকেই নিজেদের উপাসনার অঞ্জলি নিবেদন করছিল।

তবু আমরা কেনই বা প্রেরিতদূতদের পৃথিবীর ভিত বলে অভিহিত করি? বস্তুতপক্ষে খ্রীষ্টই সবকিছুর ভিত ও অবিচল অবলম্বন; তিনিই তো সবকিছু সুসংবদ্ধ করে রাখেন ও ধারণ করে থাকেন যেন সেই সবকিছু দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকে; কেননা আমরা সকলে তাঁর উপরেই গাঁথা; হ্যাঁ, আমরা হলাম সেই আত্মিক গৃহ যা সেই পবিত্র মন্দির হবার জন্য, তাঁর আপন আবাস হবার জন্যই পবিত্র আত্মা দ্বারা একত্রে সুসংবদ্ধ হয়েছে, কেননা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট আমাদের হৃদয়ে বাস করেন।

আরও, সেই প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাগণ আমাদের কাছাকাছি ভিত হিসাবেও গণ্য হতে পারেন, যেহেতু তাঁরাই খ্রীষ্টের প্রত্যক্ষ সাক্ষী, ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য তাঁর বাণীর সেবক। তাই আমরা যখন বুঝতে পারব যে তাঁরা যা যা সম্প্রদান করে এসেছেন তা আমাদের পক্ষে পালনীয়, তখনই আমরা এমন খাঁটি বিশ্বাস রক্ষা করতে পারব, যা কোন কিছুতেই খ্রীষ্ট থেকে সরে যায় না, বিপথেও যায় না। কেননা যখন ধন্য পিতর অনিন্দনীয় প্রজ্ঞায় এ কথায় তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্বীকার করেছিলেন *আপনিই সেই খ্রীষ্ট, জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র*, তখন খ্রীষ্ট এই উত্তর দিয়েছিলেন: *তুমি পিতর, আর এই শৈলের উপরে আমি আমার মণ্ডলী গেঁথে তুলব*, যার অর্থ—আমার মতে—হল যে, সেই পাথর হল শিষ্যের বিশ্বাসের অবিচল শৈল।

সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বললেন, *তাঁর ভিত পবিত্র পর্বতশ্রেণীর চূড়ায়।* পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে প্রেরিতদূত ও সুসমাচার-রচয়িতাদের এ তুলনা সত্যি উপযুক্ত, কারণ তাঁদের খ্রীষ্টজ্ঞান উত্তরপুরুষদের জন্য ভিত্তির মতই দৃঢ়স্থাপিত হল, যারা তাঁদের জালে পড়ে ধর্মান্তরিত হবে, তাদের যেন এমনটি না ঘটে যে, তারা বিশ্বাস-ভ্রান্তিতে পড়বে। সুতরাং 'পৃথিবীর ভিত সত্যিই তুরি বাজাল', এপ্রসঙ্গে আমার উপস্থাপিত ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়; কেননা মোশী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথা বলছিলেন বটে, কিন্তু কথা বলতে ধীর ছিলেন; বিধানের কণ্ঠও তত দূরে শোনা যেত না, কেবল যুদেয়ার মধ্যেই শোনা যেত। অতএব, তোমরা যাঁরা খ্রীষ্টের দূত হিসাবে নিযুক্ত, তুরি বাজাও! হ্যাঁ, *সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের কণ্ঠ, বিশ্বের প্রান্তসীমায় তাঁদের বচন।* প্রভুর প্রেরিতদূতেরা সত্যিই সুপরিচিত ছিলেন; সকলেই তাঁদের চিনে নিতে পারত; তাঁদের কর্ম ও বাণীর জন্য ছিলেন বিখ্যাত, এবং সর্বস্থানে সকলেই তাঁদের পরিচয় জানত। সুসমাচারের দৈববাণীর প্রচারক ও খ্রীষ্টের অনুগ্রহদানগুলির সেবক রূপে তাঁরা এখনও জগতের কাছে আনন্দের সংবাদ ঘোষণা করে চলেন; কেননা যেখানে পাপের ক্ষমা রয়েছে, ও রয়েছে বিশ্বাস গুণে ধর্মময়তালাভ, পবিত্র আত্মার সহভাগিতা, দত্তকপুত্রত্বের জ্যোতি, স্বর্গরাজ্য, ও অচিন্তনীয় অবর্ণনীয় মঙ্গলদানগুলির নিশ্চিত প্রত্যাশা, সেখানে অনির্বাণ আনন্দ ও উল্লাসও বিরাজিত।

শ্লোক শিষ্য ১৩:৪৮,৪৯

প্র ঈশ্বরের বাণী শুনে বিজাতীয়রা আনন্দিত হল,
উ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।
প্র প্রভুর বাণী সর্বস্থানেই পরিব্যাপ্তি লাভ করল,
উ এবং অনন্ত জীবন লাভের জন্য নিরূপিত সকল মানুষ বিশ্বাসী হল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ থে ১:১-১২

প্রীতি-শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ-স্তুতি

আমরা, পল, সিল্ভানুস ও তিমথি, আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টে আশ্রিত থেসালোনিকীয় মণ্ডলীর সমীপে: পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশুখ্রীষ্ট থেকে অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের উপর বর্ষিত হোক। ভাই, আমরা

তোমাদের জন্য সবসময় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য; আর তেমনটি করা সমীচীন বটে, কেননা তোমাদের বিশ্বাস খুবই বৃদ্ধিশীল, এবং পরস্পরের প্রতি তোমাদের প্রত্যেকের ভালবাসা উপচে পড়ছে। তাই, তোমরা যে সমস্ত নির্যাতন ও ক্লেশ সহ্য করছ, তার মধ্যে এমন নিষ্ঠা ও বিশ্বাস দেখাচ্ছ যে, আমরা ঈশ্বরের মণ্ডলীগুলোর মধ্যে তোমাদের নিয়ে গর্ববোধ করছি। তেমন কিছু ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের স্পষ্ট একটা লক্ষণ; হ্যাঁ, তোমরা যে রাজ্যের খাতিরে দুঃখকষ্ট ভোগ করছ, ঈশ্বরের সেই রাজ্যের যোগ্য বলে গণ্য হবেই। কেননা এতে ঈশ্বরের ন্যায্যতাই প্রকাশ পাচ্ছে: যারা তোমাদের ক্লেশ দিচ্ছে, প্রতিফলে তিনি তাদের ক্লেশ দেবেন, এবং তোমরা যারা এখন এত ক্লেশ ভোগ করছ, তিনি আমাদের সঙ্গে তোমাদেরও আরাম দেবেন সেইদিনে, যেদিন প্রভু যীশু তাঁর পরাক্রান্ত দূতবাহিনীর সঙ্গে স্বর্গ থেকে *জ্বলন্ত অগ্নিশিখায়* আবির্ভূত হবেন, এবং *যারা ঈশ্বরকে মানে না* ও আমাদের প্রভু যীশুর সুসমাচারের প্রতি বাধ্য হয় না, *তাদের যোগ্য দণ্ড দেবেন।* তারা প্রভুর শ্রীমুখ থেকে ও *তাঁর শক্তির গৌরব থেকে দূরে বঞ্চিত হয়ে* চিরন্তন বিনাশে দণ্ডিত হবে; তেমনটি সেইদিনে ঘটবে, যেদিন তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবার জন্য ও তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বিস্ময়ের পাত্র হবার জন্য তিনি আসবেন, যেহেতু আমাদের সাক্ষ্যদান তোমাদের মধ্যে বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়েছে। এই কারণেও আমরা তোমাদের জন্য সবসময় প্রার্থনা করে থাকি, যেন আমাদের ঈশ্বর তোমাদের তাঁর আহ্বানের যোগ্য করে তোলেন ও তাঁর পরাক্রম গুণে তোমাদের মঙ্গলকর যত সদিচ্ছা ও বিশ্বাসের যত কর্মপ্রচেষ্টা সুসম্পন্ন করে তোলেন; যেন আমাদের ঈশ্বরের ও প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ অনুসারে আমাদের প্রভু যীশুর নাম তোমাদের মধ্যে গৌরবান্বিত হয়—তোমরাও তাঁর মধ্যে।

শ্লোক ২ থে ১:১০; সাম ১৪৫:১৭ দ্রঃ

প্র যখন প্রভু আসবেন তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবার জন্য, তখন
উ তিনি তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বিস্ময়ের পাত্র হয়ে উঠবেন।
প্র প্রভু সকল বাণীতে বিশ্বাসযোগ্য, সকল কাজে কৃপাময়:
উ তিনি তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বিস্ময়ের পাত্র হয়ে উঠবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - যেরুসালেমের বিশপ সাধু সিরিলের ধর্মশিক্ষা **১৩শ ধর্মশিক্ষা ১,৩,৬,২৩**

নির্যাতনের সময়েও ক্রুশ হোক তোমার আনন্দ

খ্রীষ্টের যে কোন কাজ যে কাথলিক মণ্ডলীর গৌরবের উৎস, তা অনস্বীকার্য, তবু ক্রুশই তো সমস্ত গৌরবের গৌরব; এজন্য পল বলেন, *আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশে ছাড়া আমি যেন অন্য কিছুতেই গৌরববোধ না করি।*

সিলোয়া-পুষ্করিণীর ধারে সেই জন্মান্ধ যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিল, তা অবশ্যই আশ্চর্যের বিষয় ছিল, তবু সারা বিশ্বের অন্ধদের কী লাভ হল? লাজার যে চতুর্থ দিনে পুনরুজ্জীবিত হলেন, তাও এমন কাজ যা অবশ্যই মহান ও অলৌকিক, তবু তেমন অনুগ্রহ কেবল তাঁকেই স্পর্শ করল: সমগ্র জগতে যারা পাপে মৃত অবস্থায় ছিল, তাদের কী লাভ হল? পাঁচটা রুটি দিয়ে সেই যে হাজার হাজার লোক জলের উৎসের মতই অফুরন্ত খাদ্য পেয়েছিল, তাও আশ্চর্য কাজ বটে, তবু সারা বিশ্বে যারা অজ্ঞতার ক্ষুধায় ভুগছিল, তাদের কী লাভ হল? সেই যে নারী আঠারো বছর ধরে শয়তানের বাঁধনে আবদ্ধা হয়ে ছিল, তাকে মুক্তি দেওয়া অবশ্যই একটা আশ্চর্য কাজ হয়েছিল, তবু তুমি যখন চিন্তা কর যে আমরা আমাদের পাপের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, তখন এ কাজের কী লাভ?

অন্যদিকে ক্রুশের গৌরব তাদেরও আলোকিত করল যারা অজ্ঞতার দরুন অন্ধ ছিল, তাদের সকলকেও মুক্তি দিল যারা পাপের অধীনে বন্দি ছিল, ও সারা বিশ্বের সকল মানুষের মুক্তিকর্ম সাধন করল।

সুতরাং এসো, আমরা যেন কখনও ত্রাণকর্তার ক্রুশের বিষয়ে লজ্জাবোধ না করি, তাতে বরং যেন গৌরববোধ করি। প্রকৃতপক্ষে ক্রুশের বাণী ইহুদীদের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ, বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর, কিন্তু আমাদের কাছে পরিত্রাণ। যারা বিনাশপথে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশ মূর্খতা; আমরা কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম; কেননা যিনি আমাদের প্রাণের জন্য মরছিলেন, তিনি তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র, ছিলেন মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর।

সেই যে মেষশাবক, যা মোশীর বিধান অনুযায়ী বলীকৃত ছিল, একসময় সেই মেষশাবক যমদূতকে দূরে রাখছিল, তার তুলনায় বিশ্বপাপহর ঈশ্বরের মেষশাবক কি শ্রেয়তর পাপমুক্তি সাধন করবেন না? বুদ্ধিহীন মেষের রক্ত যখন পরিত্রাণ এনে দিত, তখন কি ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের রক্ত শ্রেয়তর মুক্তি এনে দেবে না?

তিনি তো বাধ্য হয়ে প্রাণ দেননি, পরের বলপ্রয়োগেও তাঁকে হত্যা করা হয়নি, বরং স্বেচ্ছায়ই নিজেকে সঁপে দিলেন। শোন তিনি কী বলছেন, *আমার প্রাণ দেওয়ার অধিকার আমার আছে, আবার তা ফিরে পাবার অধিকার আমার আছে।* অতএব তিনি স্বেচ্ছাকৃত সঙ্কল্পেই যন্ত্রণাভোগের দিকে এগিয়ে এলেন—তেমন উৎকৃষ্ট কাজের জন্য তিনি ছিলেন আনন্দিত, ছিলেন বিজয়মালার জন্য উল্লসিত, মানবপরিত্রাণের জন্য গর্বিত: সেই ক্রুশের জন্য লজ্জাবোধ করছিলেন না, কারণ তা দ্বারা তিনি বিশ্বকে পরিত্রাণ দান করছিলেন। আর যিনি যন্ত্রণাভোগ করছিলেন, তিনি গৌণ মানুষ ছিলেন না, কিন্তু ছিলেন মানুষ-হওয়া-ঈশ্বর, আর সেই অনুসারে তিনি বাধ্যতার পুরস্কারের জন্য লড়াই করতে যাচ্ছিলেন।

ক্রুশ যেন কেবল শান্তির দিনে তোমার আনন্দ না হয়; কিন্তু নির্যাতনের দিনেও তার প্রতি বিশ্বস্ত থাক, যাতে এমনটি না হয় যে, শান্তির দিনে তুমি যীশুর বন্ধু ও যুদ্ধের দিনে তাঁর শত্রু। তবে এখন তোমার পাপের মুক্তি ও তোমার রাজার আত্মিক উপহার গ্রহণ কর; আর যখন যুদ্ধ দেখা দেবে, তখন তোমার রাজার জন্য বীরের মতই সংগ্রাম কর।

খ্রীষ্ট তোমার জন্য ক্রুশবিদ্ধ হলেন, অথচ তিনি কোন পাপ করেননি: তবে তুমি কি তাঁরই জন্য নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেবে না যিনি তোমার প্রাণের জন্য ক্রুশে বিদ্ধ হলেন? তুমি উপহার দান করছ এমন নয়, আগেই তুমি তা পেয়েছিলে; যিনি তোমার জন্য গলগথায় ক্রুশবিদ্ধ হলেন, তোমার ঋণ তাঁর কাছে শোধ করায় তুমি এখন এমনি কৃতজ্ঞতাই দেখাচ্ছ।

শ্লোক ১ করি ১:১৮,২৩

প্র যারা বিনাশের দিকে চলছে, তাদের কাছে ক্রুশের বাণী মূর্খতার নামান্তর;
উ কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম।
প্র আমরা এমন ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ইহুদীদের পক্ষে স্খলনের কারণ ও বিজাতীয়দের কাছে মূর্খতার নামান্তর;
উ কিন্তু যারা পরিত্রাণ পাচ্ছি, সেই আমাদের কাছে তা ঈশ্বরের পরাক্রম।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ৯:১৯-২৭

আদর্শবান সাধু পল

ভ্রাতৃগণ, কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, যেন বহু মানুষকে জয় করতে পারি। ইহুদীদের কাছে আমি একজন ইহুদীর মত হয়েছি; যেন ইহুদীদের জয় করতে পারি; নিজে [ঈশ্বরের] বিধান-অধীন না হয়েও আমি বিধান-অধীনদের কাছে বিধান-অধীন একজনের মত হয়েছি, যেন বিধান-অধীনদের জয় করতে পারি। [ঈশ্বরের] বিধান-বিহীন না হয়েও, বরং খ্রীষ্টের বিধান-বাসী হয়েও আমি বিধান-বিহীন একজনের মত হয়েছি, যেন বিধান-বিহীনদের জয় করতে পারি। দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল, যেন দুর্বলদের জয় করতে পারি; সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি। সুসমাচারের জন্য আমি সবই করি, যেন তাদের সঙ্গে তার সহভাগী হতে পারি। তোমরা কি এই কথা জান না যে, ক্রীড়াঙ্গনে যারা দৌড়োয়, তারা সকলেই দৌড়োয় বটে, কিন্তু মাত্র একজন পুরস্কার পায়? তোমরা এমনভাবেই দৌড়োও যেন সেই পুরস্কার পাও। প্রত্যেক প্রতিযোগী সবরকম আত্মসংযম অভ্যাস করে থাকে; তারা তা করে

একটা ক্ষয়শীল মুকুট পাবার জন্য, আমরা কিন্তু অক্ষয়শীল একটা মুকুট পাবার জন্য। আমি তো দৌড়োই বটে, কিন্তু লক্ষ্যহীন ভাবে নয়! মুষ্টিযুদ্ধ করি, কিন্তু শূন্যে আঘাত ক'রে নয়! আমি বরং আমার দেহ কঠোরভাবে শাসন ক'রে নিয়ন্ত্রণেই রাখি, পাছে অন্যের কাছে প্রচার করার পর নিজেই বাদ হয়ে পড়ি।

শ্লোক ১ করি ৯:১৯,২২; সিরা ২৪:৩৪ দঃ

প্র কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, দুর্বলদের কাছে হয়েছি দুর্বল,
উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।
প্র দেখ, আমি শুধু আমার নিজেরই জন্য নয়, বরং সত্যের অন্বেষীদের জন্যও কাজ করেছি;
উ সকলের কাছে সবকিছু হয়েছি, যেন যে কোন উপায়ে কয়েকজনকে পরিত্রাণ করতে পারি।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যাণ্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'পুরোহিতদের প্রতি' ১২শ পর্ব

হও সকলের সেবক

আপনারা যাঁরা আত্মাদের পরিচালক, বিভিন্ন কাজের মধ্যে, বিশেষভাবে চিন্তা করুন কতই না কঠিন আপনাদের আসল দায়িত্ব, যথা আত্মাদের পরিচালনা করা, এক একটার স্বভাব অনুসারে উপযুক্ত সেবা দান করা, সকলের কাছে নিজেদের এমনভাবে সমরূপ করা যাতে সকলের উপর আপনাদের প্রভুত্ব থাকলেও সেবকদের সঙ্গে আপনাদের কোন পার্থক্য না থাকে। এজন্য আপনাদের মধ্যে যিনি মহান, কনিষ্ঠদের মত হওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেকে ঈশ্বরের দাসানুদাস বলে অভিহিত হতে দ্বিধা করেন না।

প্রেরিতদূত এ সেবাকর্মের বিধান দেখাতে গিয়ে একথা বলেন, *কারও অধীন না হয়েও আমি সকলের কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছি, যেন বহু মানুষকে জয় করতে পারি।* একই বিষয়ে এ কথাও লেখা রয়েছে: *তুমি যত বড় হও, তত বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার কর।* যে পদমর্যাদা গৌণতর ব্যাপার তুচ্ছ করে, সেই পদমর্যাদা পদমর্যাদা-নামের যোগ্য নয়। বিনম্রতাই সমস্ত মর্যাদার উৎস ও রক্ষাকর্তা।

সুতরাং যাঁরা পদমর্যাদার অধিকারী, তাঁরা সবকিছুতে নিজেদের বিনম্র দেখাতে চেষ্টা করুন বিনম্রতার সদ্‌গুরু সেই খ্রীষ্টের আদর্শে, যিনি প্রধান হয়েও সকলের শেষে থাকতে চাইলেন, এমনকি শিষ্যদের পায়েই আনত হলেন। নিজের বিনম্রতার উজ্জ্বল আদর্শে খ্রীষ্ট গৌণতম জিনিসের দিকেই আপনাদের আকর্ষণ করছেন, যাতে আপনারা দাসদের দাসও হতে পারেন। অতএব, *খ্রীষ্টযীশুতে যে মনোভাব ছিল, তা তোমাদের মধ্যেও যেন থাকে: অবস্থায় ঈশ্বর হয়েও তিনি দাসের অবস্থা ধারণ করে নিজেকে নিঃস্ব করলেন।*

আর যদিও আপনারা ঐশ্বরিক অবস্থার অধিকারী, তবু নিজেদের নমিত করে দাসের অবস্থা ধারণ করুন—মানুষের জন্য মানুষ হোন, দুর্বলদের জন্য দুর্বল হোন, নিজেদের মাথায় সকলের প্রয়োজন ও অসুস্থতা বহন করুন, যেমনটি পল বলেন, *কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?* সুতরাং সকলের চেয়ে আপনাদেরই কষ্টভোগ করতে হবে, কারণ আপনারা সকলের হয়েই কষ্টভোগ করছেন।

খ্রীষ্টকে ভালবাসলে তবে ধর্মময়তাও ভালবাসুন; কারণ তিনি তখনই *আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত প্রজ্ঞা ও ধর্মময়তা,* যখন পাপ না জানলেও আমাদের জন্য পাপস্বরূপ হলেন আমরা যেন তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হয়ে উঠি। খ্রীষ্ট পাপার্থে বলি হলেন, এবং উত্তম পালকরূপে নিজের মেষগুলির জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়ে *তোমাদের জন্য একটি আদর্শ রেখে গেলেন, তোমরা যেন তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে পার।* আপন রক্তমূল্যে খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে কিনলেন, এবং তার প্রতি তাঁর অপর্যাপ্ত ভালবাসা দেখাতে গিয়ে তার জন্য রক্ত দান করে ভালবাসা ছড়িয়ে দিলেন। তেমন মহামূল্যে কেনা, তেমন প্রিয়, তেমন ভালবাসার পাত্রী সেই মণ্ডলীকে তিনি আপনাদের উপর নির্ভর করে আপনাদেরই হাতে তুলে দিলেন, আপনাদের তত্ত্বাবধানেই রেখে গেলেন, যাতে আপনাদের মধ্য দিয়ে *বরের হৃদয় তার উপর ভরসা রাখতে পারে।* সুতরাং, আপনারা খ্রীষ্টকে যতখানি ভালবাসেন ও খ্রীষ্ট আপনাদের উপর নির্ভর করতে পারেন, ততখানি তাঁর কনেকে বিশ্বাস ক্ষেত্রে পালন করুন, তার জন্য অধিক সতর্ক থাকুন—নিজেদের জন্য নয়, তাঁরই জন্য—আপনারা যেন তাকে *শুচি কনের* মত তার

আপন বর আমাদের প্রভু সেই খ্রীষ্টেরই কাছে উপনীত করতে পারেন, যিনি সবার ঊর্ধ্বে যুগ যুগ ধরে ধন্য পরমেশ্বর! আমেন।

শ্লোক সিরা ৩২:১; মার্ক ৯:৩৫

প্র লোকে কি তোমাকে ভোজপতি করেছে? গর্বোদ্ধত হয়ো না;
উ সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর; তাদের যত্ন কর।
প্র কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তবে সে যেন সকলের শেষে থাকে ও সকলের সেবক হয়।
উ সকলের সঙ্গে সাধারণ একজনের মত ব্যবহার কর; তাদের যত্ন কর।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ থে ২:১-১৭

প্রভুর আগমনের দিন

ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আগমন সম্বন্ধে ও তাঁর কাছে আমাদের সম্মিলিত হওয়া সম্বন্ধে আমরা তোমাদের অনুরোধ করছি, তোমরা কোন আত্মিক প্রেরণা দ্বারা বা কোন বিশেষ বাণী দ্বারা বা আমাদেরই বলে ধরে নেওয়া এমন কোন পত্রও দ্বারা তত সহজে নিজেদের প্রবঞ্চিত হতে দিয়ো না, অস্থিরও হয়ে উঠো না, কেমন যেন প্রভুর দিন এসেই গেছে; কেউ আদৌ যেন তোমাদের না ভোলায়, কেননা প্রথমে সেই মহাবিদ্রোহ দেখা দেবে, এবং জঘন্য কর্মের সেই পুরুষ, সেই বিনাশ-সন্তানও আবির্ভূত হবে, সেই যে পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, এবং যা কিছু ঈশ্বর ব'লে অভিহিত বা যা কিছু আরাধনার পাত্র, *সেইসব কিছুর উপরে নিজেকে উন্নীত করবে*, এমনকি ঈশ্বরের পবিত্রধামে *আসন নিয়ে নিজেকেই ঈশ্বর বলে* দাবি করবে।

তোমাদের কি মনে পড়ে না, আমি আগে যখন তোমাদের কাছে ছিলাম, তখনও এই সমস্ত কথা তোমাদের বলছিলাম? আর সে যেন নির্ধারিত লগ্নের আগে আবির্ভূত না হয়, এর জন্য যে কী তাকে বাধা দিয়ে রাখছে, তাও তোমরা জান। এর মধ্যে অধর্মের রহস্য বাস্তব রূপ পাচ্ছে বটে, কিন্তু এ আবশ্যক যে, তাকে যে বাধা দিয়ে রাখছে, তাকেই আগে দূর করে দেওয়া হবে; তখনই সেই জঘন্য কর্মের সাধক আবির্ভূত হবে, এবং প্রভু যীশু *নিজের মুখের এক ফুঁ দিয়ে* তাকে ধ্বংস করবেন ও নিজের আগমনের গৌরবময় আবির্ভাবে তাকে নস্যাৎ করে দেবেন। সেই জঘন্য কর্মের সাধকের আগমন শয়তানের কর্মশক্তি অনুসারে সাধিত সব ধরনের মিথ্যা পরাক্রম-কর্ম, চিহ্ন ও অলৌকিক লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত হবে; আবার চিহ্নিত হবে অধর্মশক্তির যত ধরনের প্রতারণা দ্বারা, যা তাদেরই লক্ষ করবে যারা বিনাশের দিকে চলছে; কারণ তারা পরিত্রাণ পাবার জন্য সত্যের ভালবাসা গ্রহণ করেনি। এজন্য ঈশ্বর তাদের উপর ভ্রান্তিময় কর্মশক্তি পাঠান, যেন তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে, এর ফলে যেন সেই সকলেই বিচারিত হয়, যারা সত্যে বিশ্বাস না রেখে শঠতায় প্রসন্ন ছিল।

কিন্তু, হে ভাই, হে প্রভুর ভালবাসার পাত্র, আমরা তোমাদের জন্য ঈশ্বরকে সবসময় ধন্যবাদ জানাতে বাধ্য, কারণ ঈশ্বর আত্মার পবিত্রীকরণের মাধ্যমে ও সত্যের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে প্রথমফসলস্বরূপ তোমাদেরই বেছে নিয়েছেন; এবং সেইজন্য আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের গৌরবলাভের উদ্দেশ্যে আমাদের সুসমাচারের মাধ্যমে তোমাদের আহ্বানও করেছেন। সুতরাং, ভাই, স্থিতমূল থাক, এবং সেই পরম্পরাগত শিক্ষা আঁকড়ে ধরে থাক, যা আমাদের মুখ বা পত্র থেকে পেয়েছ। আর আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট নিজে, এবং যিনি আমাদের ভালবেসেছেন, এবং অনুগ্রহ ক'রে আমাদের চিরন্তন আশ্বাস ও শুভ প্রত্যাশা দিয়েছেন, আমাদের সেই পিতা ঈশ্বর তোমাদের হৃদয়ে আশ্বাস সঞ্চার করুন, এবং শুভ যত কর্মে ও কথায় সুস্থির করুন।

শ্লোক মথি ২৪:৩০; ২ থে ২:৮

প্র মানবপুত্রের চিহ্নটা আকাশে দেখা দেবে,
উ তারা তখন দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসছেন।

℣ তখনই সেই জঘন্য কর্মের সাধক আবির্ভূত হবে, এবং প্রভু যীশু নিজের মুখের এক ফুঁ দিয়ে তাকে ধ্বংস করবেন।

℟ তারা তখন দেখতে পাবে, মানবপুত্র সপরাক্রমে ও মহাগৌরবে আসছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - চতুর্থ শতাব্দীর আধ্যাত্মিক লেখকের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৮:৭-১১**

খ্রীষ্টের পরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণ হও

যারা ঈশ্বরের সন্তান হতে ও পবিত্র আত্মায় নবজন্ম লাভ করতে যোগ্য বলে পরিগণিত, এবং নিজেদের মধ্যে আলোদানকারী ও নবসৃষ্টিকারী খ্রীষ্ট থাকায় পবিত্র আত্মা দ্বারা নানা ভাবে চালিত ও অন্তরের পরম শান্তিতে অনুগ্রহ দ্বারা অদৃশ্যভাবে পরিচালিত, তারা সত্যিই ধন্য। মানবজাতির জন্য তারা সময় সময় কেমন যেন শোকে ও দুঃখে নিমজ্জিত, এবং সকল মানুষের জন্য অবিরত প্রার্থনা নিবেদন ক'রে মানবসমাজের প্রতি তাদের জ্বলন্ত প্রেমের খাতিরে অশ্রুজল ফেলে। অন্য সময় তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা এমন উল্লাসে ও ভালবাসায় উদ্দীপ্ত যে, সম্ভব হলে ভাল মন্দ নির্বিশেষে সকল মানুষকেই নিজেদের অন্তরে বরণ করত। অন্য সময় তারা নিজেদের বিনম্রতা হেতু সকলের সর্বনিম্নেই নিজেদের মনে করে, সকলের চেয়ে নিজেদেরই নগণ্য ও নিকৃষ্ট মনে করে। অন্য সময় তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনির্বচনীয় আনন্দের অধিকারী; অন্য সময় এমন বীরের মতই প্রতীয়মান, যে বীর রাজার রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে শত্রুদের বিরুদ্ধে বীর্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তাদের পরাজিত করে। একই প্রকারে পবিত্র আত্মার অস্ত্র ধারণ করে আত্মিক মানুষ শত্রুদের আক্রমণ করে তাদের পরাজিত ও পদদলিত করে।

সময় সময় আত্মা কেবল আত্মিক আনন্দে, অবর্ণনীয় শান্তিতে ও শ্রেয়তম অবস্থায় অবস্থান ক'রে পরম নীরবতা, নিস্তব্ধতা ও শান্তিতে বিশ্রাম করে। অন্য সময় আত্মা বিশেষ জ্ঞান বা অনির্বচনীয় প্রজ্ঞা কিংবা পবিত্র আত্মার গোপন শিক্ষা বিষয়ে অনুগ্রহ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে; তখন আত্মা এমন কিছু জানতে পারে যা কোন ভাষা বর্ণনা করতে অক্ষম। অন্য সময় আত্মা সাধারণ মানুষের মত হয়।

এভাবে অনুগ্রহ নানাভাবে আত্মার মধ্যে সঞ্চারিত হয় ও ঐশইচ্ছা অনুসারে আত্মাকে নবসৃষ্ট করে নানাভাবে তাকে চালিত করে; আবার অনুগ্রহ নানাভাবে আত্মাকে এমন চর্চা করায় যেন স্বর্গীয় পিতার কাছে তাকে অক্ষুণ্ন, অনিন্দনীয় ও পবিত্র বলে উপনীত করতে পারে।

সুতরাং এসো, আমরাও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি; ভক্তি ও মহা প্রত্যাশায়ই প্রার্থনা করি, যেন পবিত্র আত্মা দানের স্বর্গীয় অনুগ্রহ আমাদের মঞ্জুর করা হয়, যাতে সেই পবিত্র আত্মা আমাদেরও পরিচালনা করেন, ঐশইচ্ছার দিকে আমাদের চালিত করেন ও এমন নানা বিশ্রাম দানে আমাদের পরিপুষ্ট করে তোলেন আমরা যেন তাঁর পরিচালনা, অনুগ্রহের চর্চা ও আত্মিক গতি গুণে খ্রীষ্টের সিদ্ধ পরিপূর্ণতার কাছে পৌঁছতে যোগ্য হয়ে উঠি— প্রেরিতদূত যেভাবে বলেছিলেন, *তোমরা যেন খ্রীষ্টের সমস্ত পূর্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠ।*

শ্লোক ১ যোহন ২:২০,২৭; যোয়েল ২:২৩

℣ সেই পরমপবিত্রজনের কাছ থেকে যে তৈলাভিষেক পেয়েছ, তা তোমাদের অন্তরে রয়েছে; তোমাদের এমন প্রয়োজন নেই যে, কেউ তোমাদের শিক্ষা দেবে, যেহেতু

℟ তাঁর তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

℣ উল্লসিত হও, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আনন্দ কর; তিনি যে তোমাদের ধর্মময়তার গুরু দান করলেন।

℟ তাঁর তৈলাভিষেক সমস্ত বিষয়েই তোমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকে।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ করি ১০:১-১৪

ইস্রায়েলের ইতিহাস থেকে আগত শিক্ষা

ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন; বাস্তবিকই তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রীষ্ট! কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি প্রভু প্রসন্ন হননি, ফলে তাঁদের মৃতদেহ প্রান্তরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেওয়া হল।

এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল, আমরা যেন মন্দ কিছু বাসনা না করি, তাঁরাই যেভাবে করেছিলেন। তেমনি তোমরা যেন কোন দেবমূর্তি পূজা না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন; এবিষয়ে লেখা আছে: *লোকেরা পান-ভোজন করতে বসল, তারপর উঠে আমোদ করতে লাগল।* আবার, আমরা যেন যৌন অনাচারে লিপ্ত না থাকি, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে হয়েছিলেন, যার ফলে তেইশ হাজার লোক এক দিনেই প্রাণ হারিয়েছিল। আরও, আমরা যেন প্রভুকে যাচাই না করি, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সাপের কামড়ে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল। অবশেষে তোমরা যেন গজগজ না কর, তাঁদের কেউ কেউ যেভাবে করেছিলেন, যার ফলে সংহারক দূতের হাতে তাঁদের বিনাশ হয়েছিল। এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই, এবং আমাদেরই চেতনার জন্য তা লিখে রাখা হল—এই আমাদের, যাদের পক্ষে যুগের সমাপ্তি লগ্ন কাছে এসে পড়েছে। সুতরাং, যে মনে করে, সে সোজা দাঁড়িয়ে আছে, সে সাবধান থাকুক, পাছে তার পতন হয়। এতক্ষণে তোমাদের প্রতি এমন পরীক্ষা ঘটেনি, যা জয় করা মানবীয় শক্তির ঊর্ধ্বে। এবং ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা সহ্য করার শক্তি দেওয়ায় রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন। এজন্য, হে আমার প্রিয়জনেরা, প্রতিমা-পূজা এড়িয়ে চল।

শ্লোক ১ করি ১০:১,২,১১,৩,৪

প্র আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন।

উ এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই।

প্র সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন।

উ এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে সাধু আগস্তিনের ব্যাখ্যা ৪৫শ বিভাগ ৯

কালের পরিবর্তন ঘটে, বিশ্বাসের পরিবর্তন নেই

আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের আগমনের আগে—যিনি মাংসধারণ করে নিজেকে নমিত করলেন—সেই ধার্মিক ব্যক্তিবর্গ এসেছিলেন যাঁরা আসন্ন খ্রীষ্টেরই কথা বিশ্বাস করছিলেন; আমরা কিন্তু আগতই খ্রীষ্টের কথা বিশ্বাস করি। কালেরই পরিবর্তন ঘটেছে, বিশ্বাসের নয়। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথার পরিবর্তন ঘটে, এই অর্থে যে, কথাগুলো ভিন্নরূপেই উপস্থাপিত: আসন্ন ও আগত, এ দু'টো শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বটে, তবু একই বিশ্বাস তাঁদেরই সকলকে সংযুক্ত করে যাঁরা আসন্ন খ্রীষ্টের কথা বিশ্বাস করছিলেন ও যারা আগত খ্রীষ্টের কথা বিশ্বাস করে। কাল ভিন্ন হলেও তবু আমরা উভয় দলের মানুষকে বিশ্বাসের সেই একমাত্র দরজা তথা খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে দেখি।

আমরা বিশ্বাস করি, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কুমারী থেকে জন্ম নিলেন, মাংসে আগমন করলেন, যন্ত্রণাভোগ করলেন, পুনরুত্থান করলেন, স্বর্গে আরোহণ করলেন: ক্রিয়ার অতীতকাল ব্যবহৃত বিধায় আমরা বিশ্বাস করি এসব কিছু

ঘটেছে। যাঁরা বিশ্বাস করছিলেন, খ্রীষ্ট কুমারী থেকে জন্ম নেবেন, যন্ত্রণাভোগ করবেন, পুনরুত্থান করবেন ও স্বর্গে আরোহণ করবেন, সেই পিতৃপুরুষেরাও আমাদের সঙ্গে একই বিশ্বাসে সহভাগিতা করছেন। তাঁদেরই কথা ইঙ্গিত করে প্রেরিতদূত বললেন, *আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে, যে বিশ্বাসের বিষয়ে লেখা আছে: আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি, আমরাও বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি!* সামসঙ্গীত-রচয়িতাও বলেছিলেন, *আমি বিশ্বাস করেছি, তাই কথা বলেছি,* এবং প্রেরিতদূত আবার বলেন, *আমরা বিশ্বাস করি আর তাই কথা বলি।*

তথাপি তুমি যেন জানতে পার যে বিশ্বাস এক, এজন্য তাঁর একথা শোন: *আমরা সেই একই বিশ্বাসের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, আর তাই আমরাও বিশ্বাস করি;* অন্যত্র তিনি এ কথাও বলেন, *ভাই, আমি চাই না, একথা তোমাদের অজানা থাকবে যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন, সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন।* লোহিত সাগর হল দীক্ষাস্নানের প্রতীক; সাগরের মধ্য দিয়ে সেই পরিচালক মোশী হলেন খ্রীষ্টের প্রতীক; যে জনগণ সাগরের মধ্য দিয়ে যায়, তারা হল বিশ্বাসীদের প্রতীক; মিশরীয়দের মৃত্যু হল পাপমোচনের প্রতীক: ভিন্ন ভিন্ন প্রতীকে একই বিশ্বাস প্রকাশিত—যেমন ক্রিয়াকাল ভিন্ন ভিন্ন, প্রতীকও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন, কারণ কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কথার সুরেরও পরিবর্তন ঘটে, ফলে কথাও প্রতীক ছাড়া কিছু নয়, কেননা একটা কথা অন্য কিছুর প্রতীক হবার জন্যই ব্যবহৃত; হ্যাঁ, কথায় নিহিত প্রতীকটা বাতিল কর, অর্থহীন একটা শব্দই থেকে যায়। সুতরাং সবকিছুই প্রতীকের মধ্য দিয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

যাঁদের মধ্য দিয়ে এ সমস্ত প্রতীক ঘটছিল, যাঁদের মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত ভাবী ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়া হচ্ছিল যা আমরা বিশ্বাস করি, তাঁরা কি একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না? অবশ্যই, তবু তাঁরা আসন্নই কিছু, আমরা কিন্তু আগতই কিছু বিশ্বাস করি। এজন্য লেখা আছে, *সকলে একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন।* আত্মিক দিক দিয়ে পানীয় একই, কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে একই নয়। তবে তাঁরা কী পান করছিলেন? *তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রীষ্ট!* তবে দেখ, বিশ্বাস অপরিবর্তনশীল হয়ে থাকছে ও প্রতীকগুলোর পরিবর্তন ঘটছে: সেখানে খ্রীষ্ট একটা শৈল, আমাদের কাছে খ্রীষ্ট তাই হলেন যা ঈশ্বরের বেদিতে রাখা হয়। একই খ্রীষ্ট-মহারহস্যের খাতিরে তাঁরাও শৈল থেকে নির্গত জল পান করেছিলেন; আমরা যা পান করি, ভক্তমণ্ডলী সেই কথা ভালই জানে। তুমি যদি বাহ্যিক রূপ ধর, তবে তা ভিন্ন; যদি প্রতীকের অর্থ ধর, তবে তাঁরা একই আত্মিক পানীয় পান করলেন। সুতরাং সেকালে যাঁরা খ্রীষ্টপ্রচারক সেই আব্রাহাম, ইসায়াক, যাকোব, মোশী ও অন্যান্য নবীদের বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন মেষ, তাঁরাও খ্রীষ্টের বাণী শুনলেন—অপর একজনের সুর নয়, তাঁরই নিজেরই সুর শুনলেন।

শ্লোক শিষ্য ৪:১২; ১ করি ৩:১১

প্র তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কারও কাছে পরিত্রাণ নেই,

উ কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।

প্র যা ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে, তা ছাড়া অন্য ভিত্তি কেউ স্থাপন করতে পারে না—তিনি যীশুখ্রীষ্ট।

উ কারণ আকাশের নিচে মানুষের কাছে যত নাম দেওয়া থাকুক না কেন, কেবল এই নামগুণেই আমরা পরিত্রাণ পেতে পারি বলে স্থির করা আছে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ থে ৩:১-১৮

নানা চেতনা-বাণী ও সুপরামর্শ

ভাই, আমাদের জন্য প্রার্থনা কর, যেন প্রভুর বাণী দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে ও মানুষের কাছে গৌরবের পাত্র হয়ে

ওঠে, ঠিক যেমনটি তোমাদের মধ্যে ঘটেছিল; আরও, প্রার্থনা কর, যেন আমরা দুর্জন ও মন্দ লোকদের হাত থেকে নিস্তার পাই; আসলে বিশ্বাস যে সকলের, তা নয়। কিন্তু প্রভু বিশ্বস্ত: তিনিই তোমাদের সুস্থির করবেন ও সেই ধূর্তজনের হাত থেকে রক্ষা করবেন। আর তোমাদের সম্বন্ধে প্রভুতে আমাদের এই দৃঢ় ভরসা আছে যে, আমরা যা কিছু আদেশ করি, তা তোমরা পালন করে আসছ, ও তা করতে থাকবে। প্রভু তোমাদের হৃদয় ঈশ্বরের ভালবাসার দিকে ও খ্রীষ্টের সহিষ্ণুতার দিকে চালিত করুন।

অতএব, ভাই, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে আমরা তোমাদের আদেশ দিচ্ছি: যে কোন ভাই কোন শৃঙ্খলা না মেনে জীবন কাটায়, এবং তোমরা আমাদের কাছ থেকে যে পরম্পরাগত শিক্ষা পেয়েছ, সেই অনুসারে চলে না, তেমন ভাইয়ের সাহচর্য এড়িয়ে চল; কারণ তোমরা নিজেরাই জান, কেমন ভাবে আমাদের অনুকরণ করতে হবে: আসলে আমরা তোমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খল জীবনধারণ আদৌ দেখাইনি; কারও অন্নও বিনামূল্যে খাইনি, বরং পরিশ্রম ও বহু কষ্ট স্বীকার করে দিনরাত কাজ করতাম যেন তোমাদের কারও বোঝা না হই। আমাদের যে তেমন অধিকার ছিল না, তা নয়; কিন্তু আমরা নিজেরাই তোমাদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত হতে চাচ্ছিলাম, যা তোমরা অনুকরণ করতে পারবে। আর আসলে তোমাদের মধ্যে থাকাকালে আমরা তোমাদের এই আদেশ দিয়েছিলাম: যে কাজ করতে চাইবে না, সে খেতেও পাবে না! আমরা আসলে শুনতে পেলাম, তোমাদের মধ্যে নাকি কেউ কেউ কোন শৃঙ্খলা না মেনে জীবন কাটাচ্ছে; কিছুতেই ব্যাপৃত না হয়ে এমনি অতিব্যস্ত দেখাচ্ছে। তেমন লোকদের আমরা প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে অনুরোধ করে আদেশ দিচ্ছি, তারা যেন শান্ত স্থির হয়ে নিজেদের কাজকর্ম ক'রে নিজেদের অন্নসংস্থান নিজেরাই করে। আর ভাই, শুভকর্ম সাধনে কখনও নিরুৎসাহ হয়ো না। আর আমরা এই পত্র দ্বারা যা বলি, কেউ যদি তা না মানে, তবে তাকে চিহ্নিত করে রাখ, তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর, সে যেন লজ্জা পেতে পারে; তবু তাকে শত্রু বলে জ্ঞান করো না, কিন্তু ভাই বলে তাকে সাবধান বাণী শোনাও।

শান্তিবিধাতা প্রভু নিজেই সবসময় সবকিছুতে তোমাদের শান্তি দান করুন। প্রভু তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুন।

"পল", এই প্রীতি-শুভেচ্ছা আমার নিজেরই হাতে লেখা। প্রতিটি পত্রে এটিই পরিচয়-চিহ্ন; এ আমার হাতের লেখা। আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক।

শ্লোক ১ থে ২:১৩; এফে ১:১৩

℣ ঈশ্বরের বাণী শুনে
℟ তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে।
℣ তোমাদের পরিত্রাণের সেই সুসমাচার শুনে
℟ তোমরা মানুষের বাণী বলে নয়, ঈশ্বরেরই বাণী বলে তা গ্রহণ করেছিলে।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৩৫-৩৬

মানব কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ

মানব কর্মকাণ্ড যেমন মানুষ থেকে উদ্গত, তেমনি মানুষকে লক্ষ করে; কেননা মানুষ যখন কাজ করে, তখন বস্তুগত জগৎকে ও সমাজকে যে রূপান্তরিত করে তা শুধু নয়, নিজেরও সিদ্ধি ঘটায়। সে অনেক কিছু শেখে, নিজের গুণাবলির বিকাশ ঘটায়, নিজের গন্ডি ও সীমা অতিক্রম করে। তার সঠিক অর্থ উপলব্ধি করলে তেমন বিকাশ বাহ্যিক যত সম্পদ ও সঞ্চয়ের চেয়ে অনেক মূল্যবান।

মানুষের যা আছে, তার চেয়ে সে নিজেই যা, তার জন্যই সে মূল্যবান। একই প্রকারে গভীরতর ন্যায্যতা, বৃহত্তর ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক ক্ষেত্রে অধিক মানবোচিত পরিবেশ অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষ যা কিছু করে, তা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে যত অগ্রগতির চেয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ; কেননা তেমন প্রযুক্তিগত অগ্রগতি মানব উন্নয়নের জন্য ঠিক যেন বস্তুসম্পদই মাত্র সরবরাহ করতে পারে, কিন্তু নিজে থেকে সেই অগ্রগতি কোন মতেই মানব উন্নয়ন সাধন করতে পারে না।

সুতরাং ঈশ্বরের সঙ্কল্প ও ইচ্ছা অনুসারে মানবজাতির প্রকৃত মঙ্গলের অনুরূপ হওয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে কিংবা সমাজের সভ্যরূপে প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ সার্বিক আহ্বান পালন ও সার্থক করতে সাহায্য করা, এই তো মানব কর্মকাণ্ডের নীতি।

অথচ মনে হচ্ছে, এ যুগের অনেকের ভয় যে, মানব কর্মকাণ্ড ও ধর্মের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর বন্ধন মানুষ, সমাজ ও বিজ্ঞানের আত্মশাসনে বাধা দেবে। পার্থিব বাস্তবতার আত্মশাসন বলতে আমরা যদি এ বুঝি যে, সৃষ্টবস্তু ও সমাজ এমন নিজস্ব নিয়মনীতি ও মূল্যবোধের অধিকারী যা মানুষ ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার, নিয়োগ ও বিন্যাস করতে আহূত, তাহলে তেমন দাবি ন্যায়সঙ্গত বটে, এমনকি আমাদের যুগের মানুষের সমর্থনের বিষয় শুধু নয়, স্রষ্টার ইচ্ছারও অনুরূপ দাবি। কারণ সৃষ্টি হিসাবেই তো নিখিল সৃষ্টবস্তু নিজস্ব স্থায়িত্ব, সত্য, উপকারিতা ও নিজস্ব নিয়ম-বিধি ও শৃঙ্খলা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত; এবং মানুষ প্রতিটি বিজ্ঞান ও শিল্পের নিয়ম-পদ্ধতি স্বীকার করে এসব কিছু মানতে বাধ্য।

সুতরাং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় পদ্ধতিগত গবেষণা যদি সত্যিই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ও নৈতিক বিধান অনুসারে অগ্রসর হয়, তাহলে বিশ্বাসের সঙ্গে কোন প্রকৃত দ্বন্দ্ব কখনও দেখা দেবে না, কারণ পার্থিব কি ধর্মীয় সমস্ত কিছুই একই ঈশ্বর থেকে উদ্গত। এমনকি, যারা নম্রচিত্তে ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে বস্তুজগতের গোপন রহস্যগুলি তলিয়ে দেখতে প্রবৃত্ত, অসচেতন হয়েও তারা কিন্তু কেমন যেন সেই ঈশ্বরের হাত দ্বারা চালিত, যিনি সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব রক্ষা করে এমনটি ঘটান যাতে সবকিছু যা, তা-ই হয়। এ পর্যায়ে আমরা এমন কয়েকটা মনোভাব নিন্দা করতে বাধ্য যা খ্রীষ্টানদের মধ্যেও সময় সময় উপস্থিত: বিজ্ঞানের ন্যায়সঙ্গত আত্মশাসনের কথা পূর্ণমাত্রায় না উপলব্ধি করার দরুন কেউ কেউ বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে অনেকের মন এমন পর্যায়ে উত্তেজিত করে, যার ফলে তারা মনে করে, বিশ্বাস ও বিজ্ঞান পরস্পর-বিরোধী।

অপরদিকে, পার্থিব বস্তুজগতের আত্মশাসন বলতে যদি এ ধারণা বোঝায় যে, সৃষ্টবস্তু ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল নয়, এবং মানুষ ঈশ্বরের সঙ্গে সেগুলোর সম্পর্ক বজায় না রেখে সেগুলো ব্যবহার করতে পারে, তাহলে ঈশ্বরবিশ্বাসীদের এমন কেউই নেই যে উপলব্ধি করবে না তেমন ধারণা কতই না মিথ্যা। কেননা স্রষ্টাকে ছাড়া সৃষ্টি উবেই যায়।

শ্লোক দ্বিঃবিঃ ২:৭; ৮:৫ দ্রঃ

প্র তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার হাতের সমস্ত কাজে তোমাকে আশীর্বাদ করেছেন; এই বিরাট মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে তোমার যাত্রায় তিনি তোমার পিছু পিছু চললেন;

উ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন আর তোমার কোন কিছুর অভাব হল না।

প্র যেমন পিতা তার আপন ছেলেকে শিক্ষাদান করেন, তেমনি তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমাকে শিক্ষাদান করেন, চালনাও করেন;

উ তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন আর তোমার কোন কিছুর অভাব হল না।